বিজয়াবসান।

কাব্য।

শ্রীবসন্ত কুমার রায় এম, এ, বি, এল,

কর্ত্তৃক রচিত।

মূল্য—১।০ টাকা মাত্র।

বিজয়াবসান।

কাব্য।

শ্রীবসন্ত কুমার রায় এম এ, বি, এল,
কর্ত্তৃক রচিত।

শ্রীমন্তকুমার সরকার বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

4 August 191[illegible]

Printed by A. C. Barman
Edward Printing works Nawabpur Dacca.

প্রাপ্তিস্থান

১। এলবার্ট লাইব্রেরী—নবাবপুর ঢাকা

২। রিপন লাইব্রেরী—পাটুয়াটুলি ঢাকা

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵০	ভূমিকা	রেসম	সময়ে
।০	”	মৈত্রীভাবাপন্ন	মৈত্রীভাবাপন্ন
১৬	৬৫	ণালে	নালে
”	৬৭	বেদাহ্ণ	বেদাঙ্গ
২১	১১	ভ্রভঙ্গে	ভ্রূভঙ্গে।
২৯	৪৩	ছিত্ত	চিত্ত
৩০	৫০	প্রনিধান	প্রণিধান।
৩৪	৬৭	পারিয়ে	পারি রে।
৪৫	১১২	যেইভাই	যেইভায়।
৬৪	১৪	কান্দে	চান্দে
৬৯	৩৬	বহঙ্গ	বিহঙ্গ।
৭১	৪৭	যাপণ	যাপন
৭৮	২৮	তদ্দিড়ঙ্ক	তড়িদঙ্ক
৯২	২১	হে	হো
১০২	৬৪	এড়েই	এড়াই
১০৫	২	একাকিনা	একাকিনী
১০৭	১২	গাবে	গাহে
১১৯	৫৯	প্রভ	প্রভা
১২২	৮	াপসে	তাপসে
১২৩	১৯	বায়	বাঁধ

১২৩	পাদটীকা	হইতেনছে	হইতেছেন
১৩৭	১২	প্রাতি	প্রীতি
১৩৮	পাদটীকা	যতত্থর	যতদূর
১৪৩	৩৯	মোদেরে	মোদেরো
১৪৪	৪৫	নিজাশয় ;	নিজাশয়
১৫২	১৫	অদ্ধি	অব্ধি
১৭১	পাদটীকা	*	†
১৭১	"	রাজস্থাে	রাজস্থানের
১৭২	পাদটীকা	মহাপগ্ম	মহাপদ্ম
১৭৬	"	সন্মিলন	সম্মিলন
১৭৭	১৫	হিজলী রাষ্ট্র	হিজলীরাষ্ট্র
১৭৭	১৬	চারাদকে	চারিদিকে
"	১৮	দেশমুখ্যবারগণ	দেশমুখ্যবীরগণ
১৮১	৩৪	হউ	হউ
১৯২	৪৩	সমারাম্ভ	সমারম্ভ
১৯৬	৬০	বাধিয়া	বধিয়া
১৯৭	৬৪	বারাভিবাঞ্ছিত	বীরাভিবাঞ্ছিত
২১৪	৭৬	দুর্ব্বার	দুর্ব্বার

ভূমিকা।

বিজয়াবসান প্রকাশিত হইল। এই কাব্যের প্রথমসর্গের কতক অংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বান্ধব-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপর প্রথিতনামা বান্ধব-সম্পাদক কবিকে বলেন "It is genuine and high poetry, (ইহা আসল এবং উচ্চস্তরের কবিতা); এখন ইহা গ্রন্থাকারে বাহির করুন, আমি ইহার ভূমিকা লিখিব ; কিন্তু অতি চোখা চক্ষে ইহার প্রুফ দেখিতে হইবে ।" প্রুফ্‌ও তিনি নিজেই দেখিতে সম্মত হন। গ্রন্থকারের প্রতি ৺বান্ধব-সম্পাদকের কত শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব ছিল, তাহা অনেকে অবগত আছেন। বিজয়াবসান সম্বন্ধে প্রথিতনামা বান্ধব-সম্পাদকের বহুমূল্য মন্তব্য কবির বন্ধুসমাজে তৎক্ষণাৎ বিস্তৃত হইল ; তাঁহারা কবিকে ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু নানা কারণে গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল ; ইত্যবসরে বাঙ্গলাসাহিত্যের বিজয়ধ্বজ বান্ধবসম্পাদক অকস্মাৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। বিজয়াবসান-কাব্য আর বান্ধবসম্পাদকের লিখিত ভূমিকারূপ জয়পতাকায় সমলঙ্কৃত হইয়া বাহির হইতে পারিল না !! তাই আজ আমার ন্যায় অকৃতী ব্যক্তি বিজয়াবসানের ভূমিকা লিখিতে বাধ্য হইল।

বিজয়াবসানের কাব্যাংশ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে কাব্যে বর্ণিত আখ্যানটি অগ্রে উপন্যস্ত করা আবশ্যক মনে করি। কাব্যের আখ্যানভাগটি এই :—

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সেকেন্দর নামক পাঠান বাদশাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎকালে বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তস্থিত মেদিনীপুর বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু নরপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। পাঠান বাদশাহগণ ইতিপূর্ব্বে বহু চেষ্টায়ও এসকল হিন্দুরাজ্য স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন নাই। এইসকল রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমাতে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সন্ধিভাগস্থ অরণ্যময় পার্ব্বত্য প্রদেশ তৎকালে স্বাধীন পার্ব্বত্যরাজবর্গের শাসনাধীনে ছিল, এবং দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তীর্ণ উৎকলসাম্রাজ্য তখনও হিন্দুনরপতিগণের বাহুবলে পরিরক্ষিত হইতেছিল। সেকেন্দর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধনধান্যবহুলা-উৎকল-ভূমির প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উৎকলের প্রবেশপথে প্রতাপান্বিত হিজলীরাজ্য অবস্থিত। হিজলী বিজয় ও স্ববশে আনয়ন করিতে না পারিলে উড়িষ্যাপ্রবেশ অসম্ভব দেখিয়া সেকেন্দর সর্ব্বপ্রথমে হিজলী-আক্রমণের অভিলাষী হইলেন। হিজলীপতি দিব্যসিংহ (হরিদাস) দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করিতেন না; দেশ বিদেশে তৎকালে হিজলী বীরগণের বীরত্বগাথা কীর্ত্তিত হইত। বিশেষত হিজলীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইলে উৎকল, তমলুক, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি রাজ্যের নরপতিগণ একযোগে গৌড়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল কারণে গৌড়েশ্বর সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন।

উড়িষ্যা ও হিজ্‌লীর মধ্যভাগস্থিত পূর্ব্বকথিত পার্ব্বত্য রাজগণ গৌড়েশ্বরের পক্ষে থাকিলে. যুদ্ধকালে উঁহারা একদিকে হিজ্‌লীর সাহায্যার্থ প্রেরিত উৎকল-সৈন্যের গিরিপথ রোধ করিতে এবং অপরদিকে বিষ্ণুপুরাদি অপর হিন্দুরাজ্যনিচয়ের পৃষ্ঠভাগে উপদ্রব করিয়া তত্তৎ দেশীয় রাজন্যবর্গকে বিব্রত রাখিতে পারিবেন বুঝিয়া গৌড়পতি তদঞ্চলে গুপ্তচর (বিদূরথদাসকে) প্রেরণ করিলেন।

হিজ্‌লীরাজ চারমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৌশলে ঐ সকল বন্যরাজাদিগকে হস্তগত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেনাপতি ঘনদাস এবং রাজকুমার বিক্রমদাসকে মৃগয়া-ব্যপদেশে পার্ব্বত্যঅঞ্চলে প্রেরণ করা সুস্থির হইল। ইহারা মৃগয়াছলে তথায় অবস্থান করিয়া রাজগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবেন।

ইত্যবসরে একদা রাজা হরিদাস রাজ্ঞী বিভাবতীর কক্ষে উপনীত হইয়া চিন্তাকুলা মহিষীকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী তদুত্তরে রাজাকে পূর্ব্বকৃত একটি মানসের কথা নিবেদন করিলেন। পূর্ব্বকথিত পার্ব্বত্য প্রদেশে শ্রীখণ্ড-গিরির শৃঙ্গে অনাদি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্ঞী মানস করিয়া ছিলেন যে রাজকন্যা প্রভা স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া সেই নিভৃত-কাননস্থিত ভগবান্ ভূতপতির অর্চ্চনা করিয়া মনোমত বর প্রাপ্ত হইবেন। কন্যা এখন বিবাহযোগ্যা, অতএব এখন ধাত্রেয়ী সঙ্গে তাঁহাকে শ্রীখণ্ডাচলে প্রেরণ করা আবশ্যক। রাজা হরিদাস রাজ্ঞীর কথায় সম্মত হইয়া ধাত্রেয়ী বিন্ধ্যবতীসহ কন্যাকে সসৈন্য ঘনদাস ও কুমার বিক্রমদাসের রক্ষণাবেক্ষণে শ্রীখণ্ডাচলে প্রেরণ করিলেন। রাজকন্যা শিবার্চ্চনায় এবং কুমার

ও সেনাপতি ধনদাস মৃগয়াছলে রাজনৈতিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

রাজকন্যা প্রথম দিবসের পূজা সমাপ্ত করিয়া ধাত্রেয়ী ও সহচরীবৃন্দসহ হেমপ্রস্থে পটাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন এমন সময়ে অকস্মাৎ একটী মদমত্ত বন্যহস্তী পর্ব্বতহইতে বহির্গত হইয়া রাজ-কন্যা প্রভাকে লক্ষ্য করত গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বন্যগজের ভীষণ বৃংহণে ভীতিবিহ্বলা কন্যাগণের আর্ত্তনাদে বনভূমি পরিপূরিত হইল। হস্তীটী সবেগে রাজ কন্যাহইতে পঞ্চহস্ত দূরপর্য্যন্ত আগমন করিয়াই সহসা চীৎকার করিতে করিতে ভূপতিত ও গতাসু হইল। কন্যাগণ ব্যতিব্যস্ত ভাবে প্রভাকে লইয়া একটু দূরে সরিয়া বিত্রস্তভাবে এক শিলাতলে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন অপরিচিত বীরযুবক ধনুর্ব্বাণহস্তে কিরাতবেশে গজপার্শ্বে আসিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইলেন। ইনিই দূরহইতে দূরপাতী বাণাঘাতে মত্তগজ বরকে অকস্মাৎ বধ করিয়াছিলেন। ধাত্রেয়ীর আদেশে তরলিকা যাইয়া এই বীর যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইত্যবসরে রাজকন্যা ও বীরযুবক উভয়েই পরস্পর সন্দর্শনে একটু বিবশ ও আকৃষ্ট হইলেন, এবং এই হইতেই উভয়ের প্রীতি বিবর্দ্ধিত হইয়া একটা বিশ্বপ্লাবী ভাব ধারণ করিল। এই যুবক গজেন্দ্র-বংশীয় কুমার। গিরিবাসী কিরাতরাজ বাল্যে তাঁহার ধনুঃশিক্ষায় আচার্য্য ছিলেন। পার্ব্বত্যরাজগণ সকলেই তাঁহার পিতার সঙ্গে মৈত্রীভাবাপন্ন। তিনি আচার্য্যের সহিত দেখাকরা উপলক্ষে আসিয়া কিরাতরাজপুত্র বন্ধুবর "ভল্লের" সহিত সেই গিরিপ্রস্থে মৃগয়া উপলক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন। এবং তদবস্থায় রাজ

কন্যাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া বাণাঘাতে উন্মত্ত গজকে বধ করিয়াছিলেন।

রাজকন্যা ও কুমার গজেন্দ্রের অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকা অবস্থায় হিজলী রাজকুমার বিক্রমদাস এক দিবস মৃগয়াকালে জনৈক কিরাত-তাপসকে গৌড়ের গুপ্তচর ভ্রমে শূলাঘাতে বধ করিয়া ফেলিলেন। পর্ব্বতরাজপুত্র ডল্ল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কুমার বিক্রমদাসকে এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিফল দিতে অগ্রসর হইলেন, ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল; ডল্ল যুদ্ধে পরাজিত হইবেন এমন সময় কুমার গজেন্দ্র তথায় প্রবেশ করিয়া বন্ধু ডল্লের পক্ষ অবলম্বনে বিক্রমদাসসহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়েই ক্লান্ত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় হিজলী-সেনাপতি ঘনদাস সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া কুমার গজেন্দ্রকে বান্ধিয়া শিবিরে আনয়ন করত কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এ কার্য্যটী প্রভাব অনুরাগ-সাফল্য ও রাজার কার্য্য, এই উভয়েরই বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিল। (১)

এদিকে গজেন্দ্রবংশের রাজা সাগর-সঙ্গম-তীর্থে যাইয়া দৈবে হিজলীরাজ হরিদাসের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন; তিনি গৌড়পতির সহিত বিবাদের সমুদয় কথা জ্ঞাত হইয়া রাজা হরিদাসকে লইয়া নিজ রাজধানীতে যাইবার পথে শ্রীখণ্ডাচলের সমীপস্থ হিজলীকুমার বিক্রমদাসের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, এবং পরদিন প্রভাতে দেখিলেন, তাহারই কুমার গজেন্দ্র হিজলী শিবিরে কারারুদ্ধ!! হিজলীপতি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কুমার গজেন্দ্রের সহিত নিজকন্যা প্রভার পরিণয় দেওয়া সুস্থির করিলেন॥

(১) নাট্যে এইরূপ অন্তরায় সংযুক্ত অংশকে বিমর্শসন্ধি বলে।

রাজা গজেন্দ্র এবং তত্রত্য পার্ব্বত্যরাজগণের অনুরোধে রাজা হরিদাস শ্রীখণ্ডাচলস্থিত শিবায়তনেই কন্যা প্রভার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ফলে পার্ব্বত্যরাজগণ সকলেই হিজ্‌লী-পতির বন্ধু হইলেন। গৌড়পতি সেকেন্দর এইরূপে নীতিকৌশলে পরাজিত হইয়া হিজ্‌লীর সঙ্গে প্রকাশ্যযুদ্ধ ঘোষণা করত হিজ্‌লী আক্রমণ করিতে চলিলেন। হিজ্‌লীরাজ হরিদাস বন্ধু-নরপতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া সসৈন্যে নিজরাজ্যের সীমানায় গৌড়েশ্বরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে উভয় সৈন্যের দেখা হইবার পর যুদ্ধ বাঁধিল। তিন দিবস যুদ্ধের পর গৌড়পতি সন্ধি করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। রাজা হরিদাস হিজ্‌লীতে যাইয়া রাজ্য শাসন ও ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। এই গেল কাব্যোক্ত উপাখ্যান।

কাব্যের উপক্রমটি এই ;—একদিবস প্রসিদ্ধ ময়না়গড় দুর্গে রাজগণের বার্ষিকাভিষেক উপলক্ষে উৎসব হইতেছে, এমন সময় কবি অবধূতবেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রক্ষী সৈনিকগণ তাহাকে উন্মত্তজ্ঞানে তাড়াইয়া দিতেছে, এমন সময় একজন সেনানী তাঁহাকে অবধূতবেশধারী কবি বুঝিতে পারিয়া সমাদরে রাজসভায় লইয়াগেলেন। রাজা কবিকে পূজা করিয়া স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইলেন এবং রাজার ইঙ্গিতে মন্ত্রী কবিকে একটি লক্ষণান্বিত মহাকাব্যগান করিতে বলিলেন। কবি বীণাধ্বনিতে সভাস্থ লোকদিগকে বিবশ করিয়া বিজয়াবসান কাব্য গান করিলেন।

আশাকরি সহৃদয়গণ এই আখ্যান ও কাব্যারম্ভের গুণ গ্রহণ করিবেন।

কাব্যাংশে আমাদের অধিক কিছু বলিবার বাসনা নাই; কাব্যের দোষগুণ সহৃদয়ের বিচার অপেক্ষা করে। তবে সংক্ষেপতঃ দুই একটি কথা বলা নিতান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের বিবেচনায় কাব্য মাত্রই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,- টপ্পাজাতীয়, এবং ধ্রুপদ-খেয়াল জাতীয়। টপ্পা শ্রেণির কাব্য আকারে খণ্ডিত, ভাষায় পাতলা, ভাবে তীব্রমধুর, ইন্দ্রিয়ের উপর সহজেই দ্রুতক্রিয়াশীল, অন্তস্তল-স্পর্শী, এবং অনেক সময়ে অশ্রুবিন্দুর সহিত ক্রীড়াকারী; কিন্তু উহা ধ্রুপদখেয়াল জাতীয় মহাসঙ্গীতের ন্যায় সর্ব্বতোমুখ-তরঙ্গাকুল গভীর আনন্দ প্রদানে সমর্থ হয় না। যেমন ধ্রুপদ-খেয়াল সঙ্গীত ও টপ্পা গীতের অবস্থা এবং আসর স্বতন্ত্র, তেমনই টপ্পা জাতীয় কাব্য ও ধ্রুপদ-খেয়াল জাতীয় কাব্যের অবস্থা এবং আসর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজয়াবসান এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্য। টপ্পার আসরে ইহা গীত হইতে পারে না।

এই কাব্যের আদ্য রসের একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিয়াছে। সে প্রবাহ কোথায় বা অন্তস্তলবাহী ফল্গুগঙ্গাবৎ, কোথায় বা খরস্রোতা গিরিনির্ঝরিণীরূপে বহমান, কোথায় ও উহা উত্তালতরঙ্গমালাকুল পদ্মানদীর ন্যায় বিশাল, গভীর ও বেগ-কল্লোল-ব্যাকুল।

কাব্যের প্রথমেই বাঙ্গালার দক্ষিণপশ্চিমাংশের পুরাতন বীর্য্যোদ্দীপ্ত অবস্থার মলিনছবি একটা বিষাদমধুর গম্ভীরভাব আনিয়া উপস্থিত করে। উহার পরস্থিত হিজ্‌লী নগরীর সমুজ্জ্বল বর্ণনা একটি আনন্দ ধারা বিশেষ। রাজা ও চরের কথোপকথনটি অর্থগৌরব ও উৎসাহে স্ফীত। রাজা হরিদাস্ ও রাণী বিভাবতীর

প্রথমযৌবনকালীন শ্রীখণ্ডাচলভ্রমণের কাহিনী মধুময়ী-প্রীতির নিভৃত করুণ-প্রবাহ। রাজকন্যা প্রভার অলোকসুন্দররূপ, কমনীয়তা, নম্রতা, শ্রীখণ্ডাচলপথে বনকন্যাগণের নৃত্যগীত ও রাজকন্যা-দর্শন একটা অতি বিচিত্র সৌন্দর্য্য-প্রবাহ। দূরহইতে কন্যাগণের শ্রীখণ্ডাচল-সন্দর্শন এবং তদুপলক্ষে শ্রীখণ্ডের শোভা বর্ণন একখানি হৃদয়হারী অনুপম জীবন্ত আলেখ্য। এ বর্ণনার তুলনা নাই; উহা ভূমিতলস্থ স্বর্গবিশেষ, এবং উহা দিব্যপ্রীতির উপযুক্ত ভূমিই বটে। হেমবনস্থ সরোবরে কন্যাকুলের স্নান ও কমলচয়নাদি নিরুদ্ধ আশার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বলিলেই হয়। প্রথমদিনের পূজান্তে রাজকন্যা প্রভার প্রতি গজের আস্কন্দন, অকস্মাৎ ধনুর্ব্বাণধারী বীরযুবকের উপস্থিতি, তদীয় 'বীরশ্রীলাঞ্ছিত ব[illegible]র বর্ণনা, তাঁহার নিকট তরলার গমন, বিভ্রমময় উদাত্ত ভাবের অসাধারণসৌন্দর্য্যপূর্ণ সম্ভাষণটি, আশা ও আশঙ্কার উচ্চতম ভূমিকাগত ক্রিয়াবিশেষ। উহার যে তুলনা কোথায় মিলিবে, তাহা জানি না।

প্রভার প্রথম হৃদয়-বিকার, গজেন্দ্রের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমাবস্থা, চন্দ্রালোকে সরোবরতটে পুষ্প-শয্যায় প্রভার শয়ন, নিশীথের সেই চন্দ্রালোকময়ী বর্ণনা, গজেন্দ্রের সেই প্রলয়-কারিণী প্রীতিগাঁথার ভাব, দৈবে উভয়ের দর্শন ও নিস্তব্ধতা প্রভৃতি স্থলের কোন উপমাই নাই। অনুরাগের এই মহিমময়ী বর্ণনায় ভারতের চিরপ্রিয়, চিরবাঞ্ছিত সেই প্রেম-প্রবাহজনিত কৃশতা, গ্লানি, মোহ ও উন্মাদ প্রভৃতি দশার অনন্যসাধারণ ভাবগুলি এই কাব্যে ভয়াবহশক্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সহৃদয় মাত্রেই উহা পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত এবং স্তম্ভিত হইবেন সন্দেহ নাই।

হিজ্‌লী কুমার ও গজেন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা ও গজেন্দ্রের প্রীতিস্মৃতি, কিরাততাপসের অভিশাপ, গজেন্দ্রের বন্ধন, প্রভা ও গজেন্দ্রের নৈরাশ্য, নিশীথে গজেন্দ্রের কারাগার হইতে ছুটিয়া চন্দ্রালোকে প্রভার নিকেতন দর্শন ও প্রত্যাগমন, প্রেমগাথায় পরাকাষ্ঠা,—-প্রীতির প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা।

রাজগণের সমাগম, উদ্‌যোগ, গৌড়েশ্বরের সৈন্য পরিচালন, বীরত্ব, হিজ্‌লী পক্ষীয় বীরগণের উৎসাহ ও যুদ্ধ প্রভৃতি প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য্যের সহিত বর্ণিত, এবং একটী প্রশান্ত গম্ভীর বীর ভাবের ব্যঞ্জক। বীররস বর্ণনায় সাধারণ কবিগণ যেরূপ একটা উন্মাদ-জনিত কটমটভাব প্রকাশ করেন, সেরূপ কিছু ইহাতে নাই।

এই কাব্যের ভাষাসম্পদ্‌ একটী বিশেষ সামগ্রী। রচনায় বেগে ছোট বড় সহজ কঠিন শব্দরাশি যথাস্থানে অনর্গল ধারায় পদ্মাপ্রবাহের ন্যায় গড়াইয়া চলিয়াছে। ভবভূতির ভয়াবহ রচনার মধ্যে শব্দরাশির যে একটা অনর্গল-প্রবাহ লক্ষিত হয়, এই কাব্যেও তাহাই বর্ত্তমান। শব্দসম্পদ্‌শালী কবিদিগের ভাষায় একটা অন্তস্তল-বাহিনী অনুপ্রাসধারা অথবা প্রাণধারা থাকে ইহা সংস্কৃতে কবি কালিদাসের প্রতিপংক্তিতে প্রত্যক্ষ। বাঙ্গালা ভাষায় মেঘনাদবধকাব্যে ইহা অসামান্য মাধুর্য্য, এবং বান্ধব সম্পাদকের মহতী রচনায় কি একটা মোহময় গদ্‌গদ ভাব যোজনা করিয়া দিয়াছে। এই গুণ রচনার উচ্চধর্ম্ম বিশেষ; উহা "ঞ" "ল" "ন্দ" প্রভৃতি কোমলবর্ণের সন্নিবেশ নহে, অথবা "ললিতলবঙ্গলতা" র ন্যায় কিছুও নহে। ইহাকেই প্রাচীন কবিগণ "শব্দপাক" নামে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইগুণ বিজয়াবসানে জাজ্বল্যমান।

ঐতিহাসিকদিক দেখিতে গেলে, এইকাব্যে আমরা তদা-নীন্তন দক্ষিণ-বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু নরপতিগণের রাজনীতি, সমরনীতি এবং কুলাচারাদি সম্বন্ধে বহু অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্নিবেশ দেখিতে পাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত তৎকালীন বীর্য্যোদ্দীপ্ত-বঙ্গভূমির যে উজ্জ্বল চিত্র বিজয়াবসানে পরিস্ফুট রূপে বর্ণিত, তাহা পাঠকরিলে মহাত্মা টড্ লিখিত রাজস্থানের বীরত্ব-কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হয়। কাব্যোক্ত নায়ক নায়িকাগণের অনেকেই কবিসৃষ্ট হইলেও বিজয়াবসান নিতান্ত অনৈতিহাসিক ঘটনা নহে। কবি ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসী হন নাই। ময়নাগড়, হিজ্‌লী, রসুলপুর প্রভৃতি ঐতিহাসিকের প্রিয়-স্থান গুলি কালের কঠোরতাড়না সহ্য করিয়া আজিও বিশীর্ণ-দেহে বিরাজমান। এইরূপ কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনারূপ জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র সম্বলদ্বারা কবিবর স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে যে দিব্যকান্তিময় অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন, এবং সঞ্জীবনসুধারূপিনী রসধারা সিঞ্চনে সে অপার্থিব মূর্ত্তিতে প্রাণসঞ্চার করিয়া উহার দিব্যকণ্ঠ বিনিসৃত অমিয়মাখা যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতলহরী সহৃদয়ের কর্ণে ঢালিয়া দিতেছেন, তাদৃশ চিত্তবিমোহন সুরসঙ্গীত বহুকাল হইল কবিকণ্ঠ হইতে নিসৃত হইতে শুনা যায় নাই।

আমরা পাঠককে রাজা হরিদাস, রাণী বিভাবতী, রাজকন্যা প্রভা অষ্টপ্রধান, ঘনদাস, গজেন্দ্র, তরলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান চরিত্র গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলি। চরিত্র গুলি পাষাণ রেখাবৎ স্থায়ী এবং বিস্পষ্ট অথচ একটা দিব্যভাবময়। নাট্যশাস্ত্রে আখ্যানের সন্ধিভাগ, বীজবিন্দুপাত, প্রভৃতি যে সকল কৌশল কাব্যে প্রযুক্ত করিবার বিধান আছে, তাহা যথানিয়মে অতীব কৌশলে এই কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র সমালোচনায় তৎসমুদয়ের উল্লেখ

করা অসম্ভব। বস্তুত বিজয়াবসান কাব্য কি আখ্যান-নিবন্ধনে, কি রসনির্ব্বাহে, কি নায়কাদি গুণে, শব্দসম্পদে কি অর্থগৌরবে একখানা অপূর্ব্ব কাব্য হইয়াছে। কবি অকস্মাৎ এই সকল সম্পদের অধিকারী হন নাই, তিনি সারস্বতমন্দিরের একজন চিরধ্যাননিষ্ঠ সাধক। সাধনা নির্জ্জনে এবং নীরবেই হইয়া থাকে।

এই কাব্য এইমাত্র প্রকাশিত হইলেও কতিপয় বৎসর হইতেই ইহা কবিবরের কতিপয় অন্তরঙ্গ সহৃদয় বন্ধুমধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, তাহারা সাধারণের সুবিধার জন্য একটু একটু পাদটীকা ও ব্যাখ্যা যোগকরা উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তদনুসারে কিছু পাদটীকা ও ব্যাখ্যা স্বল্পাক্ষরে প্রদত্ত হইল।

আশাকরি বিজয়াবসান কাব্য-গগণের উত্তরাকাশস্থ ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে উৎপতিত হইবে, এবং যে সকল সহৃদয় ব্যাপক ও গভীর কাব্য রসাস্বাদে অভ্যস্ত তাহাদের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ ধারা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইবে। ইতি—

প্রকাশক—

বিজয়াবসা
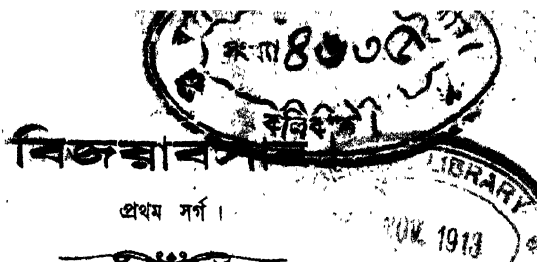
প্রথম সর্গ।

দক্ষিণ *সাগরে অরণ্য-বহুল
দুর্গম বন্ধুর দেশ,
গৌড় নৈর্ঋতে বীর নিকেতন
দুর্গ-বিভীষণ-বেশ।
§কূট-গুল্ম কোটি গিরি গুহা সম
†নিগূঢ় *গহন মাঝে,
শঙ্কিত পাঠান কঠিন-হৃদয়
না §সঞ্চরে কভু কাছে। ২

*উদীচী-প্রতীচী ব্যাপি মল্লভূমি
যাহে বসে মল্লবীর,
যষ্টি-তল্ল-যোধী অটুট-বিক্রম
§সংশপ্তক রণে ধীর।

---

* সাগরতটে।

§ কূটগুল্ম = কৌশল নির্ম্মিত দুর্গ।

† নিগূঢ় = প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান।

* গহন = বন।

§ নাসঞ্চরে = নিকট দিয়া গমনাগমন করে না।

* উত্তর ও পশ্চিম। § জয়লাভ না করিয়া ফিরিবে না এইরূপ মানস করিয়া যুদ্ধে গমন করে।

যার পার্শ্বে বীর আভীর-সন্ততি
দৈতেয় সোষর বল,
হরি যদুনারী উপেখি গাণ্ডীবী
অৰ্জ্জিল যশ বিমল।
দক্ষিণ-পূরবে জলধির তটে
শোভে দুর্গ বলাধার,
হিজলি জলেশ্বর তাম্রলিপ্ত গড়
কত বা †পাষাণ-সার।
সে দুর্গমাদেশে দুর্গ-মধ্য-মণি
ময়নাগড় যার নাম,
ভয়ে কণ্টকিত সতত অরাতি
স্মরিয়া সে বীর্য্যধাম।
*ইন্দ্র প্রথা বীর কোটি-বাহু-বলে
§বাহুবলীন্দ্রের কুল,
জিনি নৃপকুল প্রতিষ্ঠিত যাহে
বিক্রম-গর্ব্বে অতুল।
‡নিস্তল আকৃতি *দ্বীপগর্ভ +দ্বীপ
‡সতোরণ সৌধময়,

† প্রস্তরবৎ কঠিন। * সদৃশ। § ময়নাগড়াধিপতিগণের উপাধি। ‡ গোলাকার। * যার অভ্যন্তরে

বলয়স্বরূপে বিশাল-পরিখা
*বৈতরণী বেড়ি রয়। ৮
পরিখা গম্ভীরা নির্ম্মল-সলিলা
কৈরব-§কহ্লারে হাসে,
মগ্ন-নক্র-†ব্যূহা ‡যেন বিষকন্যা
বিধুমুখী স্পর্শে নাশে।
‡সপঙ্কজ বক্ষঃ -সলিল-লাবণ্যে
ডুবি স্নিগ্ধ সমীরণ
উঠি তটোপরি বীরঘর্ম্ম নাশে
করিয়া মন্দ বীজন। ১০

দ্বীপ আছে। ‡ ময়নাগড পরিখাজল দ্বারা বেষ্টিত, এইজন্য দ্বীপ। ইহার অভ্যন্তরে পরিখা বেষ্টিত আরও একটী দ্বীপ আছে।

§ বহির্দ্বার বিশিষ্ট। * যমপুরী সংলগ্ন জ্বলন্তানদী।

§. করণে সপ্তমী। কহ্লার—জলজপুষ্প বিশেষ।

† সমূহ ‡ প্রাচীনকালে রাজারা সুন্দরীকন্যা নিয়া তাহাকে ক্রমশঃ বিষ খাওয়া অভ্যাস করাইতেন। এইকন্যা বড় হইলে তাহার সঙ্গে যে সংসর্গ করিত তাহারই মৃত্যু হইত। এইকন্যা শত্রু রাজাদিগকে উপহার প্রদান করা হইত।

‡ সপঙ্কজ ইত্যাদি—একপক্ষে নায়ক নায়িকার বক্ষস্থলে মগ্ন সুতরাং তৃপ্ত ও ক্লান্ত হইয়া উত্থিত. তদ্রূপ বায়ু পঙ্কজ

গিরি-তট-তুঙ্গ পরিখা-প্রপাত
আরোহিতে ক্লান্ত অতি,
সঙ্গে ভ্রমরে পঙ্কজে আলাপ
বহিতে না সরে মতি।
পরিখা-প্রাকারে নগরী-নিতম্বে
বৃষস্কন্ধ যোধগণ
*অংসে গদাগুরু করেতে কৃপাণ
হেরে নিস্পন্দ-নয়ন। ১২

[illegible] [illegible] [illegible] দ্বারে মঞ্চে
যামতূর্য্য ঘোষে সদা,
শতারক-পত্তি ভ্রমে অধোপরি
দৃষ্টি যার ভয়প্রদা।
শতারক্ষপতি হাঁকি সিংহনাদে
দাপটে নিরখি যায়,

সংযুক্ত পরিখার জলে মগ্ন তৃপ্ত ও ক্লান্ত। বায়ু যেন সম্ভোগান্তে তটারোহণে ক্লান্ত হইয়াছে, আবার ভ্রমর ও পঙ্কজের আলাপ শ্রবণে মুগ্ধ হওয়াতে তাহার চলিতে ইচ্ছা হইতেছেনা। ইহাতে বায়ুর শৈত্য, সৌরভ্য ও মান্দ্য ধ্বনিত হইয়াছে।

* স্কন্ধে। ‡ একশত সৈন্যের অধিনায়ক।

মৃগেন্দ্র-নিনাদে ‡তরক্ষু যেমন
*আরক্ষ কম্পিত কায়। ১৪
§সহস্রী হাজারা গর্ব্বী ভালে রেখা
অশ্বে রঙ্গে চলি যায়,
বিংশতি পতাকী তর তর বেগে
ঘেরি দ্বারে দ্বারে ধায়।
লহ লহ উড়ে শমন-রসনা
লোহিত-পতাকা-ছলে,
শমন-দশন আয়ুধ-সংহতি,
বৈতরণী ছলে জলে। ১৬
হেন দুর্গমাঝে পরিখা অপর
লঙ্ঘি হের দুর্গান্তর,
যাতে †আয়তন ভূপতি-প্রাসাদ
দৃশ্য কৈলাস-সুন্দর।
*চৈত্ররথবন ব্যাপিয়া ত্রিদিবে
স্বর্গ-গঙ্গা যদি বয়,
অন্তর্দ্বীপ-রূপা §স্বর্ণদী-বেষ্টিতা
অলকা যদ্যপি রয়, ১৮

---

‡ ক্ষুদ্রহিংস্র জন্তু বিশেষ * প্রহরিসৈন্য § সহস্র সৈন্যের নায়ক। হাজারা=তদর্থ উপাধি বিশেষ।
† = মন্দির। * কুবেরের উদ্যান। § গঙ্গা।

তবেত তুলনা হত একদিন
†কোবিদ-মণ্ডল কহে,
এবে ‡পাণ্ডু-মুখ বিধু যথা ম্লান
§বিধুন্তুদ-স্পর্শে বহে।
*সে ধাম মণ্ডলে সুর-সুত-সম
ভূপ কৃপানন্দ ধীর,
উদার গম্ভীর পণ্ডিত-সেবক
সংগ্রামে অতুল বীর।
‡অনীক-নির্জ্জিত -রাজন্য-মণ্ডল
স্মরি পিতামহগণ,
যবন দুর্দ্দিন অন্ধ-তমস
হেরি ক্ষুণ্ণ অনুক্ষণ।
পাঠান মোগল ঔৎপাতিক-ঘন
ছাইয়াছে নভস্তল,
রবি-চন্দ্র-কুল অস্তাচল গত
§শ্রৌত ধর্ম্মে নাহি বল। ২২
ক্ষোভে ভূপরায় যাপি কতকাল
নিরখে মারাঠা দিশা,

† পণ্ডিত। ‡ বিবর্ণ। § রাহু। * তদানীন্তন গড়াধিপের কথা। ‡ রণপরাজিত। § বেদোক্ত।

দুর্দ্দিন-তমসী- ধ্বান্ত অপনীত,
অপগত যেন নিশা।
উৎসাহে ভূপতি কুলধর্ম্ম স্মরি
জানি *পৌষ-পৌর্ণমাসী,
বার্ষিকাভিষেকে কৈলা অনুমতি
পুলকিত দুর্গবাসী। ২৪
তূর্য্য-নিনাদ বহে দ্বারে দ্বারে
গগণ পতাকাময়,
ইন্দ্ররথ আসি উদিল ভূতলে
হেরি দুর্গ জ্ঞান হয়।
সুপান ভোজন -নৃত্য-গীতাকুল
নিখিল নগর-বল,
সহর্ষ-গর্জ্জন -দন্ত-পাদভরে
কাঁপে সর্ব্ব-ধরাতল। ২৬
মৃণ্ময়-‡স্তূপালী -শিরেতে কামান
ভীম-অজগর-কায়,
উগারি সধূম অনল-পুঞ্জ
গর্জ্জি ধরণী কাঁপায়।

---

*ময়নাগড়ের রাজগণ প্রতি পৌষী পূর্ণিমায় অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। ‡=স্তূপরাশি।

ব্যূহে ব্যূহে সেনা দুর্গ-‡বপ্র-পরি
শিখে অরি-ব্যূহ-ভেদ,
† খড়গ-প্রাস-গদা *-নিশিত-ভল্ল
বর্ম্মিত বহে § অখেদ। ২৮
কামান-গর্জ্জন -অন্তরে শুনহ
সোল্লাস তূর্য্য-নিনাদ,
সানাই টিকারা শাঁ শাঁ ত্রে ধি গিটি
ঘোষে ধ্বনি অবিষাদ।
গর্ব্বী স্ফীত-বক্ষ- রক্ষী খড়্গপাণি
নীরবে রক্ষয়ে দ্বার,
ঈষৎ হাসিয়া বন্ধু-রক্ষি-সহ
ভাষে কিছু কোনবার। ৩০
‡ নৃপকুল্য যত বীরপোত জন
বিচিত্র-ভূষণ-বেশ,
দ্বারে মঞ্চে পুরে বিহরে আনন্দে
নাহি চিত্তে দুঃখ লেশ।
* হেন কালে দ্বারে আসি উপনীত
† স্বৈরগতি উদাসীন,

---

‡ নিতম্ব, প্রাকার। † ক্ষেপনযোগ্য অস্ত্র বিশেষ। * তীক্ষ্ণ। § অনায়াসে। ‡ রাজবংশীয়। * দুর্গে কবির প্রবেশ বর্ণনা আরম্ভ হইল। † স্বেচ্ছাগমন।

সারমিত-বাক্ সাগ্র*ত্রিতন্ত্রিক
রসভাবে অতি লীন। ৩২
আনন্দের নীরে ভাসে ‡ কনীনিকা
কভু কান্দে কভু হাসে,
যেন শুকদেব দৈবে মর্ত্তে আসি
উপনীত দ্বার পাশে।
রস-সূত্র-বৃত্তি -ছন্দ-অলঙ্কার
-গুণ-রীতিময়- বপুঃ,
[illegible]

[illegible]
হেরি নাই হেন কভু। ৪৩
আগুল্[illegible] কৃষ্ণ-§অঙ্গরাখা
অন্তরে *আয়স বর্ম্ম,
দৃঢ়-বদ্ধ-কটি শিরেতে উষ্ণীষ
বল্লমী না বুঝে মর্ম্ম।
মহাশূল—শালী বর্দ্ধিত-গৌরব
তর্জ্জিল আরক্ষ যোধ,
সহস্রী হাজারা হেরি দূর হতে
গর্জ্জি করয়ে প্রবোধ।

---

*বীণাধারী।

‡চক্ষের তারা। §গাত্রাবরণ। *লৌহময়।

শুনিয়া প্রবোধ পূজে কবিবরে
আরক্ষ সৈনিকগণ
উপচারে, তবু নৈল বাহ্য জ্ঞান,
হাসে কবি স্বৈরমন।
বন্দি কবিবরে প্রণতি বচনে
লয়ে চলে রাজদূত,
আবাল বৃদ্ধ জনেতে বেষ্টিত
সদানন্দ §অবধূত। ৩৮
মুগ্ধ উপচারে রাজার সভায়
উপনীত কবিবর,
সিংহাসন ত্যজি বাহুবলীন্দ্রজ
উঠে কৃতাঞ্জলি-কর।
ভূপ কহে, "এস এস, বাণীপুত্র,
লহ এই স্বর্ণাসন,
দৈবে স্বভাজন রাজন্য-সদনে
দেব তব আগমন। ৪০
বিক্রম-আদিত্য প্রমর-কুলেন্দ্র
উজ্জয়িনী-পতি বীর,
শুনি কবি-পূজা জানিতেন কিছু,
শাস্ত্র তত্ত্ব জ্ঞানে ধীর।

§ সন্ন্যাসী বিশেষ।

ত্রিদশ-বাঞ্ছিত পূজি কালিদাস
দেবলোকে তাঁর বাস,
যাঁর যশোগান ভূলোকে দ্যুলোকে
চিরতরে পরকাশ। ৪২

সে যে ভাগ্যবান জননী জঠরে
সার্থক করিল বাস,
লালা রস পঙ্ক পূরিত গর্ভেতে
ক্লেশে যাপে দশ মাস।

জনমি খেদিল অশেষ বিশেষ
জননী সাক্ষাৎ দয়া,
সকলি সার্থক পূজি কালিদাস
বাণী যাঁর বরাভয়া। ৪৪

যাঁর শব্দ অর্থ মহিমা চিন্তিয়া
মনে লয় পশি বন,
দেবতা-বাঞ্ছিত পদের নিনাদ
মায়া-ভ্রমর গুঞ্জন।

পদ্মাসন যথা শব্দ বিদ্যা সাধি
কৈলা যিনি আত্মবশ,
বাগর্থ শাখায় যাঁর কাব্য ফলে
ঝরয়ে আনন্দরস। ৪৬

কাব্যের বিলাসী মায়াবী মন্মথ
মিশিয়া নিশ্বাসে বয়,
বসন্ত-চন্দ্রমা -মলয়জ-বায়ু
-পদ্ম-প্রীতি-সুধাময়।
যাঁর *ধ্বনি-কাব্য গুণ-†ভূষাময়
§নেতৃগুণ-সমুজ্জ্বল;
শাস্ত্র-শিষ্টাচার -তট-রুদ্ধ-‡পূর
রস-নদী সুনির্ম্মল। ৪৮
§মহাকাল পাশে যাঁর কাব্য গায়
নিত্য বিদ্যাধরগণ,
কভু চন্দ্রকলা †-স্যন্দ-বিন্দু পিয়ি
কভু কাব্য সন্দোহন।
দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত বাণীবর পুত্র
অতুল কবিত্ব যাঁর,
ধন্য রে বিক্রম পরিয়াছ তুমি
হেন রত্ন কণ্ঠহার। ৫০

---

* ব্যঙ্গ্যার্থপ্রধান উৎকৃষ্টকাব্য। † উপমাদি অলঙ্কার।
§ কাব্যোক্ত নায়ক নায়িকার গুণ দ্বারা উদ্ভাসিত।
‡ প্রবাহ। যে কাব্যে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার লঙ্ঘিত হয় নাই
§ উজ্জয়িনীস্থ শিবলিঙ্গ। † দ্রব, ধারা।

ধন্য সে ভূপাল পূজিয়াছ যেই
কবি * জাতুকর্ণীসুত,
যাঁর কণ্ঠে বহে করুণা ‡ স্রবন্তী
ঘনরস সুধাপূত,
§ ভাবাবর্ত্ত সত্ত্ব -কল্লোল বন্ধুর
বেগ-ভিন্ন* -চিত্ত-কূল
‡ চাপল্য-ঔৎসুক্য -ব্রীড়া-স্মৃতিমদ
-ঈর্ষ্যা-গর্ব্ব-ফেণাকুল। ৫২
ভ্রূকুটি যাঁহার শ্মশান অরণ্য
গুহাময় শৈলচয়,
অশ্রু ত কারুণ্য বাসনা শৃঙ্গার
রসরূপে সদা বয়।
পূজে যে সে ধন্য সাক্ষাৎ মদন
দিব্য বাণভট্ট কবি,
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার কবি জয়দেব
গৌড় পঙ্কজ রবি। ৫৪
রসময় বপু কবি চণ্ডীদাস
কবিরাজ বিদ্যাপতি,

---

* ভবভূতি ‡ নদী। § অষ্টসাত্ত্বিকরূপ তরঙ্গ। * ভগ্ন।
‡ এইগুলি ব্যভিচারী ভাব, যাহার সংখ্যা ৩৩ টী।

কৃষ্ণচন্দ্র-সভা -বিভূষণ-মণি
ভারত ‡ রসিক গতি।
বিনা কবিস্পর্শ ভূপতি-সংসদ্ *
হের শ্মশান-ভীষণ,
মানি ভাগ্য আজি দৈবে মম গৃহে
দেব তব আগমন।" ৫৬
চন্দ্রাতপ-তলে বেষ্টিয়া ভূপাল
সদস্য প্রফুল্লমন,
নির্ম্মল আকাশে বেড়ি চন্দ্র যথা
স্ফুট গ্রহ তারাগণ।
† সুধর্ম্ম সমান পরম সুন্দর
হেরি কবি সভাতল,
আনন্দে পরশে ত্রিতন্ত্রীর তন্ত্র
সভা ত স্বেদ-বিকল্। ৫৮
ত্রিতন্ত্রী ঝঙ্কারি কহে কবিবর,
"কি কথা শুনিতে মন?
কোন রসাশ্রয় ঐতিবৃত্ত কথা
সদা § আশ্রিত-সজ্জন?"

---

‡ রসবিদ্গণের আশ্রয়। * রাজসভা। † দেবসভা
§ সাধুজন অবলম্বিত।

ভূপের ইঙ্গিতে কৃতাঞ্জলি ধীর
মন্ত্রিমুখ্য ‡ গুরুসম,
কহে, "জান দেব পুরাণ কাহিনী
জ্ঞাত-বীর-পরাক্রম। ৬০
রস-আলম্বন সজ্জন-আশ্রয়
মঙ্গলাবসান যার,
এ বীর্য্য ভূমিতে নৃপবন্ধু কুলে
যদি কভু থাকে কার।
শৃঙ্গার অদ্ভুত হাস্য রৌদ্র বীর
অঙ্গ অঙ্গী আছে যার,
সন্ধি শবলতা ভাবে বিজড়িত
তরঙ্গে নাহিক পার। ৬২
নানা-রস-ঘন যথা-শাস্ত্র-পূত
সুবদ্ধ প্রাগল্‌ভ্য হীন
গাও হেন কাব্য যাতে ধীরোদাত্ত †
* নেতা § প্রবীর ‡ অদীন।"
শুনি সোপচার গম্ভীর আশয়
মধুর সার বচন,

‡ বৃহস্পতি তুল্য। † ক্ষমা-গাম্ভীর্য্যাদি গুণযুক্ত। * নায়ক।
§ উৎকৃষ্ট বীর। ‡ আন্তরিক বলযুক্ত অর্থাৎ তেজস্বী।

রাখি কবি বীণা চিন্তয়ে অভীষ্ট
যত্নু বীর জনার্দ্দন। ৬৪
যাঁর নাভি পালে চতুর্ব্বেদ কবি
ব্রহ্মা লভয়ে জনম
যাঁহার কিঙ্করী দেবী সরস্বতী
ভক্ত কবি শুকসম।
ধ্যানান্তে কবীন্দ্র হেম কোণাঘাতে
বল্লকী বাজায়ে গায়,—
শুশ্রূষু সোৎকণ্ঠ সামাত্য সংসদ
গম্ভীর-হৃদয় রায়। ৬৬
কবি গায়, "জয় সত্যবতী সুত
কৃষ্ণ বেদাব্ধ ভাস্কর,
অপার গম্ভীর †মহোল্লোল যাঁর
ভারত কাব্যসাগর।
স্বর্গে বজ্রপাণি লোক পাল সহ
স্পর্শি স্বর্গ গঙ্গা বারি,
প্রযত মানসে বৃহস্পতি মুখে
শুনে সর্ব্ব পাপহারি। ৬৮

† উল্লোল= বড় বড় তরঙ্গ।

পাতাল বিলাস মহানাগগণ
ভারত অমৃতরস,
ভোগবতী তটে পিয়ি নাগারণ্যে
আছে সতত বিবশ।
ব্যাসশিষ্যমুখে ভাগীরথী তটে
শুনিলা জনমেজয়,
ত্রিভুবন পূজ্য বিষ্ণু ব্যাসমূর্ত্তি
পূর্ণকাব্য-রসালয়। ৭
জয় আদ্যকবি জানকী-তাপস *
নবনীত ‡দ্রুতাশয়,
ব্যাধ-বিদ্ধ-দ্বিজ § -কারুণ্য-শ্রবণে
শোক যাঁর শ্লোকময়।
যাঁর কণ্ঠ সদা রাম রাম ধ্বনি
অবিরত কুহরয়,
অমিয় উৎস রামায়ণী গঙ্গা
কণ্ঠ বাহি নিঝরয়। ৭২

---

* বাল্মীকিকে জানকীতাপস বলা হইয়াছে। কারণ জানকীই যেন তাঁহার তপস্যার অবলম্বন অভীষ্ট দেবতা ছিলেন, রামায়ণপাঠে ইহা প্রতীতি হয়। ‡ দ্রুত = দ্রবীভূত। আশয় = হৃদয়।

§ দ্বিজ = পক্ষী; এস্থলে ক্রৌঞ্চ পক্ষী।

ত্রিভুবন গুরু তুমি কবিদ্বয়
পারাশর্য্য প্রাচেতস,
মর্ত্ত্য কবি-কোটি দুহা উপাসিয়া
কৃতান্তে করিল বশ।
এ দীন কিঙ্কর অতিক্ষীণ কণ্ঠে
চাহে দুহা কৃপালব,*
হেলায় কারুণ্য -বিন্দু বরষিলে
সফল ধরায় † ভব।" ৭৪

ইতি কাব্যোপক্রমোনাম প্রথমঃ সর্গঃ॥

* লব = কণা।
† ভব = জন্ম।

দ্বিতীয় সর্গ।

কহে করি অশ্রু নয়নে নিবারি,-
বীরেন্দ্র বন্দিত কুল,
দক্ষিণ সাগরে ভূপাল মুকুন্দ
স্থাপে রাজ্য সুবিপুল।
তাঁহার নির্ম্মিতা নগরী হিজ্জলী
অব্ধি-জল-মেখলিত,
বারিধি ‡ হিণ্ডীর -পুঞ্জ-বসনা
রণ-তরণী-বেষ্টিত। ২
অব্ধি-সীমন্তিনী পুরী মনে মানি
বীচি-হস্তে ফেণবাস,
জড়ায়ে নিতম্বে ক্ষণে ক্ষেপে দূরে
জলনিধি সাট্টহাস।
§ গ্রাহ † তিমিঙ্গিল সিন্ধু-অজগর
মগ্ন-শৈল-সম-কায়,
আরক্ষ তরণী সাগর সলিলে
সন্তরি সতত ধায়।

---

‡ ফেণ § জলজন্তু † তিমি

জলধি আদেশে অব্ধি-শৈল-গুহা
ত্যজি যেন দৈত্যগণ—
নিশীথে বিদূরে* গরজে গম্ভীর
ভীষিত-অরাতি-জন।
পাষাণ-সুবদ্ধ নগরী নিতম্বে
শোভে সাগরের বারি,
সফেণ বুদ্‌বুদ্‌ -শঙ্খ-মুক্তা-শুক্তি
-বরাটক ‡ চিত্তহারী। ৬
মত্ত লক্ষভামা বগাহে সফেণ
আকটি-প্লাবিত তীরে,
যেন সিন্ধু-মন্থে অপ্সরারগণ
ভাসে সিন্ধু নীরে ধীরে।
রক্ত মহোপল বদ্ধ সিন্ধুতটে
উঠে বারি পরিহরি
গঞ্জিত-কিন্নরী নাগরী ভামিনী
মনমথের মঞ্জরী। ৮
কিঙ্কিণীর জাল -বাচাল* তটাঙ্ক
§ মঞ্জীর-মুখর ঘন,

---

* অতিদূরে। ‡ কড়ি। *+ § শব্দায়মান। § নূপুর।

‡কেসর গর্ভেতে অলি লীন মুখে
ভয়ে করেনা গুঞ্জন।
কণ্ঠ কল কল শ্রবণে কোকিল
প্রবিরল কহে বাণী,
*ক্লিন্নাম্বর গাত্রী কুটিল কটাক্ষে
চলে যুব হৃদি হানি। ১০
ভ্রূভঙ্গে বিড়ম্বি‡ দামিনীর শ্রেণী
মেঘ হতে পরে খসি,
শুনি হাবলীলা §কেরল যুবতী
কান্দয়ে বিরলে বসি।
বিলাসী সেবিত চত্বর উদ্যান
†সৌধসুধা-ধৌত-সিত ;*
মৃদঙ্গ-নির্ঘোষ শুনি বীণা-ক্বণ
নূপুর-রণিত গীত। ১২
বসন্ত বহুল বর্ষ, উপবন
পিকনাদে জর জর,
বিরহি হৃদয় গ্রন্থি খসাইল
গুঞ্জি দারুণ-ভ্রমর।

‡ বকুলফুল। * আর্দ্র। ‡ বিড়ম্বি=অনুকরণ করিয়া।
§ কেরল দেশের যুবতী। † চূণা। * শ্বেত।

§পিকনখক্ষত চূতলতা নব
-মঞ্জরী-সুগন্ধ বহি,
পলাশ নখরে বিদীর্ণ হৃদয়
বহে বাত রহি রহি। ১৪
ক্বণিত মঞ্জীর *বধূ পদাঘাতে
অশোক ত্যজিল শোক,
যূথিকা কেসর লজ্জিতা মালতী
গন্ধে মুগ্ধ ধরালোক।
উদ্যান কুরঙ্গ দক্ষিণ মারুত
-স্পর্শে কণ্টকিত কায়,
স্মরিয়া কুরঙ্গী ভূধরকানন
সজল নয়নে চায়। ১৬
উপবন কুঞ্জে পিয়ি পুষ্পাসব
স্বিন্ন ললাট-অলক,

§ বসন্ত সহচর পিক, সহচরী চূতলতার গাত্রে নখাঘাত করাতে লতায় মঞ্জরী উদ্গত হইয়াছে, মঞ্জরীর গন্ধ হরণ করিয়া বায়ু দ্রুত পলাইতেছিল কিন্তু পথে পলাশপুষ্প রূপ নখরে অকস্মাৎ হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে ধীরে ধীরে যাইতেছে। হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে পলাশ নখরে রক্ত দেখা যাইতেছে।

* প্রমদাগণ অশোকবৃক্ষে পদাঘাত করিলে উহা পুষ্পিত হয় ইহা কবি প্রসিদ্ধ।

প্রস্খলিত কণ্ঠী বিলাসিনী গায়
কলনাদে সপুলক।
‡উজ্জয়িনী-নারী -সমান বিলাস
জানে সীমন্তিনীগণ,
ভ্রূলতা-বিস্ফারে নেত্রে হাবেভাবে
প্রেমালাপে ফুল্লমন। ১৮
জিগীষায় চন্দ্র উদিত নগরে
নহে কার্য্য তমোনাশ,
সুন্দরী-বদন -চন্দ্রমা-সহস্র
যথা নিত্য পরকাশ।
তুলনায় লজ্জা পেয়ে শশধর
প্রভাতে পাণ্ডুর হয়,
দলিত-বনিতা -দেহ-§লতা-শোভি
মুখ কিন্তু কান্তি ময়। ২০
নিদাঘ দিনান্তে ধূপিত সুগন্ধ
কেশ পাশ মেলি হাতে,
উঠি সৌধ-শিরে বিম্বাধরাগণ
সেবে গর্ব্বে †মেঘবাতে।

‡ উজ্জয়িনী নগরের কামিনীগণ বিলাসাদি প্রদর্শনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। § দেহরূপ লতায় শোভাপায় যে (উপপদ সমাস)
† মেঘবাতকে=মেঘের অগ্রবর্ত্তী বায়ুকে।

তাতে মানি লোলা*   দামিনী উপরে
স্নিগ্ধ নব মেঘোদয়,
গর্জ্জে গরগর   অভিভবাশঙ্কী
দূরে নব ঘন চয়।   ২২

চন্দন চর্চ্চিত   স্তন গন্ধহারী
উষ্ণ-শ্বাস-গরলিত,
†প্রোষিতাট্ট বায়ু   জিনে সভুজঙ্গ
-মলয়-সমীর শীত।

সাগরের তীরে   নৃপমার্গ পাশে
সাগর বণিক বাস,
*বিমান পংক্তি   §সুধা সুধবল
‡রজতাদ্রি †প্রতীকাশ।   ২৪

সাগর হইতে   উঠি মেঘমালা
কৈলাশ শিখর ভ্রমে,
রহে বেড়ি চূড়া   বিলম্বি ক্ষণেক
যথা গিরি সমাগমে।

---

*চঞ্চলা। †প্রোষিতাট্টবায়ু—প্রোষিতের বিদেশগত ব্যক্তির, অট্ট অট্টালিকা। তৎসম্বন্ধিবায়ু। প্রোষিত শব্দের সমর্থ্যদ্বারা তাহারগৃহে তাহার বিরহব্যথিতা মুহু র্মুহু নিশ্বাসকারিণী বনিতা আছেন ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। *ধনীর নিবাস সপ্ততলবিশিষ্ট অত্যুচ্চ অট্টালিকা। §চুণা। ‡কৈলাশ পর্ব্বত। †তুল্য।

বিমান শিখরে §বিলম্বী জলদে
বিদ্যাধরী-নিভানন
ক্রীড়া কুল ক্রুত ধনিক-নন্দিনী
-যূথ ধায় হৃষ্টমন। ২৬
কণ্ঠ ধ্বনি রূপ প্রকৃতি ভূষণ
সমেঘ বিমানে বাস,
দেবাঙ্গনা ভ্রম মানি সুরগণ
-মুখে হাস পরকাশ।
বিমান শিখর -পরশী জলদে
সহস্র চপলা ভায়,
‡তাহা তাহা শত সুন্দরীর যূথ
†বদ্ধরাস শোভা পায়। ২৮
যেন গোবর্দ্ধনে যমুনার তটে
গায় নাচি মেঘরাগ,
দেয় করতালি বাজেত কঙ্কণ
কিঙ্কিণী *রশনা ভাগ।

§ লম্বমান ‡ সেই সেই স্থানে † রাসবদ্ধ হইয়া; বহুস্ত্রীলোক পরস্পর হস্ত ধরিয়া মণ্ডলাকারে যে নৃত্যকরে তাহাকে রাস বলে।
* চন্দ্রহার।

দারিদ্র্য জানেনা নাগরিক যথা
বিভবী অলকাবাসী
পত্নী অঙ্কে যেন বীচিকর ভরি
ঢালে সিন্ধু রত্নরাশি। ৩০
যথা মাতৃঅঙ্ক ত্যজেনা কমলা
চঞ্চলতা অপবাদ,
লক্ষ্মীমুখ চেয়ে বসে বিষ্ণু সদা
ধর্ম্মে নাহি অবসাদ।
গৌড় উৎকল ত্রিপুর ব্রহ্ম
লৌহিত্য শোণিতপুর,
বনবিষ্ণুপুর তাম্রলিপ্ত খণ্ড
কিবা বীরভূমি দূর। ৩২
নীলধ্বজপুর কান্তেশ্বর ভূমি
বভ্রুবাহনের দেশ,
সবে হর্ষে পূজে §মৌকুন্দ-নগরী
গৌরবের নাহি শেষ।
হে ভূপেন্দ্র, তব আপন বান্ধব
নৃপতি মুকুন্দ রায়,

§ মুকুন্দের নগরী অর্থাৎ হিজলী।

সহস্র-হায়ন　　　　কালগর্ভে লীন
　　কীর্ত্তি লয় নাহি পায়।　　　৩৪
মুকুন্দ-অন্বয়ে‡　　　কীর্ত্তি-রশ্মি-সিত
　　একবিংশ নৃপ যিনি—
শাসিত সে পুরী,　　　§দিব্যসিংহ, ভক্ত
　　দিতিজ প্রহ্লাদ জিনি।
তেই "হরিদাস"　　　ভূপেন্দ্র সমাজে
　　প্রভাব অতুল তাঁর,
সিকেন্দরনামা　　　গৌড় সম্রাট্
　　প্রতাপে চিন্তিত যাঁর।　　　৩৬
নাহি গিরিগুহা　　　বীরের আশ্রয়
　　সমতলে রাজ্য তাঁর,
বারিদুর্গ এক　　　দক্ষিণ সাগর
　　নগরী তীরেতে যাঁর।
|পাঠান প্লাবনে　　　গৌড় মধ্যভূমি
　　নিমগ্ন গভীর জলে,

‡বংশে §রাজার নাম। |পাঠানরূপ জলপ্লাবনে গৌড় মধ্যভাগ ডুবিয়া গিয়াছে (গৌড়দেশ পাঠানের সম্যক্ আয়ত্ত হইয়াছে) ঐ প্লাবনের নয় একপার্শ্বে একটী উচ্চ পর্ব্বত আছে তাহা তমলুক হইতে উৎকল পর্যান্ত বিস্তৃত। তাহা ঐ প্লাবনে ডুবে নাই, ঐস্থানের মনুষ্যদিগের বীর্য্যই (পরাক্রম) ঐ পর্ব্বত।

আতাম্রলিপ্ত -উৎকল-পরশি
-বীর্য্য-শৈল-পাদ-তলে। ৩৮
ত্রিপুরেন্দু ভূপ প্রাচ্যাচল সম,
হৈমবত ভূমিপতি,
বিষ্ণুপুর পতি বিনা অন্য নাই
কে রোধে বন্যার গতি।
সমৃদ্ধনগর অলকার সম
ধনভরে নতকায়,
ভূপ হরিদাস বসি বলী তাহে
গণে রিপু ‡ফেরুপ্রায়। ৪০
†কটকেন্দ্র সদা তোষি স্তবে কহে,—
না ছাড়িবা কভু দ্বার,—
উৎকল হানিলে তটরাজ্য রবে
নহে বিধি বিধাতার।
*ভূপ মহাবীর আতাম্র লোচন
সিংহ-খেল-গতি ধীর,
মহাহনু বৃষ -স্কন্ধ দীর্ঘতনু
সিংহ-কটি ছত্র-শির। ৪২

---

‡শৃগাল। †উড়িষ্যাপতি। *রাজাহরিদাস।

স্বর নাভি ছিত্ত *ত্রিতয় গম্ভীর,
রক্ত জিহ্বা স্পর্শে নাসা,
সিংহ-দংষ্ট্র, রিপু কটাক্ষে কম্পিত,
§অদীন অরুক্ষ ভাষা।
মত্ত গজ শুণ্ড আকর্ষি কৌতুকে
রাখিবারে পারে স্থির,
দুই হস্তে ধরি ‡লুলাপের দ্বয়,
শৃঙ্গ প্রোথি রাখে বীর। ৪৪

মহাখড়্গ হানি গজ মধ্যভাগ
দ্বিখণ্ড করিতে পারে,
এক ভল্লাঘাতে সপ্ত মহাঅশ্ব
বিন্ধিয়া ভূতলে পাড়ে।
চারিহস্তপ্রম মহাখড়্গ করে
শৃঙ্গ ধনু ভয়ঙ্কর,
অর্দ্ধক্রোশ দূরে ক্ষেপিবারে ক্ষম
বাহুবলে মহাশর। ৪৬

পাদে ধরি ধনু বাহুতে আকর্ষি
যদি বর্ষে তীক্ষ্ণ শর

*এই তিন, তিনের অবয়ব। §দীনতাব্যঞ্জক নহে অর্থাৎ তেজঃপূর্ণ।
‡ মহিষ।

ক্রোশাধিক দূরে অরাতির দল
বিন্ধি করে জরজর।
‡নিযুদ্ধ-কুশল *ক্ষেড়িত §বল্গিতে
অরিবক্ষোবিদারণ,
ভ্রূকুটি সহিতে †প্রবীর যে জন
অশক্ত, কে করে রণ? ৪৮
নীতিতে ‡নিষ্ণাত দৈত্য-গুরু যথা
মনুধর্ম্মে-অবিচল,
শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র ভারত পুরাণে
সুপ্রবিষ্টমেধাবল।
অভীত অন্তর, সুদক্ষিণ চিত,
দৃঢ় ক্রোধ, মতিমান্
আশ্রিতোপজীব্য দাতা কর্ণ-সম
সর্ব্ব-তন্ত্র-প্রনিধান। ৫০
শাসিবারেরাজ্য *নব মন্ত্রী ধীর
জাগরূক নিশিদিন,

---

‡মল্লযুদ্ধ, ডন। *সিংহ নাদ। §আস্ফালন। †যোদ্ধা। ‡দক্ষ, কুশল
*হিজ্‌লীরাজ হরিদাসের নবমন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষের নাম পরে বর্ণিত হইতেছে। যথা বল্ল, যদুবর রায়, ঘনদাস, জিষ্ণু, গিহ্লোট, শারণ, কুম্ভুর, হরবাব সিংহ, ও উল্মু্ক।

‡চার-চক্ষুঃ সবে বিক্রমে ভাস্কর
মহাবুদ্ধি গর্ব্বহীন।
বল্লু মহাপাত্র, যদুবর রায়,
ঘনদাস সান্তরান্,
জিজ্ঝ সেনাপতি, গিহেলাট হাজারা,
ভূঞা শারণ §প্রধান, ৫২
কুল্লুর †ভূপতি, হরবাব সিংহ,
উল্মূক সামন্তবর,
নামে হৃদি কম্প রিপুকুলে সদা,
সবে ত রাজ কোঙর।
সবে রাজভক্ত *স্বামি-ধর্ম্মজ্ঞানী
ভয় কভু নাহি জানে,
নির্ভয়ে পশিবে অনল শিখায়
ভৃত্য কৃত্য নাহি হানে। ৫৪

‡গুপ্তচর ; §মন্ত্রী। †মহাপাত্র, রায়, সান্তরান্, সেনাপতি, হাজারা, ভূঞা, ভূপতি, সিংহ, সামন্ত এগুলি উপাধি। তৎ তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দ। নাম বাচক * স্বামিধর্ম্ম সহসুপেতি সমাস রাজপুতনা প্রভৃতি দেশে স্বামীর প্রতি ভৃত্যের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকে স্বামিধর্ম্মবলে।

গিহ্লোট হাজারা শারণ প্রধান
তেজে শার্দ্দূল সোষর,
বলাধ্যক্ষ মন্ত্রী কালানলসম
স্মরিতেই লাগে ডর।
*মৌলবলাধ্যক্ষ গিহ্লোট হাজারা,
§দৈশিকে শারণ ধীর
মৌল-গ্রাম-বল বল-পতি নীতি
কৈল সর্ব্ব বিধি স্থির, ৫৬
প্রতি গ্রামে যত বসয়ে †রাজন্য
অসিভল্লে সুনিপুণ,
কৃষীবল কিম্বা গ্রাম ‡প্রতিহার
চিনে সবাকারি গুণ।
*সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী কপাট সিপাহী
স্তম্ভ গিরি ঢাল বাণ,
সবে বীর্য্যবান্ গ্রামবল সঙ্ঘ
সদা খড়্গ পরিধান। ৫৮
গ্রামবলোপরি দলপতি বীর
দলই যাঁহারে কহে,—

*রাজার নিজ সৈন্য। §গ্রাম্যসৈন্য। †ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ যোদ্ধা। ‡প্রতিহারী পাহারাওয়ালা। *সিংহ……বাণ=সেই সেই উপাধিধারী ব্যক্তিগণ।

তার শতোপরি শাঁতরা §প্রধান
দেশমুখ্য খ্যাতি বহে।
তার দশোপরি সহস্রী হাজারী
সামন্ত মর্য্যাদা যাঁর,
সহস্র পতির অধিপ ভূমিপ
বহে †মহাবলভার। ৬০
সেনানী যেমতি দেবসৈন্য গঠে
যুঝিতে তারক সনে,—
শারণ গঠিল দেশ-গ্রাম-বল
তেমনি প্রফুল্লমনে।
হেরিবার তরে ভূপ দেশ-বল
আহ্বয়ে শারণে যবে,
একলক্ষ বীর *অনিবর্ত্তী ধায়
বদ্ধ-ব্যূহ ধন্বী সবে। ২৬
হেরিতে সে ‡বল শারণ প্রধানে
বাড়ে কোটি গুণ বল,
মনে করে যেন সকল ভুবন
দিতে পারে রসাতল।

---

§এইখানে নেতা। †অনেক সৈন্যের ভার বহন করে।
*যে জয় না করিয়া ফিরে না। ‡প্রথম বল সৈন্য, ২য় বল শক্তি।

গিহেলাট শারণ উভে মহারথ
চর্চ্চে যবে †ছয় বল,
কহে দেব ভূমি পারিয়ে রোধিতে
তুচ্ছ ধরা সমতল। ৬৪

‡গুল্ম-পংক্তি-পতি ঘনদাস তথা
মহাপাত্র বল্লসেন,
দুর্গে দুর্গে অস্ত্র যন্ত্র অশ্ব গজ
স্থাপে যথাশক্তিজ্ঞান।

হেনমতে মুখ্য *প্রকৃতি সকল
করে নিজ নিজ কাজ,
পঞ্চভূত যথা সাধে নিজকর্ম্ম
নাহি উপরোধ §ব্যাজ। ৬৬

যথাধর্ম্ম কর করয়ে গ্রহণ
নাহি লঙ্ঘে শাস্ত্র বাদ,
সুখে চাতুর্ব্বণ্য বসে চিরকাল
নাহি পায় †অবসাদ।

তুলাদণ্ড ধরি ধর্ম্ম সাক্ষী করে
হেরে বিপ্র *ব্যবহার,

†মৌলবল, আটবিকবল ইত্যাদি ছয়প্রকার বল। ‡ দুর্গ। * মন্ত্রী, অমাত্য। §ছল। † অবসন্নতা। * মোকদ্দমা।

যেন সত্যযুগ রয়েছে ব্যাপিয়া
নাহি কলি অধিকার। ৬৮
যথা §নখাদর্শে হেরে রাজ্য রাজা
স্বরাজ্য পালনপর,
বৃক্ষহতে ফল পড়ে না ভূতলে
না হয়ে রাজ গোচর।
তস্কর দুর্ব্বৃত্ত মহাসাহসিক
খল কর-গ্রাহ জন,
ছাড়িল স্বভাব ধর্ম্মরাজ্য জ্ঞানে
হল অসাধ্য সাধন। ৭০
নল বা নহুষ কিংবা হরিশ্চন্দ্র
শিবি কিম্বা অম্বরীষ
স্বেচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ আসি
রাজর্ষি ইন্দ্রিয়াধীশ।
রাজার মহিষী দিব্য সীমন্তিনী
প্রৌঢ়োদার পতিব্রতা,
প্রিয়ম্বদা মিত -ভাষিণী, *দক্ষিণা
নম্রমুখা, §বহুমতা। ৭২

§নখদর্পণে। *যে স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যকরে §প্রশংসিতা।

যথা সূর্য্য-প্রিয়া সদা অনুগতা
সেবে স্বামী অনুক্ষণ,
মহাগজ সেবে যেমত করিণী
সতত প্রফুল্ল মন।
চন্দ্রে প্রসন্নতা রহেনা সতত
জলধর সমাগমে,
রাণী-মুখ-চন্দ্রে *প্রসাদ সতত
কভু দুঃখ নাহি গণে। ৭৪
§শুষ্ক সরোবর উষ্ণ বনবাত
যদি ভানু দরশন,
প্রফুল্ল নলিনী; দুখ দাহে রাণী
তথা হেরি ভূপাল।
‡গলিত কারুণ্য নয়নের বারি
ঝরে তাঁর অকারণ,
ব্যসন জ্বলন জ্বলে অতিদূরে
দুঃখিনীর নিকেতন। ৭৬

---

*প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা। §পদ্মিনী সন্তাপে থাকিয়াও সূর্য্য দেখিলে তুষ্ট থাকে, রাণীও তদ্রূপ দুঃখে থকিলেও রাজার মুখ দেখিয়া তুষ্ট থাকেন। ‡অর্থাৎ বিপন্নব্যক্তিদিগের বিপদ্ আপনার জ্ঞান করিয়া কাঁদিয়া থাকেন। কবি এই কথাটী অলকারদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

একদিন রাজা ছাড়ি মন্ত্রগৃহ
মহিষী ভবনে পশি
হেরে সখীজনে বেষ্টিতা সুন্দরা
বিষণ্ণ বদনে বসি।
হেরে নৃপমণি কৃতাঞ্জলিপুটে
রাণী দাঁড়াইলা ত্বরা
কিঙ্করী হইতে আকর্ষি ব্যজন
সেবে ভূপ চিত্তহরা। ৭৮
রাজা কহে, দেবি যেন পরিম্লান
বদন সুন্দর তব,
ঈষৎ নীহারে রাকা-পতিবৃত্ত
তুলক্ষ্য যে পরিভব।
শুনি বদ্ধমৌন রহি ক্ষণ দেবী
হাসিয়া উত্তর কয়
উপবাসে বসি শিব-*আয়তনে
শুনি পুণ্য কথাচয়। ৮০
হেন কালে কন্যা প্রভা স্বস্তিমতী
সহ নিজ পরিজন।

*মন্দির।

সুধাংশু চন্দ্রিকা যেন আসি পশি
পূজে নম্র ত্রিলোচন।
হেরি কন্যা মোর হল জ্ঞানোদয়
স্মরিলাম পূর্ব্বকথা
*শ্রীখণ্ড ঈশ্বর পূজিবে কন্যকা
মানস করিনু যথা। ৮২
রাজকন্যা বটে অতুল গৌরব
‡ক্ষীরাব্ধি-তনয়া সম,
চাহি যোগ্যবর পূজিয়া গিরীশ
লভে ইষ্ট বাঞ্ছা মম।
রাজা কহে, দেবি, মনে হল, অহো
শ্রীখণ্ড অচল দেশ,
কিরাতের ভূমি কিরাতে বেষ্টিত
ভূতেশ কিরাত-বেশ। ৮৪
ধনুর্ব্বেদাচার্য্য আছে কতশত
কিরাত নৃপতিগণ,
কেশাগ্র বিন্ধিতে পারে দূরহতে
ধন্বী তারা অনুপম।

---

*উৎকল ও মেদিনীপুর প্রদেশের মধ্যভাগস্থিত পর্ব্বত বিশেষ পুরাকালে সেইখানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। ‡ লক্ষ্মী।

মনে হয় সখি, মধুর গম্ভীর
শ্রীখণ্ড কাননবর
কানন বিহঙ্গ কুরঙ্গ সঙ্কুল
চরে কুঞ্জে বনচর। ৮৬

তারুণ্য তরল সেইত বয়সে
সেবিলা যে †পশুপতি,
§রাখি মোরে পাশে নিত্য সহচর
ভ্রমিলা কানন কতি।

তুমি চক্রবাকী মুই চক্রবাক্
গোয়াইনু কতদিন,
এ মিথুন মধ্যে ছিল সব দিবা
তামসী অন্তর হীন। ৮৮

করি ‡বন-শুদ্ধি দ্বিযোজন দূরে
স্থাপিয়া আরক্ষজন

† শ্রীখণ্ড পর্ব্বতস্থ প্রোক্ত লিঙ্গরূপী শিব। §রাখি……কতি অর্থাৎ শ্রীখণ্ড পর্ব্বতে মহেশ্বর পূজার সময় তোমার প্রথম বয়সে তুমি (রাণী) আমাকে লইয়া শ্রীখণ্ড পর্ব্বতের বনে বিচরণ করিয়াছিলা।
‡ অস্ত্রবলে বন হইতে হিংস্র জন্তু দূর করিয়া।

*বিন্ধ্যকুল্যা তটে স্নিগ্ধ ‡সানুদেশে
কৈনু আবাস স্থাপন।
ছিল বিন্ধ্যবতী আপ্তসহচরী
বসে পরিজন দূরে
বিজন অরণ্যে ছিনু দুইজনে
যেন বৈজয়ন্ত পুরে; ৯০
একদিন রাখি গৃহে বিন্ধ্যবতী
তোমা নিয়ে সহচরী
কক্ষে মহাঅসি তূণ-পূর্ণ শর
করেতে কোদণ্ড ধরি,
বনলতা-বদ্ধ কেশপাশ মুঞ্চি
বীরবেশে পশি বন
§আকিরাত-বেশা সহচরী-তোর
পিয়ি পিয়ি চন্দ্রানন। ৯২
অরুণ কিরণে অরবিন্দ সনে
হল ফুল্ল তবানন
মহোৎপলে যথা নীহার বিন্দু
তাতে ঘর্ম্ম বারিকণ,

*শ্রীখণ্ডপর্ব্বতস্থ নদী। ‡শ্রীখণ্ড পর্ব্বতের সানু (প্রস্থ) দেশ। §ঈষৎ কিরাত পরিচ্ছদ ধারিণী। সহচরী তোর=সঙ্গে বিচরণশালিনী যে তুমি তাহার; সহচরী ক্রিয়া প্রধান বিশেষণ, তোর এই শব্দের

কানন হিল্লোলে ‡আধূত অলক
পরশিনু কতবার,
পরাগ §সুগন্ধি তবুত †আসঙ্গে
পরিহরি *সিন্ধুবার। ৯৪

ভ্রমি সেইবনে যুগ মাত্র ভানু
উদিত গগণে যবে,
হেরি ক্লান্ত তোমা §তাপিঞ্জের তলে
*ঠারি বিদ্ধ-ঝিল্লীরবে।

তমালের সূত্রে তমালের পাতা
স্নিগ্ধ নবঘন শোভা
গাঁথি হারাকারে দিনু স্তনোপর
যুবজন-মনোলোভা। ৯৬

তথা হতে দ্রুত আরোহিনু এক
মৃগনাভি গন্ধি সানু,
বনবাত গন্ধে মুগ্ধ মোরা দোহে
লখিনা প্রখর ভানু।

---

‡ঈষৎ কম্পিত। §পরাগসুগন্ধি—সুগন্ধি পরাগ (পুষ্পরেণু) †লাগে। *পুষ্পবিশেষ। পুষ্প হইতে পরাগ অলকে সংলগ্ন হইয়া পুষ্প হইতেসুখের উৎকর্ষ ধ্বনিত করিতেছে। §তমাল। *দাড়াই।

পার্শে বর্ষে ঘন ‡কেসর-সন্ততি
সুগন্ধি বকুল ফুল,
গুঞ্জরে দ্বিরেফ -পুঞ্জ কানন
মুখরিত বেয়াকুল। ৯৮
হেনকালে তথা প্রতিবাত গতি
মদোদ্ধত মৃগীগণ
আসি স্থির নেত্রে হেরি নেত্রতব
করে দ্রুত পলায়ন।
§বিন্ধ্যকুল্যাতটা করি পরিক্রম
ফিরিয়াছি বনাবাস,
হইলা সন্তাপে অবসন্ন কায়
হেরিহল শঙ্কাহাস। ১০০
সপ্তপর্ণ তলে রাখি ধনু তূণ
পশি বিন্ধ্যকুল্যা-বারি
ভাঙ্গি পদ্মবন উপাড়িনু কত
পদ্মনাল ক্ষুধাহারি।
খেদায়ে ভ্রমর ফুল্ল কোকোনদ
করিনু চয়ন কত,

‡বকুল গাছ সমূহ। §শ্রীখণ্ড পর্ব্বতস্থ নদী বিশেষ।

করি-কর্ণ সম কমলের পত্র
ছিড়িনু যে শতশত, ১০২
তবে ধরি তব মৃণাল সঙ্কাশ
ভুজযুগ সুকোমল
মহোৎপল পুঞ্জে স্থাপি তবমুখ
চুম্বি পশি সেইজল।
দিনু খুলি কেশ বিন্ধ্যকুল্যা নীরে
শৈবাল সুন্দর রূপ,
‡সমীরণ ছলে শৈবাল *নলিনী
ভয়ে †দ্রুত অপরূপ! ১০৪
পদ্মালয়া সমা খেলি তব সনে
বিন্ধ্যকুল্যা স্বচ্ছনীরে
কমলের মালে সাজায়ে তোমায়
নিয়ে উঠি তীরে ধীরে।
অর্পিয়ে মৃণাল হেরি ম্লান তনু
পৃষ্ঠে করি কুতূহলে,
পশি গৃহে যথা প্রমত্ত মাতঙ্গ
উপাড়ি নলিনী জলে। ১০৬

‡বাতাসের উপর দোষ দিয়া *শৈবাল সংযুক্তা পদ্মিনী †পলায়িত।

হাসি বিন্ধ্যবতী কত যে কহিল
অমিয় অমিয় ভাষ,
ধরি তার কণ্ঠ সলজ্জ অন্তরে
কৈলা কত পরিহাস।
রাণী কহে, নাথ, সে ত প্রিয়কথা
কহিয়াছ কতবার
কহিলে পুরাণ হয়না কখন
করিয়াছ কণ্ঠহার। ১০৮
রাজা কহে, প্রিয়ে, কুমার তোমার
মৃগয়া ব্যসন যার
যাবেত শ্রীখণ্ড লইল অনুমতি
এহো বিধি বিধাতার।
বিন্ধ্যবতী সহ যাবে *ঘনদাস
লয়ে নিজ সৈন্যগণ
প্রভাসহ রবে শ্রীখণ্ড অচলে
পূজা-তরে কৈনু মন। ১১০
এত শুনি দেবী প্রফুল্ল অন্তরে
বন্দিল ভূপের পাদ

*রাজার সম্পর্ক.ম্বিত ভাই ও সেনাপতি। পরে দ্রষ্টব্য।

হাসে হরিদাস ভূপেন্দ্র বিজয়ী
নাহি *যাতে অবসাদ। ১১১
হেনকালে ‡তূর্য্যশালে মধুরনিনদে ঘনগায়
§চারবর্য্য *উপসর্য্য †নৃপতিনয়ন যেইভাই।
নানাদেশ সহিক্লেশ ভ্রমণ নিপুণ গুণসিন্ধু।
*বিষবৈদ্য সাজি, সদ্য গ্রহে অরিকুল -কথাবিন্দু। ১১২

ইতি ‡বরপ্রদানো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥

---

*যে রাজার ; ‡যে গৃহে প্রহরে প্রহরে বাদ্যদ্বারা রাজার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেয়। §চারবর্য্য=শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর। *উপসর্য্য=গন্তব্য অর্থাৎ আলাপকর। †নৃপতিনয়ন······ভায়=যিনি রাজার চক্ষুঃস্বরূপে শোভা পান। *বিষবৈদ্য=সাপুড়িয়া। গ্রহে=সংগ্রহ করে, অর্থাৎ তূর্য্যদ্বারা ঘোষিত হইল যে এখন রাজার গুপ্তচরের সহিত আলাপ করিবার সময় হইয়াছে। ‡রাজকন্যা প্রভা শ্রীখণ্ডে শিবপূজা করিতে যাইবে এই বর রাজা রাণীকে দিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

মন্ত্রগৃহে রাজা বসি হেন কালে চর পশি
বন্দে ধীর অবনত কায়,
রাজা কহে চারপতি কুশল ত সম্প্রতি
অরি-গুহ্য কহিবে আমায়,
দৃপ্ত †গৌড়েন্দ্র যবন কহ কি তার মনন
সাম দান ভেদ কিম্বা দণ্ড
শুনি গূঢ় কথা তব প্রতিকারে তার সব
নীর্তিজাল করি খণ্ড খণ্ড। ২

কিরূপে রঞ্জয়ে জন কিবা চিন্তা অনুক্ষণ
ষড়্গুণ সবল কিবা হীন
প্রভাব উৎসাহ মন্ত্র §শ্রিত কি সচিবতন্ত্র
নীতি সব কহিবে *অদীন।
‡প্রণিধি কহয়ে ভূপ পশিনু যে অপরূপ
গৌড়েন্দ্রাধিকার সমুজ্জ্বল,
গঙ্গা করতোয়া পদ্মা -তটাশ্রিত সুখসদ্মা
যত জনপদ করতল। ৪

---

†গৌড়াধিপ সেকেন্দর। §আশ্রিত। *নির্ভয়ে। ‡গুপ্তচর।

ভাগীরথী তটধরি কভু স্থলে কভু তরি
অবলম্বি করিনু প্রয়াণ
হেরি জীর্ণ নবদ্বীপ বন বিজন নির্দীপ
আছে রাজ-পলায়ন স্থান।
তথা নানা ছলধরি চর্চ্চি নগরী নগরী
পদ্মাতীরে করিনু গমন
হেরি রামপাল-গড় সুবর্ণ-নগর পর
কৈনু কোচারণ্য পর্য্যটন। ৬
তাহার পশ্চিমস্থল সাগরসঙ্কাশ জল
পার হয়ে প্রবেশি বারেন্দ্র
যাহার উত্তর ভাগে তাণ্ডা নগর জাগে
যথাবাস করেন গৌড়েন্দ্র।
কভু বিষবৈদ্যরাজ কভু যতীন্দ্রের সাজ
সাজি বঞ্চি সবে কাটি কাল
সেনাপতি কিবা মন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রধান তন্ত্রী
তারগৃহে ফিরি ভালে ভাল। ৮
মস্‌জিদ তোরণদ্বার শ্মশান উদ্যানাগার
নদীতট *সভারাম স্থান

*সভা + আরাম।

সাবধানে সঙ্গোপনে হেরি নীতি নেত্রে ঘনে
পাই আপ্ত-ভৃত্য করি দান।
খঞ্জ আতুর অন্ধ বশকরি §সপ্রবন্ধ
স্থাপি ভিক্ষুরূপে মন্ত্রীবাসে
নির্ভয়ে সচিব ভৃত্য তার অগ্রে কহে ‡কৃত্য
অজস্র গূঢ় কথা কহি হাসে। ১০
যবন নর্ত্তকী আনি অন্তঃপুর কথা জানি
বিস্তারিনু কত ইন্দ্রজাল
চর কথা চর দিয়া বার বার পরখিয়া
জানি তত্ত্ব কাটি আইনু কাল্।
হিজ্‌লী উৎকলপ্রতি বড় লোভী গৌড়পতি
সমসুদ্দিস্থত সিকেন্দর,
আফ্‌জল সচিব তার বহে বড় গর্ব্বভার
ঢালে †লৌল্যে ঘৃত নিরন্তর। ১২
দ্বিশত পঞ্চাশবর্ষ গৌড় করিয়া ধর্ষ
বখ্‌তিয়ার স্থাপিলেক §দীন্,
আমরা এত অধন্য শঙ্কা করি যে নগণ্য
কাফের ভূপতি অনুদিন।

§কৌশলে। ‡কর্ত্তব্য। †রাজ্যতৃষ্ণায়। §মুসলমানধর্ম্ম।

পূর্ব্বে ত্রিপুরারাকান §নীলধ্বজ যিনি খ্যান
উদীচ্য কামত কৃত্যে গোপ,
পঞ্চকোট মল্লভূমি বৃথা বাড়াইলা তুমি
বলবীর্য্য করিয়া আরোপ। ১৪
দক্ষিণে ‡সুন্দরীবন তাম্রলিপ্ত মহাধন
হিজ্‌লী জলেশ্বর ওড্রদেশ,
পাঠানের ভোগ্যকরি বিধাতা বঞ্চিল মরি
নৈলে কেন না বহে নিদেশ।
পূর্ব্বোত্তর প্রাচ্যভাগে কন্দর ভূধর জাগে
রাজাপৃষ্ঠে সবল অগণ্য,
হিজ্‌লী সুন্দরীবন তাম্রলিপ্ত সুশোভন
পার্শে সিন্ধু সবে গর্ব্বী-ধন্য। ১৬
উৎকল হইবে হার্য্য যদি হানি তটরাজ্য
উৎকলের দ্বার বলি গণ্য,
দ্বিলক্ষ পদাতি অশ্ব অযুত কামান বশ্য
লয়ে যুঝি সবে হই ধন্য।
গেল অর্দ্ধশতপঞ্চ দীন্ নহে *সপ্রপঞ্চ
যদ্যপি কাফের হতমান,

§নীলধ্বজ কামতপুরের রাজা জাতিতে খ্যান (চাষীজাতি বিশেষ) গোপব্যবসায় তাহার জাতীয় ব্যবসায় এবং তিনি উত্তরদেশ বাসী।
‡বর্ত্তমান সুন্দরবন। *সুবিস্তৃত।

হুঙ্কারে পড়য়ে ধরা আসি সেবে করি ত্বরা
এতহীন আছে কোনস্থান ? ১৮
স্বামী মন্ত্রী বন্ধু কোষ তাতে নাহি হেরি দোষ
রাষ্ট্র দুর্গ বলে নাহি সীমা,
প্রভাব অপার তব তুমি পাঠানের ধব
রণে কালানলের প্রতিমা।
জিতকাম ধর্ম্মপর উদ্যমে সতত ভর
মন্ত্রগুপ্তি নিয়ত-মন্ত্রণা,
পররন্ধ্র অন্বেষণে ব্রতী আছি প্রাণপণে
রোধি শত্রু কিসের ভাবনা ? ২০
সৈয়দ আব্দুল নাম শান্ত দান্ত গুণাধান
মন্ত্রী বটে গৌড়েন্দ্র সভায়,
গৌড়েন্দ্র আদেশে কহে মোর মত যুদ্ধ নহে
সামে যদি কার্য্যসিদ্ধি পায়।
বিগ্রহে অনেক দোষ কহি নাহি কর রোষ
জয় পরাজয় সন্দিহান,
পরসৈন্য চর্চ্চে যারা কত ভ্রান্তি করে তারা
সবলে দুর্ব্বল করে জ্ঞান। ২২

§"অভিযেয় দুর্ব্বলারি" দুর্ব্বল নির্ণীতে নারি
কোথা হয় নীতি †অবসর ?
বৃথা হয়ে ‡বুধম্মন্য উপেখে নীতিজ্ঞ অন্য
*হঠকারে সদা বধ্য নর।
গৌড়ে বিজিত হত চূর্ণ হিন্দু ত সতত
ইহা বিজয়ের লিঙ্গ নয়,
আশ্রয় স্বদেশ কাল অরির হেরে ভূপাল
তবে হয় §সাধ্যের নির্ণয়। ২৪
†কোথা লিঙ্গ কোথা সাধ্য কোথা পক্ষ সদারাধ্য
যে কোন বচনে ভূপজন,
হেন জ্ঞান থাকে যাঁর নাবুঝে নীতির সার
রাজশত্রু মধ্যে গণ্য হন।
হিজ্‌লী ওড্রদেশাশ্রয় হিন্দু নৃপ যত হয়
গৌড়-দশ-দিগ্ দুর্গবাসী

---

§আক্রমণযোগ্য। †নীতির অবসর হয় অর্থাৎ নীতি থাটেনা।
‡অকারণে যে নিজকে পণ্ডিত মনে করে *অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ।
§সাধনীয় বিষয়। †পর্ব্বতে ধূম আছে অতএব তথায় অগ্নি অছে এই কথাটীর মধ্যে ধূমকে বলে অগ্নির লিঙ্গ (হেতু) ; অগ্নিকে "সাধ্য" ও পর্ব্বতকে বলে "পক্ষ"। এই লিঙ্গ, পক্ষ ও সাধ্যের যথানিয়মে সমাবেশ নাহইলে সাধ্যের অনুমান হয়না।

দাঁড়াইবে তার পাছে কে আটিবে গণ কাছে
ঐক্যে জয়লক্ষ্মী হন দাসী। ২৬

শৈলাশ্রয় নাহি তার এহ যুক্তি নহে সার
সিন্ধু তার রণ-নৌকাময়,
মোদের নাওয়ারা যত সাগরে হইবে হত
পাছে নবদ্বীপ আক্রময়।

পঞ্চকোট মল্লস্থান ধরি ঋষ্টি ধনুর্ব্বাণ
শত্রুসহ হবে আগুয়ান,
§দিল্লীর সৈনিক যত নহে অনুকূল তত
রণে একা করিবে পয়ান। ২৮

‡বিপ্রভৃত্য নীলধ্বজ খ্যান মদমত্তগজ
রন্ধ্র হেরি পৃষ্ঠে দিবে হানা,
অধ্রুব নাহবে হবে লব্ধ ধ্রুব নাশে হবে স্তব্ধ
না রহিবে গ্রাম একখানা।

*রাজস্ব-নফর যারা জমিন্দার হিন্দু তারা
লোহে পাদ নত করি শির,

---

§গৌড়েশ্বরের সঙ্গে তখন দিল্লির সম্রাটের অসদ্ভাব ছিল।

‡প্রসিদ্ধ আছে রঙ্গপুর জেলার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন কামতপুরের প্রথম রাজা নীলধ্বজ বাল্যকালে একব্রাহ্মণের গোপালক ছিলেন।

*রাজস্ব আদায় কারক কর্ম্মচারি।

§রাজস্ব-সিকদার ভয়ে কত উপহার লয়ে
পূজে, তাই করিয়াছ স্থির— ৩০
†কোর্ণিস কিণাঙ্কাচিত -জানু-কর হেরি প্রীত
সর্ব্ব হিন্দু হইয়াছে তথা;
ভাঙ্গিবে স্বপন ত্বরা, অহি-আশীবিষভরা
দংশিলে স্মরিতে হবে কথা।
দানে নাহি হবে ফল ধনে অরি মহাবল
§ঢালে সিন্ধু কোষে রত্নরাশি,
দৃপ্ত রাজন্য নিকর ভেদ নহে সাবসর
বিগ্রহে কহিনু ভয়বাসি। ৩২
ভূপ হরিদাস রায় উদার চরিতে ভায়
অঙ্কুর করিতে পারে সাম,
সে থাকিলে তব মিত্র পাবে সবল *বহিত্র
ওড্রদ্বারে সিদ্ধ মনস্কাম।
গৌড়েন্দ্র বিষণ্ণমনে সভাভাঙ্গি সেইক্ষণে
চিন্তিল বিজনে আত্মহিত,

§রাজস্ব আদায় বিভাগের উচ্চতম বিশ্বস্ত মুসলমান কর্ম্মচারী।
†সেলাম বিশেষ। কিণাঙ্ক=ঘর্ষণ জনিত দাগ। আচিত=ব্যাপ্ত।
§এখানে পুরাকালের হিজলী তমলুক প্রভৃতির বাণিজ্য সমৃদ্ধি ধ্বনিত হইয়াছে। *সবল বহিত্র=রণ তরী।

প্রধান অমাত্যসহ মন্ত্রণা ত অহরহ
করি, স্থির করিয়াছে প্রীত। ৩৪

উৎকল শ্রীখণ্ডাচল যেন প্রায় মর্ম্মস্থল
কিরাত কানন †মধ্যে রয়,
কিরাতের পতিযত কৈতে §চাহে হস্তগত
সামদান করিয়া নিশ্চয়।

গিরি দ্রোণ দরী পথ বনেচর ‡অধিগত
রোধিবে ঔৎকল মিত্রগণ,
যদা মল্লমিত্রগণ করিবে সাহায্যপণ
মল্লসীমে হবে অক্রমণ। ৩৬

যদা তাম্রলিপ্ত পতি সুন্দরীবন সংহতি
হিজ্‌লী পক্ষে হবে অভিযায়ী,
পাঠান পাইক যত তার দেশে অবিরত
হানিবে অনিশ দুঃখদায়ী।

গৌড়েশ যবন আপ্ত প্রণিধি হয়েছে প্রাপ্ত
দুষ্ট বিদূরথদাস নাম,
ধরিয়া যতির বেশ মুড়িয়া মাথার কেশ
চলিল শ্রীখণ্ড বনধাম। ৩৮

---

†হিজ্‌লী ও শ্রীখণ্ডাচলের মধ্যস্থলে। §গৌড়েশ্বর ইচ্ছা করেন।
‡অবগত।

পাছে রহি নদীতীরে　　হেরি তারে ধীরে ধীরে
　　বন্দি, হয়ে কৃতাঞ্জলিকর,
ওঙ্কার উচ্চারি পাপী　　কহে †মোরে অভিশাপি
　　কেন হেথা কিবা নাম ধর ?
কহি মুঞি শূদ্রভৃত্য　　বাসনা যে সাধিকৃত্য
　　অপুত্রক উদিত বৈরাগ্য,
হয়ে তব চিরদাস　　ইচ্ছারহি তবপাশ
　　যতিদাস হব বড় ভাগ্য।　　৪০
শুনি বিদুরথদাস　　মনে কিছু পায় ত্রাস
　　ব্যাধগন্ধে হরিণ যেমন,
কহে, 'রে শ্মশান শূদ্র,　　গৌড়ী হীন অতিক্ষুদ্র
　　যতিজনে পরশিতে মন!
লাগিলে তোমার ছায়া　　আসি পশিবেক মায়া
　　শূদ্রস্পর্শে যতিলোক-ক্ষয়'।
§এত বলি স্পর্শে বারি　　হাসি পার্শ্বে যেতে নারি
　　নারায়ণ শব্দ উচ্চারয়।　　৪২
পুনঃ শ্রীখণ্ড নিকট　　কিরাত ব্যাজ প্রকট
　　হয়ে, এক ‡প্রস্থে রাখি তায়,

†ছদ্মবেশী হিজলীর দূতকে　§জলস্পর্শকরে এবং নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ করে, আমি তাহার নিকট যাইতে না পারিয়া হাসিতে লাগিলাম। ‡সানুদেশে।

পুনঃ স্বীয় বেশ ধরি সে অরণ্য পরিহরি
নিবেদিতে আসিনু হেথায়।
রাজাকহে স্বামিধর্ম্ম বটে এই আপ্তকর্ম্ম
সাধিয়াছ সামন্তের চূড়া,
তুমি হেন আপ্তযার বটে ভাগ্য সে রাজার
হেনকর্ম্ম নাহি শুনি পুরা। ৪৪
আনন্দে উঠিয়া ভূপ শরীরে আনন্দ কূপ
দিল তার কণ্ঠে রত্নহার,
বন্দিয়া ভূপেন্দ্রবর কৃতাঞ্জলি হয়ে চর
চলে সুখে আপন আগার।
রাজা কহে, যদুরায়, হেনমোর চিত্তে ভায়
গৌড়পতি বিগ্রহ প্রধান,
*তাঁর নীতি অনুসারি তাঁরে বঞ্চিবারে পারি
‡করু পুত্র শ্রীখণ্ড প্রয়াণ। ৪৬
অযুতেক সৈন্যসঙ্গে যাউক শ্রীখণ্ডে রঙ্গে
গিরিরন্ধ্র রাখিবেক রুদ্ধ,
গৌড়েন্দ্রের যত চার না পায় সন্ধান তার
যেন শত্রু না হয় প্রবুদ্ধ।

*গৌড়াধিপ যেমন শ্রীখণ্ডস্থ কিরাত দিগকে বশীভূত করিয়া কর্য্যসাধন করিতে চায় আমিও তদ্রূপ তাহাদিগেকে বশীভূত করিয়া তাহার নীতি পণ্ড করিব। ‡করুক।

কামান অযুতদ্বয় লক্ষ পদাতিক রয়
অশ্ববল সহস্র পঞ্চাশ,
এবলে গৌড়েন্দ্র বলী বটি মুই কুতূহলী
মোর বল হেরি পাবে ত্রাস। ৪৮
পাষাণ বান্ধিয়া গলে সন্তরে জলধিজলে
লেহিবারে চায় ক্ষুরধারা,
ফণী পাদাহত করি ভূতলে শয়নে পড়ি
সূচে আমর্ষয় নেত্রতারা।
কেশরির সহবাদ নাহিগণে পরমাদ
জম্বুক হইয়া একবনে,
চন্দ্রমা ধরিতে চায় সুমেরু লঙ্ঘিবে পায়
সুধা হেন হলাহলে গণে। ৫০
অপভাষী দয়াহীন দস্যুকর্ম্মে সদা লীন
পররাজ্যে লুব্ধ চিরদিন,
নাহিজানে ধর্ম্মযুদ্ধ কূটকর্ম্মে সুপ্রবুদ্ধ
দেবদ্বিজ হিংসী ধর্ম্মহীন।
একাকী রোধিতে পারি বাহুতে সাগরবারি
কি করিবে যবন ঈশ্বর ?

কিন্তু রোষকাল নয় †নয়েতে খণ্ডিব নয়
নীতিশাস্ত্রে করিব সমর। ৫২

কহে কৃতাঞ্জলিকর সামন্তেয় যতুবর
গৌড়েশ কুটিল চিরকাল,
অকপটে রণে যুঝি কূটনীতি নাহি বুঝি
ক্রমে অস্ত সব নরপাল।
শ্রীখণ্ডে পাঠায়ে চর রণাকাঙ্ক্ষী নিরন্তর,
বন্ধুভাবে তবু প্রেরে দূত,
প্রতিনীতি অনুসারি তারি বান্ধিবারে পারে
পূজি গৌড়েশ্বর দূত সুত। ৫৪

অকপট নীতি যুদ্ধ নাকরে যবনে রুদ্ধ
চিরকাল দেখি ব্যবহার,
পূজিয়া তাঁহার দূত যেন আপ্ত বন্ধু সুত
বিসর্জ্জন করা নীতিসার।
পেয়ে অনুমতি মন্ত্রীদ্রুতগতি
গৌড়পতি দূতপাশে যায়,
দিয়া উপহার গ্রহি পূজাতার
অতি প্রীতিকথা কহে তায়। ৫৬

†রাজনীতি। নীতিশাস্ত্রোক্ত কৌশল অবলম্বনে যবনের নীতি পণ্ড করিব।

কহ গৌড়পতি করিয়া প্রণতি
এহো ভূপ ভূপেন্দ্র বচন,
তাঁর সামবাদ পরমপ্রসাদ
ভ্রাতৃসম তিহো হেন মন।
এক ভূতপতি সকলেরই গতি
ভেদ বৃথা বেদ কোরাণ,
যেহ যার ধর্ম্ম কর সেই কর্ম্ম
গৌড়েন্দ্র এ ভূপেন্দ্র পরাণ। ৫৮
ব্যূহবদ্ধ বলে রম্য গৃহতলে
পূজি দূত তথা বহুমত,
আলিঙ্গে সামন্ত পাঠান দুরন্ত
আচ্ছাদিয়া দৃঢ় মনোগত।
বঞ্চিনু গণিয়া আনন্দে হাসিয়া
চলে গৌড়দূত দ্রুতগতি,
হাসয়ে সামন্ত জানি নীতি অন্ত
ধিক্ গৌড়দূত স্থূলমতি। ৬০
রাজার বচনে ডাকি নিকেতনে
বীরকুমার মনীষী,

শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণ কহে সুবচন
বুঝাইল মন্ত্রযবে নিশি।
সচিব প্রধান করি সাবধান
উপদেশে যত নয়তন্ত্র,
শ্রীখণ্ড অচল কিরাত ভূতল
হের §ঘনদাস-পরতন্ত্র। ৬২
সচিব বচন পূজি স্থিরমন
কুমার নিশীথে পশে সদ্ম,
বিচিত্র ভূতল সহ রাজবল
পশিবে, বিকচমুখ-পদ্ম। ৬৩

ইতি প্রণিধি-সম্ভাষণো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

§ ঘনদাসের অধীনে থাকিয়া।

চতুর্থ সর্গ।

কন্যা-পুর-দ্বারে রাখি বদ্ধ ব্যূহ
বীর সৈনিকের গণ,
ভূপের নিদেশে ঘন সান্তরান্
পশে কন্যা নিকেতন।
আরক্তলোচন অতি ভয়ঙ্কর
হাসয়ে ঈষৎ হাস,
*ঔৎপাতিক ঘনে যেন বকপাঁতি
কিছু কিছু পরকাশ। ২

করে ‡করবাল নিনাদ ঘর্ঘর
কাঁপয়ে অঙ্গন মাটি,
হেরি প্রীতা রাণী প্রশংসে নৃপতি
সান্তরাণ বীর খাটি।
ডাকি বিন্ধ্যবতী কহয়ে মহিষী
ডাক কন্যা প্রভাবতী,
তার মনোমত দিলা নৃপবর
পূজিবারে পশুপতি। ৪

---

*যে মেঘে লোকের অনিষ্ট হইবে এরূপ আশঙ্কা করা যায়।
‡করবাল।

—৬

লয়ে কন্যা চল চল বীর সনে
শ্রীখণ্ড অচলে যাবে,
তুমি সখী প্রিয়া রহ তার কাছে
চিতে দুঃখ নাহি পাবে।
পিতার আগারে তুমি মোর সনে
আশৈশব সহচরী,
ভিন্ন দেহ দুই একই অন্তর
এক নিকেতনে চরি। ৬
প্রভাকন্যা তব পালিয়াছ তুমি
মুঞি মাত্র প্রসবিনী,
রাখ সাবধানে আপূজন-কাল
প্রভা মোর প্রাণ জিনি।
কৃতাঞ্জলি পুটে কহে বিন্ধ্যবতী
করি এক নিবেদন,
শ্রীখণ্ড অচল কিরাতে বেষ্টিত
সদা পুষ্পিত কানন। ৮
আছে ধন্বী বীর কিরাত কুমার
কিসে পাছে কিবা হয়

বৈবাহিক বর কিরাত ঈশ্বর
তাতে রাণী তরে ভয়।
রাণী কহে, সখি পুরাবৃত্তে দেখি
জন্মি কন্যা নৃপঘরে,
ভিখারী ব্রাহ্মণ বৈশ্য করদায়ী
শূদ্রে §অবধূতে বরে ১০
কিরাত নৃপতি সে বটে ভূপতি
নৃপ বটে নৃপতুল,
অগ্র্য বৈবাহিকী তুমি বট সখী
তাতে না হবে ব্যাকুল।
হেনকালে প্রভা প্রফুল্ল চন্দ্রিকা
কিম্বা অরুণ-কিরণ
ধীরে নম্রমুখী পশিয়ে বন্দিল
মাতা ও বিন্ধ্যাচরণ। ১২
নিতম্ব-বিলম্বী কেশপাশ তার
নিবিড় নীরদ ঘন,
ঈষৎ আবরি মুখচন্দ্র হেরি
চকিত শিখণ্ডিগণ।

---

§তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে।

সে মুখের মান সে মুখেই বটে
নহে সকলঙ্ক কান্দে,
নয়ন নিরখি কুরঙ্গী সকল
গহনে পশিয়া কান্দে। ১৪

নীলোৎপল দল যদি শশধরে
ভাসে গলিত সুধায়,
*মন্দ সমীরে কাঁপে ঘন ঘন
নেত্রমান কিছু পায়।

কুটিল ভ্রূযুগ জিনি কামধনু
স্ফুরে ভাঙ্গে বার বার,
কোথা বা মৃগব্য আছে যোগ্য তার
সদা চিন্তা বিধাতার। ১৬

কোকিল সদর্পে গেয়ে পরাজিত
চূত মঞ্জরীর বনে,
আছে পলায়িত, আস্বাদে মঞ্জরী
কুহরিতে ভয় গণে।

ওষ্ঠ কোকোনদ চুম্বিবারে কত
ভ্রমর গুঞ্জরি মরে,

*লক্ষ্য।

পুনঃ তাড়াইতে কর শতদলে,
দ্বিগুণ ঝঙ্কারি সরে। ১৮
নব কিসলয়ে ইন্দু কিরণ
জিনিয়া হাস্যের ভাস,
দৃষ্টিতে বহয়ে কুন্দ ইন্দু ক্ষীর
নিশ্বাসে পঙ্কজ বাস।
‡কম্বু জিনি কণ্ঠ †বাহু বিষ জিনি
স্তনভারে নম্রকায়,
মৃগেন্দ্র জিনিয়া ক্ষীণ তার কটি
ক্লেশে ভর বহি যায়। ২০
নিতম্ব নিবিড় স্বর্ণ-শিলা সম
ঊরু করি-করোপম,
শতদল সম চরণ সুন্দর
হেরি পুলকিত মন।
শ্রুতিতে কুণ্ডল নাসে মুক্তাফল
স্তনে গজমতি হার
নগেন্দ্র যুগল হতে বহে যেন
জাহ্নবী প্রবাহ ভার। ২২

‡শঙ্খ। †মৃণাল।

হেম সূত্রবাসে সে তনু সজ্জিত
স্থির সৌদামিনী খানি,
হ্লাদ কণ্টকিত আনম্র সতত
লজ্জা মূর্ত্তিমতী মানি।
রাণী, কহে প্রভে, শ্রীখণ্ড অচলে
যাইবার তব সাধ,
মানস আমার পূজ পশুপতি
নহে যেন পরমাদ। ২৪
নগেন্দ্র শিখরে কত সরোবর
প্রফুল্ল কুসুমময়,
†স্বহস্তাবচিত কুসুম পূজনে
ইষ্টলাভ সবে কয়।
তরলা চঞ্চলা দামিনী বিমলা
সহচরী যূথ যত,
সখীজন সবে দিনু অনুমতি
যাবে সঙ্গে অভিমত। ২৬
প্রণমি জননী সুচারু হাসিনী
নামিয়া অঙ্গন পর

† চয়ন করা ফুল।

বন্দে ঘনদাস বীর সান্তরান্
পিতৃব্য-§পর্য্যায়-ধর।
খড়্গ-ভল্ল-বাণ -কিণাঙ্ক-কর্কশ
দেহ, মুখ রেখাঙ্কিত,
অরাতি দলন নিষ্ঠুর হৃদয়
ধৃতাস্ত্র সদা বর্ম্মিত। ২৮
বন্দমানা হেরি কৃশাঙ্গী কন্যায়
সানন্দ হৃদয় বটে,
আশীর্ব্বাদ কিন্তু পরুষ নিনাদ
বিনা তার নাহি ঘটে।
নিদেশ ঘর্ঘর শুনিয়া শিবিকা
বহে যত ভৃত্যগণ,
হয়ে সাবধান কন্যাগণ বহি
করে শ্রীখণ্ড গমন॥ ৩০
বদ্ধ-ব্যূহ সঙ্গে চলে বীরগণ
নানা প্রহরণ ধরি,
চলে সান্তরান্ *সততাবহিত
ভূপাল নিদেশ স্মরি।

§শ্রেণী। *সতর্ক।

নৈঋত ধরিয়া জলধির তট
ত্যজি বনপাশে যায়,
হেরি পথে পথে আরণ্য পল্লী
ভিল্লপ্রায় জনতায়। ৩২

বন্দি পূজে সবে নৃপের কুমারে
গজদন্ত §কৃত্তি বাণ,
ভল্ল শূল ধনু বিচিত্র ভাণ্ড
আসি আসি করে দান।

বান্ধি গজ সেতু তরে তরঙ্গিনী
কোথা নৌকা সেতুপথ,
নরযানে, গজে, অশ্বে, গিরিপথ
লঙ্ঘে যথা মনোরথ। ৩৪

ঘনদাস যদা স্থাপয়ে শিবির
বন পল্লীবাস পাশে,
রাজকন্যা প্রভা হেরিবার আশে
বন-কন্যা সবে আসে।

তারা রহে বনে বন-নদী তটে
শুধু খায় বনফল,

§চর্ম্ম।

কানন বিহঙ্গ সঙ্গে গায় গীত
পরে বসন বল্কল। ৩৬
মর্ম্মরিত পর্ণ বন ভূমি পরে
কুরঙ্গের সঙ্গে ধায়,
বনবাতে বিদ্ধ উড়ে কেশপাশ
মৃগনাভি গন্ধ গায়।
বনফুলে মালা গাঁথিয়া সকলে
এ দেয় উহার গলে,
গালিয়া *গৈরিক বননদী জলে
পরে ভালে কুতূহলে। ৩৮
নিদাঘে বসন্তে ত্যজি গুহালয়
শাখাপত্র পুষ্পচয়ে
কাননে রচয়ে বিচিত্র কুটীর
বসে সহচর লয়ে।
পিয়ি পুষ্পাসব ঘুর্ণিয়ে নয়ন
বনে বনে গায় গীত,
কিন্নর মিথুন যথা হৈমবতে
চরে কাম-বিদ্ধ-চিত। ৪০

*ধাতু মিশ্রিত লোহিতবর্ণ পর্ব্বতের মাটি।

তারা সবে মিলি আনন্দ তরঙ্গে
ভাসি প্রভা পাশে যায়,
বিন্ধ্যার নিদেশে রাজকন্যা হেরে
বন-কন্যা সমবায়।
হেরি রূপ তারা সবে আত্মহারা
নাচে প্রভা বেড়ি বেড়ি,
কহে, ওরে সখি একি যে নিরখি
হেন মর্ত্ত্যে নাহি হেরি। ৪২
চরণে তাহার ক্ষেপে কণ্ঠহার
বন কুসুমে গ্রথিত,
কুসুম বরষে মনের হরষে
গায় কানন সঙ্গীত।
বিরহ বিতান শুনি সেই গান
ঝরে নয়নের বারি,
প্রভা পরিজন সনীর-নয়ন
সবে বলে বলিহারি। ৪৪
গিরি পাদমূলে বহু ফল ফুলে
শোভিত কানন মাঝে

দশেক যোজন কিরাত ভবন
বেষ্টিয়া কুমার রাজে।
আরক্ষ প্রেরিয়া শৃঙ্গ পরখিয়া
নির্ম্মি কন্যা নিকেতন,
ভূধর শিখরে বীর ঘনবরে
স্থাপিবারে কৈল মন। ৪৬
তথা সান্তরান্ আসি আগুয়ান
শ্রীখণ্ড অদূর-স্থান,
তথা কন্যাজন করিলা যাপণ
নিশা যেন দীর্ঘমান।

ইতি শ্রীখণ্ড-প্রয়াণোনাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

পঞ্চম সর্গ।

প্রভাতে উঠিয়া হেরিয়া শ্রীখণ্ড
পুলকিত কন্যাজন,
উত্তরে দক্ষিণে বিলীন-প্রায়
যেন স্থির নবঘন।
প্রভা পুলকিত উৎকণ্ঠিত চিত
তরলার কণ্ঠবেড়ি
প্রতীচী নিরখি কহে, "একি সখি
স্থির বারিধর হেরি ?" ২
সখী হাসি কহে "কভু তাহা নহে,
গিরি ‡ভিন্নাঞ্জন-কায,
ব্যাপিয়া দিগন্ত বিদারি অনন্ত
শ্রীখণ্ড ত শোভা পায।"
প্রভাকহে, "সখি, মেঘ যে নিরখি,
এ যে নহে ধরাধর,"
কহয়ে তরলা শোভায় বিকলা
"এযে শ্রীখণ্ড ভূধর। ৪

‡দলিতকজ্জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট শরীর যাহার।

*বারিদে দামিনী হেম লেখা জিনি
চমকি চমকি শোভে,
বক্ষে শুভ্র-কায় বকপাঁতি তায়
গরজনে চিত্ত লোভে।"
প্রভা †অশ্রুবারি কহে, "সইতে নারি,
হের সৌদামিনীগণ,
বলাকার পাঁতি ঐ মেঘ সাথী
শুন স্নিগ্ধ গরজন!" ৬
"§পুষ্পিত সুঘন কদম্ব কানন
নহে বারিদে দামিনী,
রৌপ্য-রেখামান নির্ঝর বিতান
ঊর্দ্ধে বকপাঁতি জিনি,
‡গর্জ্জিত নির্ঝরে প্রতিবিম্ব পড়ে
হেরি হরি গর্জ্জে ঘন

*এই শ্লোকে তরলা কারণ দেখাইয়া বলিতেছে ইহা মেঘ নহে, কারণ দৃশ্যবস্তুতে মেঘের কোনও লক্ষণ (দামিনী বক পংক্তি ও মেঘগর্জ্জন) নাই। †অশ্রুবারি=অশ্রু বারণ করিয়া। এই শ্লোকে প্রভা দৃশ্যমান বস্তুতে (কদম্বাদিকে) মেঘের (বিদ্যুতাদি) লক্ষণ বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। §ও‡। এই শ্লোকদ্বয়ে তরলা বুঝাইলেন যে কদম্ব কাননে প্রভার দামিনীর ভ্রম হইয়াছে, এবং পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত শুভ্র নির্ঝর ধারায় বকপংক্তি এবং সিংহের গর্জ্জনে ও নির্ঝরের শব্দে মেঘ গর্জ্জন ভ্রম হইয়াছে।

তার প্রতিধ্বনি প্লাবে গিরি ঃগণি
নহে ঘন গরজন।" ৮

এতকহি স্মিতা *সস্ময়া স্ফুরিতা
কুহরে তরলা পুন,
প্রভা কণ্ঠ শোভী মুনি মনঃ ক্ষোভী
স্পর্শি গজ-মুক্তা-গুণ,—

"উত্তরে দক্ষিণে অনন্ত-§বিতান
বিদারিয়া *অভ্রচয়
শৃঙ্গের আবলী ঝলসে গগণে
নিন্দি মহামেঘোচ্চয়। ১০

হের শৃঙ্গ শত অভ্রের উপর
হিমানী মুকুট শিরে,
অরুণ কিরণ -§দ্রুত-হেমাবৃত
হিমাদ্রি দ্বিতীয় কিরে?

শ্বেত মেঘ-বাষ্প শিখর-হিমানী
স্পর্দ্ধি ঊর্দ্ধে বাঞ্ছাধায়,
লম্বে কটিতটে মহাজন স্পর্দ্ধী
মূঢ় হেন শিক্ষা পায়; ১২

ঃমনোহর। *গর্ব্বিতা। §বিস্তার *মেঘসমূহ।
§গালত।

অরুণ কিরণে স্ফুটাঙ্গ শোভন
অধিত্যকা সানুচয়,
মন্দাকিনী যথা সুমেরু বাহিয়া
শত নির্ঝরিণী বয়।
উপল জর্জ্জর সগদ্গদ-নাদ
গিরি গহ্বর নির্ঝর,
†শতাবর্ত্ত-গর্ত্ত গভীর প্রবাহে
মগ্ন নাগ ভয়ঙ্কর। ১৪
নিম্ন প্রস্থে গিরি -বিবরে সহস্র
সহস্রায়ু অজগর।
কেহ ধরি গজ *লুলাপ, কুরঙ্গ,
কুণ্ডলিত-§ভোগবর।
সবিষ নিশ্বাসে জ্বলিছে অনল
দংষ্ট্রা গজদন্তসম,
আস্য গুহা স্পর্শে *আহার্য্য অবশ
ভুলিয়াছে স্ববিক্রম। ১৬
পনস-অশ্বত্থ সরল-তমাল
সপ্তপর্ণ-বিভীতক

†জলেরপাক। *মহিষ। §। কুণ্ডলের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ভোগবর যাহার। ভোগ=সর্পের শরীর। বর=শ্রেষ্ঠ।
*ভক্ষ্য গজাদি।

-নীপ-জম্বু-শাল -পিয়াল-হিন্তাল

-প্রায়-বন §বহূদক।

‡গণ্ডশৈল বীচি লুঠে পাদতলে

ঐরাবত সমকায়,

ঝিল্লী নিনাদিত সবন পর্ব্বত

স্তব্ধ মূরছিত-প্রায়। ১৮

অধিত্যকা চর †প্রভিন্ন মাতঙ্গ

-যূথপতি কোথা চরে,

পাতাল সন্নিভ হেরি *দরীমুখ

করেণু আকর্ষি ধরে।

হেরি যূথ-পতি প্রমত্ত §অকাণ্ডে

স্বেদ-মদ-ধারাকুল,

করেণু সখীরা আসিল ধাইয়া

করে অরবিন্দ কুল। ২০

করিণী পরশে নিমীলিত নেত্র

গজ-শুণ্ডেতে ধরিয়া,

ঠেলে ‡কুম্ভদ্বয়ে †মীলিয়া নয়ন

মহোৎপল শিরে দিয়া।

---

§অনেক উদকাশয় যুক্ত। ‡ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। †মত্ত ও গর্জ্জন শীল
*গুহা। §সহসা। ‡মাপাদিয়া। †নিমীলিত করিয়া।

গিরি সরোবরে নলিনী কাননে
করাইবে গজে স্নান
হেরে না নয়নে চলে সরোবরে
লাখ ভ্রমরের গান। ২২

অবগাহি সব করেণু যুবতি
রাখে মধ্যে গজরাজ,
*চন্দ্রিকাবদাত বিস, পর্ণ, অব্জ
তোলে করিণী সমাজ।

হেরি নবঘন শিখরি-শিখরে
স্নিগ্ধ-ভিন্নাঞ্জন-নীল,
পুষ্পিত কদম্বে নাচে ‡নীলকণ্ঠ
†কলাপিত বনানিল। ২৪

মেঘ-§সুহৃদের শুনি কেকাধ্বনি
হেরি নৃত্য সপুলক,
গগণে স্তম্ভিত মেঘবৃন্দ দ্রবি
সিঞ্চে শ্রীখণ্ড কটক॥

সে সিঞ্চনে গিরি বিকচ কদম্বে
পুলকিত কলেবর,

---

*জ্যোৎস্নার ন্যায় সাদা। ‡ময়ূর। †ময়ূর পুচ্ছময়। §ময়ূরের এক-নাম মেঘ-সুহৃৎ।

পবন কম্পিত -শিখণ্ড-শিখণ্ডি
-নেত্রে নীর ঝর ঝর। ২৬

স্পর্শি বর্ষবারি প্রমত্ত †সারঙ্গ
রঙ্গে যূথে যূথে ধায়,

জীমূত নিনাদ -অসহিষ্ণু হরি
গরজে গিরি গুহায়।

‡তদিড়ঙ্ক ঘন আসি যূথে যূথে
আলম্বে অচলকায়,

রাজেন্দ্র মাতঙ্গ যথা বহি তোমা
ভূপগৃহ পানে ধায়। ২৮

সুন্দরী কটাক্ষ সমান *চঞ্চলা
চমকি চমকি শোভে,

চারু শক্রধনু উদিয়া সতত
অদ্রি শির চিত্ত লোভে।

মেঘের উপরে আগোর সুন্দর
অচলোর্দ্ধতন দেশ,

অমর্ত্ত্য সে ভূমি বিহরে সতত
সুরকন্যা †রতিবেশ। ৩০

---

†হরিণ। ‡যে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ আছে। *বিদ্যুৎ। এই শ্লোকে দ্বিতীয়ার্দ্ধে কবি মেঘের পর রামধনু হয় ইহা বলিলেন। †অনুরাগ।

অরুণ কিরণে ঝলসিছে কোথা
হের ধাতু সমুদয়,
চন্দ্র-সূর্য্য-কান্ত পদ্মরাগ কত
বৈদুর্য্য যে প্রভাময়।
এ শ্রীখণ্ডপর হেমপ্রস্থে তব
স্থিত নব নিকেতন,
তথা সন্নিহিত সদা পশুপতি
যথা ঈশ্বরায়তন। ৩২
অইত শ্রীখণ্ড শ্রীফল সুরভি
সদা পুষ্পিত কানন,
তথায় পূজিবে তুঙ্গ সানুপর
কিরাতেশ ত্রিলোচন।"
বিস্মিত চকিত স্ফুরিত নয়ন
শুনি তরলার বাণী,
কুরঙ্গ-বিনিন্দি বিশাল নয়নে
হেরে প্রভা ধন্য মানি। ৩৪
শিরীষ কোমল বাহু লতাপাশে
কৈল তরলা বন্ধন,

বিমল চন্দ্রিকা আলিঙ্গিল হেম
-বল্লী বনে সুশোভন।
কোকিল কাকলী সম কল কল
-কণ্ঠে কন্যা কুল কয়,
চল লয়ে প্রভা সুললিত লাস্যে
হেমপ্রস্থে, নাহি সয়।" ৩৬

†উৎকলিকাকুল লখি কন্যাকুল
ঘন সান্ত্বয়ান বীর,
শিবিকা ‡সম্বাধে অকাণ্ডে আরোহে
হেমপ্রস্থে মহাধীর।

অরুণ বসন শিবিকারবৃন্দ
হতে সবে হেমবন
পশে দ্রুত, যেন সন্ধ্যারুণ-§আশা
-হতে চন্দ্রকলাগণ। ৩৮

হেমপ্রস্থবনে প্রভা নিকেতন
সুবর্ণ সৈকতময়,
ঘন গরজনে অঙ্কুরিত কত
রত্ন শলাকার চয়।

†উৎকণ্ঠিতা। ‡শিবিকা সমূহের পরস্পর মর্ষণ হয় এইরূপ ভাবে। ক্রিংবিং। §দিক্।

রত্নের অঙ্কুর অভঙ্গুর ‡শোণ
নবনীত সুকোমল,
কামিনী চরণে লাগিলে অমনি
ছিঁড়ি করে *ঝলমল। ৪০
যোজন বিস্তৃত গিরি শিরে সেই
রত্নময় হৈমবনে
স্ফুট-কোকোনদ সরসীরবৃন্দ
খচিত মরালগণে।
জম্বু রসময় নির্ঝর তথায়
পিয়ি §চারু নেত্রগণ
সবে রক্তবর্ণ স্বর্ণ-বিন্দু তনু
নেত্র কান্তা বিমোহন। ৪২
পশি সেই দেশ হাসে নাচে গায়
প্রভাপ্রিয় সখীগণে,
উর্ববশী মেনকা তিলোত্তমা বৃন্দ
যেন সুমেরুর বনে।
প্রভা নিরজনে তরলিকা সহ
কহে কর ধরি তার,

‡রক্তবর্ণ। *"শোকঃ জহাতি বকুলঃ মুখশীধু সক্তঃ………… ।" এই শ্লোকোক্তগণ আকৃতিগণ করেন। করিয়া কবি কামিনী চরণ স্পর্শে রত্নশলাকা ছিঁড়িয়া ঝলমল করে বলিয়াছেন। §হরিণ।

"সখি, অপরূপ এ যে হেমবন,
চিতে উৎকণ্ঠার ভার।" ৪৪
চিন্তে তরলিকা সুচতুরা অতি
যেন ঈষৎ বিস্মিত,
"শুনিয়াছি গিরি -বন কহে কথা
যদি পায় স্বচ্ছ-চিত।
নির্জ্জন অরণ্য ভূধর কন্দর
কথা কত জানে তারা,
অতীত প্রণয় বিরহ মিলন
শোকদুঃখ জিহ্বাভরা। ৪৬
সজীব-প্রকৃতি নিশ্বাস-পবন
মর্ম্মে বিদ্ধি নাকি রয়,
আকুল ব্যাকুল হয় নাকি চিত্ত
বিষাদ *কৃন্তন ময়।
নহে যোগ্যস্থান কিরাত কানন"
ফুটি কহে, "সহচরি,
উৎকন্ঠিত চিত, মোর মনে ভায়
স্নেহময়ী মাতা স্মরি।" ৪৮

* আঘাত।

স্নেহের সরসী জননী হৃদয়ে
ফুটিয়াছে হেমোৎপল,
উন্মূলি আনিনু এতদূর বনে
তাতে অন্তর বিকল।
স্নেহের সলিল সিঞ্চন অভাবে
তিলেকে মলিন হয়,
অশোক লতিকা কানন কৌমুদী
নবনীত কিসলয়। ৫০
সদাইত তোর স্মরিলে জননী
ডাকিতে সহেনা কাল,
বারিভরা নেত্র আছে চিরদিন
ওমা ওমা কি জঞ্জাল।
রাজার নন্দিনী হবে রাজরাণী,
চন্দন-লতার সম
উন্মূলি তোমায় দূর দেশান্তরে
নিবে, হবে ত বিষম। ৫২
পাইতে অভীষ্ট শ্রীখণ্ড অচলে
পূজিবে ভবানীপতি,

হলে তাঁর কৃপা গরলে পীযূষ
পাষাণে সলিল কতি।"

পুনঃ কহে "প্রভে প্রখর কিরণ
দিনমণি বর্ষে কর,
চল সবে মিলি পশি সরোবরে
তুলি কমল নিকর। ৫৪

অবগাহি নীরে তুলি নিজহাতে
সকৈরব শতদল
পূজি ভূতপতি, অই শৈবপ্রস্থে
মন্দির রজতোজ্জ্বল।"

এতশুনি সবে প্রফুল্ল হৃদয়ে
চলে পঙ্কজিনী জলে
আঁটি ‡শাটীকটি -তটে সুর-কন্যা
-সম খেলে শতদলে। ৫৬

কিকাম মঞ্জরী স্ফটিক-নির্ম্মল
বিকচ কমল জলে।
চুম্বিত-†প্রপাত -কদম্ব-অনিল-
-প্রজ্জ্বলিত-স্মরানলে।

‡পরিধেয় সাড়ী †তট। তটপর্য্যন্ত বিস্তৃত কদম্ব পুষ্প বায়ু দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কামানলময় জলে ইহারা কি কাম মঞ্জরী স্বরূপ ভাসিতেছে ?

*গলিত বাসনা সরসীমাঝারে
সঙ্কল্প-কৈরব বনে
আশা-চন্দ্র-লেখা আশঙ্কা সমীরে
ভাসি ভাসি দিনগণে ? ৫৮
সরোজ-বাসিনী কিবা লক্ষ্মী ধরি
শতমূর্ত্তি কন্যা ছলে
নলিনীশ হেরি প্রোজ্জ্বল গগণে
খেলে §কামপূর জলে ?
সরোবর নীরে বদন সুন্দর
ভাসে কার কেশ পাশে
শৈবাল বেষ্টিত পঙ্কজ নিবহ
যেন হেলি দুলি ভাসে। ৬০
পঙ্কজের নালে কেহ কলহংস
বান্ধিয়া তর্জ্জয়ে ঘন,—

---

*এই শ্লোকদ্বারা কবি সন্তরণ কারিণী কামিনীগণের হৃদয়গত আবেগ উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করিতেছেন। সরোবরনীরে কৈরব প্রস্ফুটিত আছে, তাহাতে চন্দ্রকলা পতিত হইয়া সমীরণদ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া কৈরবসহ মিলনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধিরজন্য দিন গণিতেছে। ইহাতে স্মরণ হইল, কন্যাহৃদয়ের বাসনা-সরোবরে সঙ্কল্প বিকসিত হইয়াছে। সেই সঙ্কল্পের সমীপে আশা আশঙ্কাদ্বারা আন্দোলিত হইয়া সঙ্কল্প সিদ্ধির প্রতীক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ ইহাদের মনের অদৃশ্য বাসনা সরোবরই প্রত্যক্ষ সরোবরের আকার ধারণ করিয়াছে। বস্তুত ইহা জলক্রীড়া নহে, বাসনা-সরোবরে ক্রীড়ামাত্র। §প্রবাহ।

"প্রভা কণ্ঠনাদ থাকিতে, ‡গরব
-কর্ম্মে যেন নহে মন।"
এত কহি হাসি ভাসে নীরজলে
শোভে বাহুণালে মুখ,
হেরিয়া স্ফুরিত কম্পিত কমল
বায়ুছলে †পরাঙ্মুখ। ৬২
কেহ হাসি হাসি উন্মূলিতে যায়
*বাতেরিত নীলোৎপল,
অতি-‡নীলোৎপল শোভে প্রভা আঁখি
উহাদিয়া কিবা ফল?
কেহ বারিতটে সুসিক্ত অম্বরে
গায় কণ্ঠ সুমধুর,
শুনি মৃগীযূথ নিস্পন্দ নয়নে
হেরে সাশ্রু §প্রবিধুর। ৬৪
হেরি নীলকণ্ঠ কদম্ব শাখায়
কেহ খোলে কেশরাশি,

‡এখানে কণ্ঠে কলধ্বনি করারূপ অহঙ্কার প্রকাশ। †নিজকে ফেলাইয়া রাখে। *বাতদ্বারা ঈরিত চঞ্চলীকৃত। ‡নীলোৎপল অতিক্রমকারী। §বিশেষরূপে আকুল।

কোকিল পঞ্চমে ব্যাবিদ্ধ হৃদয়
উন্মাদিত হেনবাসি।
শুনি কেকা কেহ চায় ‡শুক্লাপাঙ্গে
বান্ধিবারে কেশ পাশে,
দ্বিরেফ-গুঞ্জন -স্তব্ধ কোন বালা
তাহা নিরখিয়া হাসে। ৬৬
†যূথশ চমরী নাচায় চামর,
অসহিষ্ণু ভামা কয়
"কঙ্কণে কাটিব দগ্ধ *বালভার
হবে তাতে যেবা হয়।"
কমল-বাসিনী মায়া মোহ জালে
ঢাকিল সবার জ্ঞান,
পূজার সময় বহি বহি যায়
নাহি কিছু অবধান। ৬৮

বিন্ধ্যবতী হেরি কতি সপ্রভা কন্যকা জন
ত্বরাকরি পরিহরি ক্রীড়া, উঠে ভীতমন।
পদ্মণালে পদ্মজালে জড়িত শরীরত্রস্ত
পুষ্পপাণি সবেমানি কেহ নহে রিক্তহস্ত। ৭০
বিন্ধ্যাহাসি ভালবাসি সবে নিয়েচলে ঘরে
শৈববনে হৃষ্টমনে প্রভাসহ পূজাতরে॥

ইতি পুষ্পাবচয়নো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ॥

---

‡ময়ূরকে। †দলে দলে। *চমর গুচ্ছ।

ষষ্ঠ সর্গ।

ঝিল্লী নিনাদিত বিল্ব ‡বিভীতক
শৈবপ্রস্থ গুহাময়,
কোকিল ভ্রমর নাহি ডাকে তথা
ভীষণ §প্রমথ ভয়।
†সিদ্ধযোনি যেন যোগীন্দ্র বেশেতে
ভীষণ ত্রিশূলপাণি,
পূজে ত্রিভুবন -পতি মৃত্যুঞ্জয়
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি জানি। ২

*মুগ্ধেন্দু শেখর -চন্দ্রকলা-পান
ভিন্ন তার নাহি গতি,
জাগয়ে নিশীথে বিকট-ভৃকুটি-
-বক্ত্র যবে ভূতপতি।
প্রকট শরীরে নিশীথে বিহরে
ভীম ভৈরবের গণ,
যাদের হুঙ্কারে দারিত ভূধর
শম্ভু পুলকিত মন। ৪

---

‡বহেড়াগাছ। §শিবানুচরভূতাদি। †দেবকুলবিশেষে উৎপন্নব্যক্তি।
*সুন্দর।

প্রমথসম্বাধ বিন্ধ্যসম কায়
খড়্গে কাটে নিজশির
ঊর্দ্ধ রক্তস্রোতে স্নাপয়ে ভূতেশ
*কৃত্ত মুণ্ডে পূজে ধীর।
গিরি শৃঙ্গ ধরি উপাড়ি উপাড়ি
লোফালোফি করে করে,
পদাঘাতে দারি রসাতল হেরে
হেন শক্তি তারাধরে। ৬
রক্তজটা ক্ষেপে দ্রবণ তরাসে
বিধু ঊর্দ্ধে নভে ধায়,
নমুচি-সূদন নিজে বজ্রপাণি
হেরি যাহা ভয় পায়।
শূলাগ্রে বিন্ধিয়া পাতয়ে তারকা
পিয়ে সিন্ধু একশোষে,
করিলে নিনাদ যার প্রতিধ্বনি
†সহস্রহায়ণ ঘোষে। ৮
হেন ভূতগণ নাপারে সহিতে
যে রুদ্র ভ্রূকুটি ঘোর

*খণ্ডিত। †১২৹সর।

স্মরি সে ভীষণ রৌদ্ররূপ গিরি
-গুহানেত্রে ঝরে ‡লোড়।
তথা শ্বেতোপল সুতুঙ্গ মস্তক
ধবল মন্দির ঘরে,
মণি বিজড়িত অনাদি লিঙ্গ
পূজে সুরাসুর নরে। ১০

বিন্ধ্যবতী সহ চন্দন †মালূর
-পর্ণ পুষ্প গঙ্গাজলে,
প্রভাপূজে হর্ষে বরদ ঈশ্বরে
অর্পি পুষ্পমাল্য গলে।
করিতে প্রণাম পড়িল আপনি
অর্চ্চাপুষ্প তার শিরে,
আনন্দে সখীরা করি উলুধ্বনি
ফিরে চলে ধীরে ঘরে। ১২

শৈবপ্রস্থ ছাড়ি হৈমপ্রস্থে সবে
কৈল যবে পদার্পণ,
§দারি কর্ণ ফুটে বজ্রনাদ যথা
মহাগজের বৃংহণ।

‡জল। †বিল্বপত্র। §বিদার্ণ করিয়া।

অকাণ্ডে প্রকাণ্ড অভ্রগজ সম
দন্তাবল মেঘনীল,
তুলে শুণ্ডাদণ্ড মুষল দশন
বর্ষিয়া মদ সলিল। ১৪

সমদ বৃংহণ হেরি যূথপতি
উঠে হলহলা রব,
ডাকি রাজকন্যা মৃণাল কোমল
ভয়ে বিচেতন সব।

ত্রাহি ত্রাহি ধ্বনি উঠে কণ্ঠহতে
কে করে সে বনে ত্রাণ ?
পলক ছাড়িতে বৃংহিতে বৃংহিতে
ঘোর দন্তী আগুয়ান। ১৬

পুন পলকিতে গ্রহিবে প্রভায়
রোদনে পূরিল প্রস্থ,
অমনি প্রোথিল দশন ভূতলে
গজ, দূরে পঞ্চহস্ত।

বিস্তারি শরীর প্রোথি দন্ত ভূমে
বৃংহি প্রস্ফুরিত কায়,

গণ্ডশৈল সম বিবশ করীন্দ্র
ভূমে গড়াগড়ি যায়। ১৮
শিব শিব কহি প্রভা ধরি ধরি
শিলাতলে সবে স্থাপে,
হায় হায় করি ভাসি অশ্রুনীরে
শিলাতলে সবে কাঁপে।
অর্দ্ধ নিমীলিত উৎপল নয়ন
কাঁপে প্রভা থর থর,
লীলাপদ্মে তারে বাজে কোন সখী
কেহ হেরে গজবর। ২০
স্ফুরিতে নয়ন 'হে ডল্ল ‡কোঙর"
গম্ভীর নিনাদ পাশে!
শুনি কন্যাজন নিরখিয়া পুনঃ
দ্বিগুণ বিস্ময়বাসে।
শুনি সে নিনাদ গম্ভীর কণ্ঠে
চমকিয়া প্রভা বসে,
তরলা আলম্বি প্রবেপিত চিত
যেন তাঁর নহে বশে। ২২

‡"হে কুমার ডল্ল" এইরূপ শব্দ। কিরাত রাজের পুত্রের নাম ডল্ল।

হেনকালে হন্ত করীন্দ্রের পাশে
মৃগেন্দ্র-বিনিন্দি-গতি,
আসি উপনীত বীরযুবা এক,
কহয়ে গম্ভীর মতি,—
"হে ডল্ল কোঙর হের ললাটাস্থি
উপরে বিন্ধিল বাণ,
কহ আচার্য্যেরে †রক্ষ্য-পঞ্চহস্ত
-দূরে গজ §গতপ্রাণ। ২৪
ললাটের মর্ম্মে বিদ্ধ গজরাজ
বাহে পুঙ্খ সশোণিত!
শরপাত, মহা -গজের পতন,
যুগপৎ *সমুচিত!!"
এতকহি গর্ব্বে ধন্বী তূণী বীর
পাতে নেত্র শিলাতলে;
বিস্মিত মানসে কহে কন্যাকুল
'একি হেরি ধরাতলে!' ২৬
একি উপনীত দারুকা কাননে
বিমোহন চন্দ্রচূড়?

†রক্ষণীয় হস্ত অর্থাৎ প্রভা। §মরিয়াছে। *ঠিক।

মধুবনে কিম্বা যমুনা-প্রধর্ষী
বলভদ্র বৃষ্ণি-শূর ?
রৈবতক প্রস্থে একলব্য সহ
একি ‡বর্ণী মনমথ,
§গৌরী-গুরুতটে পার্থ প্রতিমল্ল
†কিরাতেন্দ্র মহারথ ? ২৮
কিরাতের বেশ প্রথম যৌবন
তুঙ্গ শালতরু সম,
বীরশ্রী-লাঞ্ছিত বপু যে সুন্দর
বক্ষঃশ্বেত-শিলোপম।
বনলতা বদ্ধ চূড়াকারে কেশ
কণ্ঠে হেম-পিণ্ড-দাম,
শ্রুতিতে কুণ্ডল রুরু-কৃত্তিবাস
রূপ বটে অভিরাম। ৩০
ভীষণ কোদণ্ড সশর পাণিতে
মুখে মধু মধু হাস,
ভোগীন্দ্র-বেষ্টনে হরের ললাটে
চন্দ্রকলা পরকাশ !

---

‡ব্রহ্মচারী। §হিমালয় পার্শ্বে। †কিরাতরূপী মহাদেব।

পদভরে যেন গিরি অবনত
জলদ গম্ভীরনাদ,
উৎকণ্ঠ ময়ূরী -শ্রুতিরন্ধ্রে যাতে
ঘটে ঘোর পরমাদ! ৩২

সস্মিত সে বীর কার্ম্মুকে পরশি
গজকুম্ভ, লখে ভানু,
করি §পোতোপম সসার †শরীরে
সনাথ গিরীন্দ্র সানু।

সাতঙ্ক হৃদয়ে কহে বিন্ধ্যবতী
"ধন্য এ যে রাজসুত,
গিরীন্দ্র সমান করীন্দ্র বিদারী
বটে বাহু বীর্য্যপূত। ৩৪

যাও তরলিকে, সুধাও কুমারে
ব্যাকুল অন্তর মোর,
ত্রিলোচন বরে পেল প্রভাপ্রাণ
লঙ্ঘিয়া ব্যসন ঘোর।"

শুনি প্রিয়কথা প্রভাকে ছাড়িয়া
তরলা প্রগল্‌ভ-বাণী,

---

§বালগজ। †তৃতীয়ার্থে সপ্তমী।

আশারশ্মি ধরি গজেন্দ্র গমনে
চলে বালা ধন্য মানি। ৩৬
বাসন্তী দূতিকা পিক বধূ যথা
‡কুসুমেষু পাশে যায়,
কুহু কুহু নাদে বসন্ত বিভব
উন্মাদী পঞ্চম গায়;
কিসলয় তাম্র -কর-যুগে বান্ধি
অঞ্জলি *বিভ্রম-সার
§সংহত ভ্রূলতা আকুঞ্চি কিঞ্চিৎ
†সকম্প তরলহার, ৩৮
কহে, "কি কারণে মর্ত্ত্যলোকে হেথা
দেব তব আগমন?
তব প্রভাপুঞ্জে দ্যোতিত নিখিল
হের এই হৈমবন।
একি *কলানিধি তারা-বিমানিতা
রোহিণীর অন্বেষণে,

---

‡মদন *বিলাস। §পরস্পরসংলগ্ন। †বক্ষস্থিত হার কম্পিত, কাজেই হৃদয় কম্পিত, অভিনব তরুণবীর জনের সহিত সম্ভাষণ জনিত সাধ্বস বশতঃ।

*আপনি কি চন্দ্র? সপত্নী তারাদ্বারা অপমানিতা অতএব মানভরে পলায়িতা রোহিণীর অন্বেষণ করিতে করিতে কি আকাশ হইতে এই হৈমবনে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়াছেন।

কিম্বা ‡দেবরাজ অহল্যা-কোপিত
শচী বাঞ্ছি ফির বনে? ৪০
§জটাজূটে হেরি সপত্নী জাহ্নবী
মানবতী উমা তরে,
পরি রুরু চর্ম্ম নব ব্রহ্মচারি-
রূপে ফির গিরিঘরে?
*হারাইয়া সতী যজ্ঞ অন্বেষণে
ভীম †অজগব করে,
গগণে ভ্রমণে ক্লান্ত মহেশ্বরে
ভাগ্যে হেরি ধরাধরে!! ৪২

‡অথবা আপনি কি দেবরাজ ইন্দ্র? এবং অহল্যার ব্যবহারে মান করিয়া লুক্কায়িতা শচীর অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছেন। §অথবা আপনি কি মহেশ্বর? আপনার জটায় সপত্নী জাহ্নবীকে লুকায়িত দেখিয়া মানভরে পলাইতা উমার অন্বেষণে কৃষ্ণমৃগ চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সাধনার জন্য ব্রহ্মচারিরূপে শ্বশুর হিমবানের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন? *দক্ষযজ্ঞে সতী হারাইয়া সকল আপদের মূলীভূত যজ্ঞকে বিনাশ করিবার জন্য অজগব ধনুহাতে করিয়া যজ্ঞের পাছে পাছে আকাশ ভ্রমণ করিতে ২ ক্লান্ত হইয়া স্বয়ং মহেশ্বর আমাদের ভাগ্যক্রমে এই পর্ব্বতে নিশ্চয় আরোহণ করিয়াছেন। †অজগব—মহাদেবের ধনুর নাম।

অথবা †ভাস্কর হেরি পদ্মবন
-বিমর্দ্দী মাতঙ্গ পাপ,
উপনীত রোষে ধনুর্ব্বাণ-পাণি
হেমজটী তীক্ষ্ণতাপ।
নিষাদ সম্ভাষে হইল সংশয়
বুঝি মর্ত্ত্য রাজসুত,
§আটবিকসহ বিচর যৌবনে
মহাধন্বী কীর্ত্তি-পূত। ৪৪
মর্ত্ত্য নৃপকুলে যদি বা প্রভব
সেহ পূজ্য নসংশয়,
বিনা ক্ষীরনিধি সুধাংশু প্রসূত
ভুবনে কি কভু হয়?
কোন বা মহিষী বাৎসল্য-বিধুর
করি পশিয়াছ বন,
পরি রুরুচর্ম্ম নিষাদের সনে
ভ্রম গিরি কি কারণ? ৪৬

---

†অথবা আপনি কি সূর্য্য? নিজপত্নী কমলিনী গণকে এই পাপ মাতঙ্গ বিমর্দ্দন করিতে উদ্যত দেখিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া গজ বধ করিতে আসিয়াছেন! নতুবা আপনার জটা কেন? আপনার শরীরে এত তেজ কেন? §বন্যজাতীয় বীরগণ রাজাদের একজন প্রধান সহায়। তাহাদের সৈন্যকে আটবিক বল বলে।

বিধুন্তুদ সনে ভ্রমে কি চন্দ্রমা,
পীযূষে গরলে প্রীতি ?
কি রত্ন খুজিয়া ভ্রম তুমি বনে
নাহি বুঝি তব রীতি।
ধন্য ধন্বী তুমি দূরপাতী বাণে
বধেছ দুর্জ্জয় নাগ,
ভূপেন্দ্র কন্যকা কুসুম পেলবা
রক্ষিয়াছ †বীরভাগ। ৪৮
সখীমাঝে হেলি অই শিলাতলে
আকুল কুন্তল কায়,
শশিবিম্ব মাঝে মৃণাল-কোমল
সুধা-সিত-কান্তি-প্রায়।"
এত কহি বালা হইলে নীরব
অতৃপ্ত কাননস্থলী
প্রতিধ্বনি ছলে করিল সুদীর্ঘ
সুধাকণ্ঠ নাদাবলী। ৫০
ইন্দ্রচাপ সম আলম্বি কার্ম্মুক
স্নিগ্ধ-*আমন্দ্র-নিস্বনে,

†বীরজনের প্রাপ্যাংশ। কন্যকার বিশেষণ। *ঈষদ্ গম্ভীর।

কহে ধন্বী, "শুভে, মধুমাস-দূতী
হেন তোমা মনে গণে।
কাদম্বিনী অগ্র সমীর শীতল
বাণী তব মধূদ্গার,
*উপচার-পুষ্প- শোভিত, উদার,
অমৃত-সন্দোহ-সার। ৫২

অয়ি শুচিস্মিতে নহি দেবযোনি,
মর্ত্ত্য, ভূমিতলে বাস,
ধন্বাচার্য্য বাল্যে কিরাত †ভূপতি
ভ্রমি এবে তাঁর পাশ।

বধিনু গজেন্দ্র গজপতি সম
গজেন্দ্র §কহিতে পার,
কার্ম্মুক ব্যায়ামে বধিনু এ গজ
বৃথা প্রশংসিতে নার। ৫৪

এত সুকুমার মৃণাল কোমল
তনু সর্ব্বশোভাসার,
পরশিবে ‡ব্যাল হেরিব বসিয়া
নহে রাজ ব্যবহার।"

---

*সৎকার। †'ছিলেন' ক্রিয়াপদ উহ্য। §আমাকে গজেন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পার। ‡দুষ্ট জন্তু।

পুন জিহ্বাকাটি কহে বীরবর
"নহে বনবীর নীতি"।
মুছে স্বেদবিন্দু গদগদ ভাষ
হৃদয়ে বহিল প্রীতি। ৫৬
কহে, "সুধাকণ্ঠি, সপ্তপদমূল
সখ্য সাধুজনে কয়,
সে প্রমাণ বলে কইতে পারি "সখী"
মর্য্যাদা লঙ্ঘিত নয়।
অতি সুকুমার রাজার কুমারী
মোরা বটি বনচর,
প্রীতি বনচর বুঝে চন্দ্রমুখি
নহে †কুল পরতর। ৫৮
তব বাণী-সুধা পিয়ি হইনু জড়,
বসি মোরা এই বনে,
মন্মথ মঞ্জরী সখী তব লয়ে
চরিবে অভীত মনে।"
অদূরে তখন উঠে কলরব
স্বিন্ন রোমাঞ্চিত দেহ,

†কুলের ধার ধারে না।

†বদ্ধ-মৌন যুবা বিক্লব অন্তরে
পশিল গহণ গেহ। ৬০
হেন কালে বীর আসি উপনীত
ঘন সান্তরান রায়।
ভীম ভল্লহাতে তার পাছে পাছে
রাক্ষ-বল ত্বরা ধায়।
অচল সমান ব্যাল ভিন্ন-কুম্ভ
বিদ্ধদন্ত ধরাতলে,
হেরি চমকিত সুধু নহে সৈন্য
আপনি সান্তরা বলে,— ৬২
"বজ্রে *জন্তভেদী বিদারিল গিরি
§দীর্ণগজ হেরি মানি,
‡হস্তপ্রম পুঙ্খ, *যুগায়ত বাণ,
বিন্ধিয়াছে চাপপাণি।
অহো লজ্জা বড় মোতে ন্যস্তধন
রক্ষিতে শকতি নাই,
পাইলে বিবর পশি যদি তায়
তবে কলঙ্ক এড়াই।" ৬৪

†মৌনী। *ইন্দ্র। §বিদীর্ণ; মানি—মনেলয়। ‡একহাত পরিমাণ।
*যুগের ন্যায় দার্ঘ।

আশ্বাসি সস্নেহে আকুল-†মূর্দ্ধজা
প্রভা প্রেরি ঘরে যায়,
নিন্দি রক্ষি-জনে গর্জ্জে ঘনে ঘনে
জ্বলিত অনল প্রায়।
"প্রতি রন্ধ্র মুখে রক্ষী শতজন
নৃপতি-বিশ্রম্ভ-ভূমি,
হৈমপ্রস্থে পশে ব্যাল ভয়ঙ্কর,
অহো, উদাসীন তুমি!" ৬৬
আরক্ষ সেনানী কৃতাঞ্জলিপুটে
কহে "শুন বীরবর,
আপ্তবীর রক্ষী মিলি শতজন
রোধিতে নারে কুঞ্জর।
আশীবিষ সম তীক্ষ্ণ প্রহরণ
ভ্রমিয়া বিফল করে,
যদি স্পর্শে দৈবে পাষাণ কঠিন
*বিন্দুজালে ঠেকি পড়ে। ৬৮
বেগে অনুসরি নাপারি বিন্ধিতে
জান মোর বাহুবল;

---

†আলুলায়িতকেশ; মূর্দ্ধজ=কেশ। *শরীরস্থ চর্ম্মব্রণ সমূহে।

ত্বরিত সঞ্চার §বিপ্লুত গতিতে
কৈল সে বীর্য্য বিফল।
অক্ষত শরীরে আছি বলি বীর
অভক্ত নহে যে চিত,
মানি অপযশ -কলঙ্ক লাঞ্ছিত
‡শবগর্হ্য এ জীবিত।" ৭০
অপগত রোষ কহে ঘনদাস
যাহ বীর নিজ স্থানে,
অসাধ্য সাধিল কোন বীরবর
মোরচিত্ত ইহা মানে।"
সবিমর্ষ গতহর্ষ সশস্ত্র সকলবলসঙ্ঘ
বিগ্নচিত নহে প্রীত যতবলপতিগত-রঙ্গ। ৭২
ঘনদাস পশিবাস মলিন বদনে পশে শয্যা
†সুপ্রসন্না *পিয়িধন্যা ভুলিল কি গুরুতর লজ্জা।

ইতি সন্দর্শনোনাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥

§ঈষৎ লম্ফনযুক্ত দ্রুতগতিতে। ‡মৃতশরীরের ন্যায় ঘৃণার্হ।
†উৎকৃষ্ট মদিরা। *নিন্দাচ্ছলে কবি মদকে ধন্যা বলিয়াছেন।

সপ্তম সর্গ।

পরে একদিন নিশামুখে বসি
তরলিকা গাঁথে হার,
হেরি ধীরে ধীরে কহে §বনবালা
পুছি এক ব্যবহার ;
পূজান্তে যে প্রভা চরে একাকিনা
নবঘন পানে চায়,
সজল নয়নে, যেন কেকাকণ্ঠী
ভাব বুঝা নাহি যায়। ২

কহে কহে কথা *বিস্মরি পুন
করে শূন্য ‡নেত্রপাত,
সস্মিত বদনে সলজ্জ অন্তরে
মাগে ক্ষমা জুড়িহাত।
গাঁথি মুই মালা শম্ভু পূজাতরে
গাঁথিবারে প্রান্তে ধরে,
গাঁথিতে কুসুম কদম্ব যেমনি
শিহরি শিহরি মরে। ৪

§প্রভার একজন সহচরী। *ভুলিয়া। ‡লক্ষ্য রহিত দৃষ্টি। চিন্তাদশায় এরূপ হইয়া থাকে।

মৃণাল সুবর্ণ *করম্বিত তনু
রোমাঞ্চ-তরঙ্গ ময়,
চন্দ্রিকা প্রবাহ -ধৌতস্থলী যেন
বাতেরিত ফুলচয়।
নিশাঅবসানে মুদি নেত্র কভু
হেরে সঙ্কল্প স্বপন,
জাগয়ে অমনি চমকি চমকি
ঝোরে বারি দুনয়ন। ৬
হের দিনে দিনে তনুতার ক্ষীণ
§অসিতের চন্দ্র প্রায়,
সবিষ মলয় সমীর সমান
কদুষ্ণ নিশ্বাস-বায়।
বলয় কঙ্কণ *করে শ্লথ-বন্ধ
কিছু মগ্ন দুনয়ন,
আরুক্ষ অলক কপোলালম্বী
শ্লথ কবরীবন্ধন। ৮
চন্দ্রিকাচন্দনে লিপ্তা ‡রাকা যথা
লিপ্ত †মলয়জে তনু

*মিশ্রিত §কৃষ্ণ পক্ষের। *হস্তে। ‡পূর্ণিমা রাত্রি। †চন্দন।

রহে শিলাতলে ধূসর অঙ্গে
বুঝি তাপ নহে *তনু।
সমান নয়না প্রিয় সহচরী
কুরঙ্গী †কুটিল ভূরু,
আঘ্রাণে চরণ কোকনদসম
না নিরখে চিন্তাগুরু। ১০
ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় শুকশারী মৃগে
বাঁটি দিয়া কিছু খায়,
নর্ত্তন সঙ্গীত ভূষা কাব্যকথা
কটাক্ষেও নাহি চায়।
একাকী বিরলে গাবে কোন গীত
বিষাদ গরল তান।
নিরখি আকাশ সজল নয়নে
যেন বাহিরায় প্রাণ। ১২
হের যেয়ে প্রভা উৎকণ্ঠা তাপিত
বাণবিদ্ধা মৃগী প্রায়,
পূজি পশুপতি দূরে হৈমবনে
বুঝি দৈবে প্রাণ যায়।"

*অল্প। †বক্র।

বিরলে বসিয়া তুসখী চিন্তিয়া
হেরি বিধু সমুদিত,
লয়ে প্রিয়সখী সরোবরতীরে
ধীরে ধীরে উপনীত। ১৪

সবে বদ্ধমৌন স্নিগ্ধ শিলাতলে
পাঁতে মালতীর দল,
বসে বারিতটে রাখি প্রভামাঝে
বহে মন্দ পরিমল।

চন্দ্রমা সঘনে বরষি অমৃত
স্নাপে রশ্মিজালে ধরা,
প্রফুল্ল কৈরব -সিত-কান্তি ব্যাজে
সরসী যে হাস্যভরা। ১৬

মলয় অনিল -পরশে বকুল
খসি বর্ষে ঝর ঝর,
কেতকী কিঞ্জল্কে *অবদাত কান্তি
শোভে বপু মনোহর।

†তুরঙ্গ-বদনী সমকণ্ঠী দোহে
তরলিকা বনবালা,

---

*[illegible] দ্বারা অবদাত (শ্বেত)। †কিন্নরী।

বেড়ি বাহুনালে প্রভা অরবিন্দে
পীত প্রীতিরস-*হালা, ১৮
বিম্ববিন্দু মাখা গাইল সঙ্গীত
উৎকণ্ঠা পিপাসাময়
দৈন্য-খেদ-হর্ষ -অভিমান-অশ্রু
-†প্রপাণক প্রেমাশয়।
সেই তান-বাণে ব্যাবিদ্ধ হৃদয়
সে যে অতীব বিকল,
আলী আলম্বিয়া নয়ন মুদিয়া
রহে বালা ধরাতল। ২০
রহে শিলাতলে উত্তান শয়নে,
বিসতন্তু উপাধান,
বিস-তন্তু-মালা কণ্ঠে, নাল বালা
করে, সখী কৈলদান।
মূর্দ্ধজ-কলাপ শ্লথ-বন্ধ ছায়
বিসতন্তু উপাধান,
অপাঙ্গ হইতে ঝরে অশ্রুবিন্দু
মুক্তাফল নহে মান। ২২

*মদ্য। †সে সঙ্গীত দৈন্য খেদ হর্ষ অভিমান ও কারুণ্য ভাব সমূহের সরবৎ স্বরূপ।

হেনকালে সেই উদ্যানের পাশে
গভীর কণ্ঠের নাদ
শুনি ব্রজ যত সখীজন পাশে
মানে একি পরমাদ।
"শুন তরলিকে", কহে বনবালা,
"বারিতটে কণ্ঠনাদ,
বটে কিরে সেই যাতে প্রিয়সখী
-হৃদে পারে পরমাদ ?" ২৫
চমকে তরলা দ্রুতগতি দুহে
সরোবর তটে পশি,
হেরে বটে সেই সমুদ্ধত যুবা
যেন অকলঙ্ক শশী।
বটে সেই বেশ উচাটন মন
শ্লথ-বন্ধ-অসি করে,
চন্দ্রমা সম্বোধি যেন ভ্রূভঙ্গিতে
ভাসে সঙ্কল্প *সাগরে। ২৬
কি জপিছে মনে নাহি তার পার
কামনা গ্রাসিল চিত,

*যেন ভ্রূভঙ্গিতে চন্দ্রমাকে সম্বোধন করিয়া সঙ্কল্প সমুদ্রে ভাসিতেছে। চন্দ্রমার বৃদ্ধিতে সমুদ্রের বৃদ্ধি হয়; চন্দ্রমা উদ্দীপক।

রেণুতে মলিন তনু অভিরাম
ললাট স্বেদ-নিচিত।
কহে, "বিল্ববনে তরলিকাসহ
বিল্বস্তনী ভ্রমে সদা,
এই ভূমিতল পরশি লভিব
সে ‡মুগ্ধ কনকলতা। ২৮
মন্মথ-রসাল -মঞ্জরী বিকচ
পরশিল কি পবন ?
সে-তনু-মঞ্জরী গন্ধ-§মোহ বিনা
কেন মন্থর-গমন ?
ব্রত-কার্শ্য *শোভি সে কায় সুন্দর
বিদ্ধ যেন পঞ্চবাণে,
দর ‡মুকুলিত শূন্য দৃষ্টিপাত
মুখ-†সাদ হৃদি হানে। ৩০

‡সুন্দর। §তনুরূপ মঞ্জরী, তাহার গন্ধ, তজ্জনিত মোহ। মদনের প্রস্ফুটিত সহকার মঞ্জরী কি বায়ুকে স্পর্শ করিয়াছে ; সেই তনুরূপ রসাল মঞ্জরীর গন্ধ বায়ুর মোহ না জন্মাইলে বায়ু এত ধীর গতি হইল কেন ? *ব্রত জনিত কৃশতা, তদ্দ্বারা শোভাবিশিষ্ট। ‡ঈষৎ মুদ্রিত। †মুখের অবসন্নতা।

কিম্বা অনঙ্গের পঞ্চবাণ-বিদ্ধ
রণ-বিজয়-পতাকা,
সে কি মলয়জ বাত-‡নিদানক
জ্বর-তাপ-জীর্ণ-রাকা ?
বারিদ-বিম্বিত -কিরণা §নলিনী
হেন কভু মনে লয়,
†বাসনা-সন্তাপ বিষবিন্দু জিনি
কৈল চিত্ত বিষময় ? ৩২
লালিত্য, বিষাদ চিন্তা, হর্ষ, শঙ্কা
তারুণ্য স্মিতের গণ,
মাধুর্য্য-সর্ব্বস্ব কৈল তার তনু
*প্রপাণক-রস ঘন।

---

‡মলয় পর্ব্বতজাত বাত নিদান (কারণ) যাহার এমন যে জ্বর তজ্জনিত যে তাপ তদ্দ্বারা জীর্ণ (জর্জ্জরিত) রাকা (পূর্ণিমা রাত্রি)। কবি এই শ্লোকে কৌশলে প্রভার রূপ ও গুণে নায়কের কাম-বাণ বিদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্লোক এবং ইহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে কবি নায়কের হৃদয়ে অতি বিচিত্র আবেগ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদ্বারানায়িকার চিত্তহারিণী অবস্থা অতি কৌশলে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। §অর্থাৎ অসফল কামা কারণ নলিনী কি সূর্য্যকিরণ চায়। †অতএব বাসনা রূপ বিষে তাহার চিত্ত দগ্ধ হইয়াছে ? *সরবৎ।

মুখ হেরি তার আতঙ্কী সুধাংশু
নেত্র প্রেমস্নেহ ঝরে,
তারে নিরখিতে ব্যাকুল ‡পরাণে
বিদরি বিদরি মরে। ৩৪

ক্ষণ দরশনে কল্পি, সে §নয়নে
মোতে গূঢ় প্রেমধারা ;
উর্ণনাভ সূত্রে ঝুলাইয়া শিলা
ভাবি কেন হই সারা ?

চন্দ্রমা করেতে ধরিব দুরাশা
সুধার পিপাসা বড়,
পিপাসা অনল তাপিল শরীর
ব্যাধি সবিকার *দঢ়। ৩৬

নয়নে নয়ন মিলি না রহিল
ক্ষণতরে, কারে কই ?
এক সিন্ধুনীর পিয়ি না কখন
এক বনবাসী নই।

একবৃক্ষ ফুলে নহে ‡গাঁথাহার
নহে কথা বিনিময়,

---

‡বক্তা নায়কের প্রাণে। §সে নয়নে=প্রস্তার নয়নে। মোতে=আমি নায়কে অর্থাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া।
*প্রবল; সবিকার=বিকার প্রাপ্ত। ‡নায়ক নায়িকা উভয়ের হার।

ধিক্ কামবিদ্ধ অসার হৃদয়
কভু প্রীতি-ভূমি §নয়। ৩৮
কিম্বা ক্ষণ বর্ষ -ভেদ নহে হেতু,
সুমুহূর্ত্তে দেখা পাই,
জন্ম কোটি যদি বান্ধা চিত্তযুগ
পলক ও ত ফলদায়ী।
কিন্তু তার তনু বড় যে সুন্দর
মোর তনু বটে ছার,
তার আশানলে জ্বলিয়া নিয়ত
হয়েছে অঙ্গার সার। ৪০
তার প্রেমস্নেহ কিম্বা ভালবাসা
যাহা বল তাই স্মরি,
সে নয়ননীরে পশিল মানস
ডুবি যেন প্রাণে মরি।"
শুনি রোমাঞ্চিত সখী দুহোমানে
প্রাপ্ত সঞ্জীবনরস,
ধীরেগায়—"চন্দ্র -বিরহে তাপিত
কুমুদিনী যে অবশ।" ৪২

---

§আমার ন্যায় কামবিদ্ধ হৃদয় কখনও তাদৃশ ব্যক্তির প্রীতি-লাভের যোগ্য নয়।

বামাকণ্ঠধ্বনি শুনি তটপ্রান্তে
চলিল গজেন্দ্র রায়,
এই ধরি ধরি ধরিতে না পারি
শিলাপট্ট প্রান্তে ধায়।
হেরি চমকিত কহে আহা এযে
কলামাত্র শেষ শশী,
প্রাচী-‡মূল তল্পে পার্শ্বেতে শয়ান
অসিতের পক্ষ পশি। ৪৪
তাতে, অসম্ভব *ছায়াসুত গ্রাসে
মলিন হয়েছে মুখ;
রাহু-দন্তাঘাতে গলিত অমৃত-
অশ্রু ঝরে বাহি বুক।
ধিক্ সুরগণে †অখণ্ড-মণ্ডল
চন্দ্র কি পিয়িতে হয়?
যার সুধাকণে তর্পিত-§জীবন
চকোর গগণে রয়। ৪৬
একি স্নিগ্ধ শিলা -বিরহ শয়নে
লিপ্ত-মলয়জ কায়,

---

‡পূর্ব্বদিকের মূলদেশরূপ শয্যায়। *রাহু। কৃষ্ণপক্ষে রাহুর চন্দ্রগ্রাস অসম্ভব কিন্তু এস্থলে এই অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। †পূর্ণ; কৃষ্ণ পক্ষে দেবতারা চন্দ্রের সুধা পান করায় চন্দ্র ক্ষীণ হয় §তৃপ্তিপ্রাপ্ত।

প্রিয় অন্বেষণে প্রাণ যায় ছাড়ি
প্রিয় ‡বিচ্ছেদ জ্বালায় ?
বুঝি গেছে নেত্র, শ্রুতি, স্পর্শ, ঘ্রাণ,
অগ্রেই চঞ্চলমন,
না আসিল ফিরি বাঞ্ছিত পাইয়া
প্রাণ এবে উচাটন। ৪৮
সে ত ভাগ্যবান্ নিঠুর হৃদয়
কেন হেন আচরণ,
মৃণাল কোমল সুধাংশু কিরণ
দহে জ্বালিয়া *দহন।
এ †নয়ননীর -নির্ম্মল ধারায়
তার ত উচিত হয়,
পরাণে দ্রবিয়া অশ্রুবিন্দু ছলে
অকপটে নিঝরয়। ৫০
অবশ শরীরে নেত্রে নেত্র রাখি
পিয়ে নেত্রে মুখচান্দ,
কম্পিত করেতে পরশে এ তনু
দলিত মৃণাল ছান্দ।

---

‡বিরহ, অদর্শন। *অগ্নি। †সেই নিষ্ঠুরের এই উচিৎ যে সে প্রাণে দ্রবীভূত অশ্রুবিন্দুছলে অকপটে ইহার নয়ন জলের নির্ম্মল ধারাতে ঝরিয়া পরে।

কর্ণে কহি কথা †বাগিন্দ্রিয় বরে
দিয়া *ইষ্টফল ভার,
তুলি এর বাহু মৃণাল সুন্দর
পড়ে দিব্য কণ্ঠহার। ৫২

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে করি প্রেমালাপ
ভ্রূযুগে পরশি ভুরু,
মিলি দুহোপ্রাণে চলে চন্দ্রালোকে
§বগাহি আকাশ উরু।

একি †প্রেমযোগ? উষ্ণ-নিশ্বাস
ঘোষে উত্তর অয়ন?
যাতে অনিবৃত্তি গতি চান্দ্রমসী
শ্রুতিভাষ্যে নিরূপণ। ৫৪

---

†বাকৃশক্তিকে। *অভীষ্ট ফলের বোঝা। বাকৃশক্তিকে তাহার অভীষ্টফলদান করিয়া; কিরূপে? না ইহার কাণে কথা কহিয়া। যেন নায়িকার কর্ণে কথা কহিবার জন্যই নায়কের কর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। §বগাহি=অবগাহন করিয়া; উরু=বিশাল।

†একিপ্রেমযোগ......অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য লোকে যোগ সাধন করিয়া থাকে। ইনি কি প্রেমরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য সমাধিস্থ হইয়াছেন? সমাধিবলে প্রাণ-ত্যাগ্ করিতে হইলে যোগিগণ উত্তরায়ণেই তাহা করিয়া থাকেন। এখন উত্তরায়ণ কিরূপে বুঝাযায়? না ইহার উষ্ণনিশ্বাস বায়ুদ্বারা। উত্তরায়নে বায়ু উষ্ণ হয়। শ্রুতিভাষ্যে নিরূপণ...ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি ও তাহার শাঙ্করাদিভাষ্যে এইরূপ নিরূপণ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করা আছে। চান্দ্রমসী গতি—চন্দ্র লোকাভিমুখে গমন।

এ হেন ‡নির্য্যাণ পাই যদি, অন্য
যোগে কিবা প্রয়োজন ?
পিয়ি চন্দ্রসুধা বদ্ধ বাহুনালে
করি *সুধাংশু ভ্রমণ।
‡একতীর্থপথে চলিয়াছি বলি
এঁতে সখী-দয়া ভাব,
নহিলে নির্জ্জনে §বর্ণে পরজায়া,
নহে সাধুর স্বভাব। ৫৬
এত বলি দুখে প্রায়শ্চিত্ত আশে
তপনে তাপিতে আঁখি
চলে দুঃখে মন্দ সজল নয়ন
নেত্র চন্দ্র-বিম্বে রাখি।
সগদ্গদ কণ্ঠে কুমার গজেন্দ্র
কহিল এতেক যদি,
কম্পিতা তরলা দাঁড়াইলা জুড়ি
একপদী শীঘ্রগতি। ৫৮
নিদাঘ-তাপিতা যথা নীলকণ্ঠী
শুনি নবমেঘনাদ,

‡নির্গমন অর্থাৎ মৃত্যু। *চন্দ্রলোকে। ‡গন্তব্যক্ষেত্র বা স্থান।
§পর্য্যবেক্ষণ করে। *ক্ষুদ্রপথ।

উৎকণ্ঠিতা তথা পিককণ্ঠী প্রভু
পরিহরি অবসাদ।
আকুল কুন্তলা সখীমাঝে হেলি
নিরখে সে বীরবর,
অম্বর তেয়াগি এল কি ভূতলে
সুধাকর শশধর? ৬৭

কণ্টকিত তনু কম্পিত করেতে
ক্বণে বলয় কঙ্কণ,
প্রফুল্ল মঞ্জরী চূতলতামাঝে
যেন ভ্রমর গুঞ্জন।
সে শিঞ্জনে বীর ত্যজি মোহতন্দ্রা
সম্মুখে নেহারি চায়,
তৃষ্ণা-ক্ষাম-কণ্ঠ চাতকানুকূল
এযে বারিধারা প্রায়। ৬৮

জড়ীভূত সেই সকম্প শরীরে
চলিতে না পারি আর,
একি শিলাপ্রান্তে অবশ শরীরে
বসে রাজার কুমার।
প্রৌঢ় বনবাত বহিল, বকুল
ঝরে পুষ্প অনিবার,
কদম্ব কমল কৈরব পরাগে
অন্ধকারিত অম্বর। ৬৯

কহে তরলিকা, তব পরশনে
সনাথ এ শিলাতল,

মোদের ভাগ্যেতে আকাশের চন্দ্র
খসি পৈল ধরাতল।
এতবলি লয়ে কমলব্যজনে
ব্যজয়ে বীরকুমার,
ব্যজয়ে প্রভারে বসি বনবালা
করে কণ্ঠ ধরি তার। ৬৬
নাহি ফুটে কথা নীরব সকলে
শুধু বহে সমীরণ,
মিশিয়া তাহাতে হৃদয় দোহার
কথা কহে অগণন।
হেনকালে এক আসিয়া কিঙ্করী
কহে বিন্ধ্যার শাসন,
বর্দ্ধিতা যামিনী চল লয়ে প্রভা
এবে হেম নিকেতন। ৬৮
হেন কৃপা দেব রহে চিরদিন
এতবলি কন্যাজন,
প্রভালয়ে ধীরে পশে নিজগৃহ
ছাড়ি সেই হেমবন।
সখীজন ক্ষুণ্ণমন
প্রভাসহ পশে সদ্ম,
প্রভাহীন বিমলিন
ভানু যেন ত্যজি চলে পদ্ম। ৭০

ইতি প্রীতিসন্দর্শনো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ।

ধনদাস হস্তে অর্পি হেমবনে
পূজাতরে প্রভাবতী
ভ্রমে গিরি বন হিজ্‌লীরাজপুত্র
সদা অবহিত অতি।
কৈল অনর্গল উৎকলের দ্বার
গৌড়দ্বারে পাতে থানা,
প্রবেশ নির্গম হেরে চারনেত্রে
কভু নাহি করে মানা। ২

শুনি চারমুখে এক গুহামাঝে
গৌড়চর পঞ্চজন
মিত পরিজন পঞ্চ খড়গ হাতে
কন্দরে অভীত মন,—
লঙ্ঘি দরীপথ পুন আরোহিল
শিখর কঙ্করময়,
হেরে ছদ্মবেশে করিছে মন্ত্রণা
পঞ্চ পাঠান-তনয়। ৪

অসহিষ্ণু যুবা অলক্ষিতে বেগে
পাড়ে কাটি পক্ষশির;
অনল সমান জ্বলিল রোষেতে
সিংহনাদ করে বীর।
হেনকালে হেরে তাপসের বেশে
বসি এক বৃদ্ধজন,
না করি বিচার ক্রোধে বক্ষ তার
শেলে কৈল বিদারণ। ৬
প্রজ্বলিত নেত্রে কহিল তাপস,
"তুমি মূঢ় দুর্ব্বিনীত,
ক্ষুদ্র কলি কীট জন্মিয়াছ কুলে
তোমা তুচ্ছকরি মানি,
তাপসে প্রহারি ইন্দ্রপদ হতে
চ্যুত ইন্দ্র শাস্ত্রবাণী। ৮
কৃষ্ণ-পুত্রগণ ধর্ষি মুনিজনে
প্রভাসে পাইল ক্ষয়,
যবনান্ধকারে কর নিবু নিবু
তবু গর্ব্ব অতিশয়;

দিনু শাপ তোমা তব কুলে হবে
শেষ রাজা গোবর্দ্ধন,
ঈশা মছলন্দী প্রতাপে হারাবে
হিজলীরাজ্য ক্ষুণ্ণ মন। ১০
*সুজা উপরাজ বলি পাবে খ্যাতি
পাঠান লুঠিবে ধন,
পাঠানে ধর্ষিয়া দুরন্ত মোগল
রাজ্য করিবে আপন।
ইন্দ্রপ্রস্থ মাঝে জ্বলিবে মোগল
ইন্দ্রসম হবে তাপ,
গ্রাসিবে ভারত, তোরা হতমান
সদা পাবে পরিতাপ।" ১২
সে শবরযোগী নেহারি কুমারে
বিদীর্ণ হৃদয় যথা,
প্রাণ যায় কালে কহে-শুন বার,
কহি শেষে এককথা ;—

---

* ঈশাখাঁ মছলন্দি হিজলী অধিকার করিয়া হিজলীরাজকে সুজামুঠা প্রদেশ প্রদান করেন। তদবধি হিজলী-রাজবংশ সুজামুঠার রাজা বলিয়া পরিচিত হইতেনছে।

"দস্যুপতি সম দুষ্ট নৃপদল
হবে শান্ত সমুচিত,
মেরুদ্বীপ হতে দেবপুত্র সবে
আসি হবে উপনীত ; ১৪
জ্ঞান বীর্য্যবলে অতুল তাঁহারা
শুভ্রবর্ণ দেবরূপ,
শান্তি, বিদ্যা, জ্ঞান বিতরিবে তারা
মূর্খহবে অভিরূপ ;
সে জ্ঞান বিজ্ঞানে ঝলসিবে দিশা
সবে পাবে জ্ঞান, ধন,
যাবে অত্যাচার ধূর্ত্ত দণ্ডপাবে
অন্ধ পাবে দুনয়ন।" ১৬
এত বলি গর্জ্জি দুরন্ত তাপস
উলটিয়ে দুনয়ন,
ত্যজি অশ্রুবিন্দু চাহি উর্দ্ধদেশে
কৈল প্রাণ বিসর্জ্জন !
কম্পিত হৃদয়ে হিজলী রাজপুত্র
দাঁড়ায় বিক্রম-‡দাস,

‡ হিজলী রাজ দিব্যসিংহের (হরিদাস) পুত্র। বিষ্ণুভক্ত বিক্রমদাস উত্তর কালে "বৈষ্ণবদাস" নাম ধারণ করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হন। রাজবংশের কোসিনামা 'বৈষ্ণবদাস' নামই লিখিত আছে।

সমীরণ ছলে সেই গিরি-বন
দুঃখে ত্যজিল নিশ্বাস। ১৮
হেনই সময়ে সশর-কার্ম্মুক
যুবা কৃষ্ণ দীর্ঘকায়,
দগ্ধতাল সম শুভ্রদন্তমাল
ঔৎপাতিক-ঘন প্রায়।
বিকট কর্কশ নিনাদে সম্বোধি
কহে, 'তুমি কোন্ জন ?
বাধিয়াছ শূলে শবর তাপসে
অধর্ম্মে তৎপর মন! ২০
বনবাসী মোরা পিতৃসম বাসি
স্নেহ বীর্য্য নিকেতন,
কি হেতু বধিলা তাপসে দুর্ম্মতি,
বৃথা-রাজ্য পরায়ণ।
বৃথা বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন
এই দিই প্রতিফল,
গিরিবিদারণ -ক্ষম ঘোরশরে
প্রোথি তোমা ধরাতল, ২২

অট্ট অট্ট হাসি জানু পাতি বসি
যোজে ভয়ঙ্কর শর,
গরজি কুমার কহে,-"এতগর্ব্ব!
কেরে তুই বনচর?
অধম কিরাত, রাজন্য-কুমারে
শাসিবারে তোর আশা?
কুকুর হইয়া সোম-যাগ-হবি
পানে দেখি যে পিপাসা! ২৪
মহতী দেবতা মানব রূপেতে
পূজ্য নরপতিগণ,
বিষয়ে বসিয়া তুমি পশুসম
না পূজি কর শাসন?
বধার্হ হয়েছ নাহিক সংশয়
বধিব নিতান্ত আজ,"
এতবলি শর জুড়িল ধনুকে
যেন দেবপতি-বাজ। ২৬
হাসি ভল্ল কহে, 'কিরাতাধিরাজ
পিতা মোর নৃপমণি,

একলব্য-সম কোঙর ডল্ল
হেন শর তুচ্ছ গণি।
নীচ ভীরুজনে দেবতা বলিয়া
পার দেখাইতে ভয়,
মনুষ্য, দেবতা কিম্বা হও পশু
দেও কর্ম্মে পরিচয়। ২৮
লীলায় ছেদিয়া পর্ব্বত-শিখর
ছাই ধরা শরজালে,
ধারাধর যথা বরষ-উপল
বরষে বারিদ কালে।
পশেছ সসৈন্য ঘোর গিরিবনে
কিরাত-বিষয় মাঝ,
কেহ নাহি রোধে অতিথি বলিয়া
দিলা প্রতিদান আজ্। ৩০
মোদের বান্ধব তরুলতাবন
তাহা ভাঙ্গিয়াছ কত,
পুরীষ, উচ্ছিষ্ট, নিহত মাতঙ্গে
দূষিয়াছ তুমি যত।

শিবপূজাতরে আসিয়াছ কিন্তু
ধর্ম্মে নাহি কিছু মন,
বধি কত প্রাণী শেষে যোগীজনে
কৈলা তুমি নিহনন। ৩২
উচিত শাসন করিব তোমায়
কিরাতেশ পুত্র হই,
ডল্ল কোঙর একলব্য সম
হেন শরে ভীত নই।'
এতবলি বেগে পঞ্চশত শর
একবারে বর্ষে বীর,
নির্ভীক কুমার গিরিশৃঙ্গ সম
সহে তাহা পাতিশির। ৩৩
"বহুবাণ ত্যাগে নহেত কৃতিত্ব
একশল্য সহ মোর,"
এতবলি গর্জ্জি ত্যজে মহাশূল
ব্যাদিতাস্য মহাঘোর।
বিংশ ভল্লাঘাতে ব্যর্থকরি শূল
কম্পিত ডল্ল কোঙর,

লয়ে খড়্গ বেগে ধাইল কুমার
কহে, 'হেরি ক্ষেপ শর।' ৩৬
হেনকালে দৈবে আসি পঞ্চশর
কাটে ভীম অসিবর,
কাপুরুষ বলি ভর্ৎসয়ে কুমার
'কে কর ছদ্মে সমর ?'
লজ্জিত গজেন্দ্র ডল্ল পাশে রহি
মানসে চিন্তিয়ে কয়,
প্রভা জ্যেষ্ঠ ইনি এঁর সনে মোর
সমর উচিত নয়। ৩৮
কহে উচ্চৈঃস্বরে, "শুন হে কুমার
ক্ষম-যুদ্ধ-অপরাধ,
হানিয়াছি বাণ অতি দূরহতে
হেরি মিত্র-পরমাদ।
ভূপাল-কুলেতে লভিনু জনম
চাপাচার্য্য কিরাতেশ,
ডল্ল কোঙর তাঁহার কুমার
তুল্য গুরু-উপদেশ।" ৪০

কহয়ে বিক্রম, "শুন ধৃষ্ট-চিত্ত
কিরাতেশ শিষ্যবর,
নাম গোত্র বলি নহেত বিজয়
রণে বীর্য্য যশস্কর।"
এতবলি দুই প্রোথে বাহুমূলে
বিষধর সম বাণ,
বহয়ে শোণিত কম্পিত গজেন্দ্র
শক্তিধারী মহাপ্রাণ। ৪২
ক্রোধে লয়ে অসি ধায় দ্রুতগতি
প্রতিমল্ল তথা ধায়;
দুই মহাখড়্গ আঘাতে স্ফুলিঙ্গ
-রাশি নভে শোভাপায়।
আভুগ্ন মণ্ডল গতাগত লম্ফ
বৃথাঘাত আস্কন্দন,
ক্ষ্বেড়িত বল্গিত চর্ম্ম নিকৃন্তন
ক্রমে ঘোরতর রণ। ৪৪
গজেন্দ্র-প্রবর নিজ খড়্গাঘাতে
ভাঙ্গিয়া কুমার অসি

সিংহনাদ করি ফেলে নিজ খড়্গ
মল্লযুদ্ধে বেগে পশি।
অজগর সম নিশ্বাস ফেলিয়া
শিরে ঠেকাইল শির,
মুণ্ডে মুণ্ডে ঘাত আকর্ষ বিক্ষেপ
জানুঘাত *গর্ব্বগির। ৪৬
বজ্রপাত সম চপেট আঘাত
পৃষ্ঠে মুণ্ড উরঃস্থলে,
মহামুষ্টি মুণ্ডে বিশাল উরসে
ঊর্দ্ধে উত্তোলন বলে।
ললাটে দারুণ গজকুম্ভাঘাত
পদাঘাত জানুমূলে,
কফোণি সঙ্ঘাত অতি ভয়ঙ্কর
বিদ্ধ তনু যেন শূলে। ৪৮
স্বেদবর্ম্মকায়ে মদধারাস্রাবী
যেন মহাগজদ্বয়
করেণুর তরে অধিত্যকা দেশে
নির্জ্জনে উভে যুঝয়।

* গর্ব্বগির—গর্ব্ববাক্য।

কিলকিলা নাদ শৃঙ্খলানুক্রমে
বক্ষে বক্ষে মহাঘাত,
চপেট বিক্ষেপ নিষ্ফল প্রাকণ
যেন শত বজ্রপাত। ৫০
*রক্ত গিরিধাতু রঞ্জিত-শরীর
নর্দ্দয়ে বৃষভ সম,
ক্রোধ নিরীক্ষণ আরক্ত লোচনে
যাহে সিংহ ভীতমন।
সিংহনাদ শুনি সিংহ আসি হেরি
পুচ্ছ সারি পশে বনে,
ক্রৌঞ্চপক্ষি-সম শুনিয়া চীৎকার
করী ধায় ভীতমনে। ৫২
সলজ্জ উলম্ফ হেরি দূর হতে
শার্দ্দূল চকিত মন,
কণ্ঠ গর গর শুনিয়া বরাহ
নাহি করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে দৈবে সসৈন্যে আসিল
ঘনদাস সান্তরান,

* রক্তবর্ণের গিরিধাতু দ্বারা রঞ্জিতকায় বৃষভের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হেরিয়া গজেন্দ্রে কহে বান্ধি এরে
লহ রাজ-সন্নিধান। ৫৪
ব্যূহবদ্ধ বলে বেষ্টিত সেনানী
ঘনদাস সান্তরান্
পশি তারহস্তে সডল্ল গজেন্দ্রে
বন্দীহয়ে হতমান।
সেনানী শিবিরে কারাগার মাঝে
স্থাপে বীর বন্দীদ্বয়,
সেই নিশাকালে দুই নরপতি
আসি উপনীত হয় :— ৫৬
খণ্ডবন-পতি নৃপতি গজেন্দ্র
সাগর সঙ্গম তরে,
বন্ধু হিজ্‌লীপতি তাহার নগরে
আসিয়া প্রবেশ করে।
কহে হিজ্‌লীপতি রাষ্ট্রের বারতা
তাতে খণ্ডপতি কহে,
"শ্রীখণ্ড পর্ব্বতে যতেক কিরাত
আমার নিদেশ বহে। ৫৮

ধীরাজ গজেন্দ্র আমার তনয়
তার বশ বনচর;”
কহি হিজলীপতি লয়ে খণ্ডপতি
চলে সহর্ষ অন্তর।
হিজলীপতি লয়ে উপনীত আসি
গজেন্দ্র নৃপতিবর;
ঘন সান্তরান্ পূজে দুই ভূপে
আপন শিবির ঘর। ৬৫
খণ্ডবন-পতি গজেন্দ্র নৃপতি
নাহি জানে বন্দীসুত,
প্রভাতে হেরিবে বন্দী পুত্রবরে
বিস্ময়ে জানাবে দূত। ৬৬

ইতি কুমারবিক্রমো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ॥

নবম সর্গ।
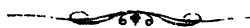
"চিন্তি প্রিয়জনে কুমার-সমরে
চিত্তযবে উচাটন
আসি ঘনদাস মোরে অকস্মাৎ
বান্ধি নিল স্বভবন।
§ছিনু কারাগারে সঙ্কল্প কাননে
দৈবে ভাঙ্গি সে স্বপন,
উদয় পর্ব্বতে মেঘাবৃত শশী
হেরিবারে কৈনু মন। ২

হেরি প্রতিকূল ক্ষুদ্র রক্ষীজনে
মধুর বচনে কই,
"আসিব প্রভাতে ক্ষম ক্ষণকাল"
সে পাষাণে দয়া কই ?
তর্জ্জিয়া কৃপাণে তুচ্ছ রক্ষিদলে
প্রিয়া সম্ভাষণ তরে,
ফিরিতে প্রভাতে পুন কারাগারে
ছুটি এ বিহঙ্গ চরে। ৪

§ অর্থাৎ বন্দী কারাগারে থাকিয়া কল্পনার বনে ভ্রমন করিতেছিল।

পশিব প্রভাতে পুন কারাগারে
বীরে কিরে প্রাণভয় ?
জীবন মরণে আছে কিবা ভেদ
তুল্য গৃহ কারালয়।
হৈমবনানিলে ছাড়িয়া নিশ্বাস
বিচরি সে প্রেমবন,
অরুণ কিরণে যাব, সত্যভঙ্গ
নহে সাধু আচরণ।” ৬
কহে বীর নমি প্রাচী দিশামুখ
“নিশানাথ সমুদিত,
বসে প্রাণপ্রিয়া ওই হেমবনে
দরশন সমুচিত।
চন্দ্রিকা-বিধৌত নিশাশেষভাগে
প্রভা-হৈম-নিকেতনে,
গৃহ-মঞ্চতলে প্রসূন-হসিত
-সুধা-ধৌত ফুল্লবনে। ৮
†দারুময়শাল লঙ্ঘি *গজবেধা
স্বেদবারি সিক্ত কায়,

†প্রাচীর। *যে পূর্ব্বে গজ বিদীর্ণ করিয়াছিল।

হেরিয়া গজেন্দ্রে কহে বান্ধি এরে
লহ রাজ-সন্নিধান। ৫৪
ব্যূহবদ্ধ বলে বেষ্টিত সেনানী
ঘনদাস সান্তরান্
পশি তারহস্তে সভল্ল গজেন্দ্রে
বন্দীহয়ে হতমান।
সেনানী শিবিরে কারাগার মাঝে
স্থাপে বীর বন্দীদ্বয়,
সেই নিশাকালে দুই নরপতি
আসি উপনীত হয় :— ৫৬
খণ্ডবন-পতি নৃপতি গজেন্দ্র
সাগর সঙ্গম তরে,
বন্ধু হিজ্‌লীপতি তাহার নগরে
আসিয়া প্রবেশ করে।
কহে হিজ্‌লীপতি রাষ্ট্রের বারতা
তাতে খণ্ডপতি কহে,
"শ্রীখণ্ড পর্ব্বতে যতেক কিরাত
আমার নিদেশ বহে। ৫৮

ধীরাজ গজেন্দ্র আমার তনয়
তার বশ বনচর;"
কহি হিজ্‌লীপতি লয়ে খণ্ডপতি
চলে সহর্ষ অন্তর।
হিজ্‌লীপতি লয়ে উপনীত আসি
গজেন্দ্র নৃপতিবর;
ঘন সান্তরান্ পূজে দুই ভূপে
আপন শিবির ঘর। ৬০
খণ্ডবন-পতি গজেন্দ্র নৃপতি
নাহি জানে বন্দীসুত,
প্রভাতে হেরিবে বন্দী পুত্রবরে
বিস্ময়ে জানাবে দূত। ৬১

ইতি কুমারবিক্রমো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ॥

বিষণ্ণ বদনে কহে, "শুন প্রভে
প্রাণাধিক শুদ্ধমতি, ৩৬
অতুল বিক্রম অসিয়াছে হেথা
পিতা তব স্নেহময়,
দীর্ঘায়ু কুমারে গজবেধী বীরে
দৈবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়।
উভে ক্লান্ততনু দারুণ প্রহারে
হেনকালে ঘনদাস,—
বান্ধি গজবেধী সে বীরকুমারে
নিয়েছিল ভূপপাশ। ৩৮
প্রহারে জর্জ্জর মোদেরে কুমার
বন্দী গজবেধী বীর,
আপনি ভূপতি উপনীত তথা
লয়ে খণ্ডপতি ধীর।"
অস্ত্র বিদ্ধদেহ অগ্রজ কুমার
শুনি প্রভা সাশ্রু-আঁখি,
দৈবে সঙ্কুক্ষিত †নৈরাশ্য দহন
অন্তরে চাপিয়া রাখি; ৪০

†বাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত মিলনের আশা না থাকা।

বিন্ধ্যা পাদে ধরি লুটয়ে ভূতলে
স্তন বাহু রেণুময়
নয়ন উদাস যেন এ জগতে
কেহ তার কিছু নয়।
চিন্তে বিন্ধ্যবতী স্নেহরস মাঝে
অপূর্ব্ব দৈন্য উদাস,
ব্যাধবিদ্ধ মৃগী সমান বেদনা
মুখে নহে পরকাশ। ৪২
আশঙ্কা অন্তরে আবরি যতনে
প্রবোধে অভয় ভাষে,
সুস্থ ভ্রাতা তব, বন্দী মুক্ত হবে,
হেন মোর চিত্তবাসে।
নাহি অমঙ্গল আসিয়াছে তব
জনক মঙ্গলালয়,
অগাধ গম্ভীর সদয় সতত
স্নেহসিক্ত সে হৃদয়। ৪৪
ইঙ্গিতে প্রবোধি চলে বিন্ধ্যবতী
স্থির করি †নিজাশয়;

†অভিপ্রায়।

চাপিয়া রাখিতে ক্ষত বক্ষমাঝে
কত নিশা হল ভোর!
স্বপ্ন সন্তাপন অনল সমান
তাতে নাহি প্রয়োজন ;—
নিশাশেষ যামে উন্মীলি নয়ন
দিবে নাকি দরশন ? ২৮
তাপ ক্ষীণ তনু স্বপনে অবশ
নিবিড় কুন্তল-পাশে
ঢাকিয়াছে মুখ -চন্দ্রকলা তাই
বিলম্ব কি পরকাশে ?
অই বাতায়ন সুবর্ণ সানুতে
ধীরে স্থাপি চন্দ্রমুখ,
হের একবার নিশ্বাস সমীর
-স্পর্শে যাক্ সব দুখ। ৩০
না কহিও কথা বিরহ মলিন
মুখ হেরি দরে বুক,
বিষাদ বচন বিষমাখা বাণ
আঘাতে পরম দুখ।

প্রেম পরিণাম তব অশ্রুবিন্দু
ঝরে যদি মোর গায়,
প্রেম পরীবাহ শীতল বারিতে
প্রাণ অবগাহ পায়। ৩২

প্রজাগর অন্তে নিদ্রার আবেশে
স্বপ্ন সমাগম বশে
আছ অসংশয় প্রাণ-প্রিয়তমে
§সাধ্বস *বেপথু রসে।

হস্তপ্রাপ্য দারু -হর্ম্ম্যতলে সুপ্ত
তথা বুঝি বিনোদিনী,
আমা চিন্তি চিন্তি অভাগ্য-পাষাণে
দৈব যার রিপু জিনি।" ৩৫

হেন কালে সেই হর্ম্ম্যে পরিক্ষীণ
দীপালোকে হেরি মুখ,
প্রকম্পিত কায়ে চলে দ্রুতগতি
ছাড়ি হর্ম্ম্য ত্যজি দুঃখ।

ধায় দ্রুতগতি ত্যজি হৈমবন।
ভানূদয়ে বিন্ধ্যবতী,

---

§প্রথম সমাগমকালীন শঙ্কা।
*কম্প; ব্যভিচারী লক্ষণ বিশেষ।

বিষণ্ণ বদনে কহে, "শুন প্রভো
প্রাণাধিক শুদ্ধমতি, ৩৬
অতুল বিক্রম অসিয়াছে হেথা
পিতা তব স্নেহময়,
দীর্ঘায়ু কুমারে গজবেধী বীরে
দৈবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়।
উভে ক্লান্ততনু দারুণ প্রহারে
হেনকালে ঘনদাস,—
বান্ধি গজবেধী সে বীরকুমারে
নিয়েছিল ভূপপাশ। ৩৮
প্রহারে জর্জ্জর মোদেরে কুমার
বন্দী গজবেধী বীর,
আপনি ভূপতি উপনীত তথা
লয়ে খণ্ডপতি ধীর।"
অস্ত্র বিদ্ধদেহ অগ্রজ কুমার
শুনি প্রভা সাশ্রু-আঁখি,
দৈবে সন্ধুক্ষিত †নৈরাশ্য দহন
অন্তরে চাপিয়া রাখি; ৪০

---

†বাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত মিলনের আশা না থাকা।

বিন্ধ্যা পাদে ধরি লুটয়ে ভূতলে
স্তন বাহু রেণুময়
নয়ন উদ্দাস যেন এ জগতে
কেহ তার কিছু নয়।
চিন্তে বিন্ধ্যবতী স্নেহরস মাঝে
অপূর্ব্ব দৈন্য উদাস,
ব্যাধবিদ্ধ মৃগী সমান বেদনা
মুখে নহে পরকাশ। ৪২
আশঙ্কা অন্তরে আবরি যতনে
প্রবোধে অভয় ভাষে,
সুস্থ ভ্রাতা তব, বন্দী মুক্ত হবে,
হেন মোর চিত্তবাসে।
নাহি অমঙ্গল আসিয়াছে তব
জনক মঙ্গলালয়,
অগাধ গম্ভীর সদয় সতত
স্নেহসিক্ত সে হৃদয়। ৪৪
ইঙ্গিতে প্রবোধি চলে বিন্ধ্যবতী
স্থির করি †নিজাশয়;

† অভিপ্রায়।

*পৌরস্ত্য পবন শিখিশিখা নাড়ি
প্রকম্পিয়া নীপস্থলী,
বিক্ষেপি চাতক †শীকরাম্বুপায়ী,
বিকিরি বলাকাবলী, ৪৬
প্রভা-কেশপাশ সহ উড়াইয়া
নীল নবঘনচয়,
দামিনী সমান স্পর্শি প্রভাতনু
গর্ব্বে-বহে অতিশয়।
ঈর্ষ্যা নবঘন, আষাঢ়-সম্ভব
-ঘন-নিভ-গিরিপর,
প্রভা সৌদামিনী নিবাইতে বৃথা
বর্ষে ধারা নিরন্তর। ৪৮
শফরী §বঞ্জুল স্নিগ্ধ-‡কণীণিক
¶উদ্‌বর্ত্তি নয়ন তার,
মেঘমালা হেরি, রহিয়াছে স্থির
অভঙ্গুর ভুরু-সার।
||ক্লিন্ন অম্বুকণে, বাত-বিধূনিত
ঝরে বারি, কেশপাশ,

*পূর্ব্বদিক হইতে প্রকাশিত। †কণা। §মনোজ্ঞ। ‡চক্ষুতারা। ¶উৎক্ষিপ্ত, ঊর্দ্ধদিকে উল্টান। ||সিক্ত।

বাতবিলম্বিত -সবর্ষবারিদ
-পংক্তি করি উপহাস। ৫০
বারিদোদ বিন্দু ‡বাহি ললাটিকা
ভ্রূসন্ধি, অপাঙ্গ জলে
মিশি, ঝরে ধারে স্তন-§গৌরী-গুরু
-কূট-কনখল-তলে।
কামনা প্রতপ্ত সে তনু বাহিয়া
ঝরে বর্ষ বরিধারা,
হরনেত্র-তাপে দ্রবি চন্দ্রকলা
ঝরি কিরে হল সারা ? ৫২
প্রভা †কেকি-বন্ধু বারিদে নিরখি
কহে, "ও দামিনীগণ,
স্নিগ্ধাঞ্জন-পুঞ্জ জলধর মালা
করিয়াছ আরোহণ ?
সব সখী মিলি লুকালুকি করি
এদিকে বা চাহ কেন ?

---

‡বাহিয়া। §হিমালয়, কূট=শিখর; কনখল=হিমালয় পাদস্থ তীর্থ যেখানে হিমালয়হইতে গঙ্গা ভূতলে পতিত হইয়াছিল। †ময়ূর। ময়ূর ও মেঘ পরস্পর বন্ধু।

মেঘনীল এই শ্রীখণ্ড শিখরে
দিবে ঝাঁপ মানি হেন ? ৫৪
নহি সৌদামিনী, এ নহে বারিদ,
সুকঠিন এ, স্থাবর,
এদেশে নামিতে কেন তোরা সবে
এত বিলোল অন্তর ?
চপলা চঞ্চল সৌহৃদ এদেশে
কেহ কভু কার নয় ;
আত্মপ্রাণ দায়ে ব্যাকুল এ দেশ
আশা-মৃগতৃষ্ণাময়। ৫৬
তোমরা চলেছ দিব্য ঘন-রথে
যাবে দেবভূমি যথা,
বিরহ *সংভিন্ন নহে ত মিলন
সেথা নাহি দুঃখকথা।"
এত বলি তুলি বাহুযুগ, সাশ্রু
আহ্বয়ে §চপলাগণ ;

*যুক্ত। তথায় বিরহ নাই। §চপলাগণকে আহ্বান করিতে লাগিল।
"একাকিনী প্রভা" শ্লোক হইতে রাগোন্মাদ দশা সূচিত, কহে "ও দামিনীগণ" হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত উক্ত দশা ব্যক্ত। "কে শুনে সে কণ্ঠ" হইতে "কেহ সোয়াস্থ্য না পায়" পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত, কদম্ব নবঘনাদি উৎকট উদ্দীপনে চরম ভূমিকা ব্যক্ত হইয়াছে।

কে শুনে সে কণ্ঠ জিত-পিকধ্বনি ?
বেগে বহে সমীরণ! ৫৮
আষাঢ়-সম্ভব -বিকচ-কদম্ব-
-রোমাঞ্চ-‡নিচিত বন,
কেকি-কণ্ঠনাদ -প্রতিধ্বনি-মিশ্র
-মন্দ্র- ঘন-গরজন।
চঞ্চল চাতক উড়য়ে গগণে
ঊর্দ্ধে বলাকার †তি,
বর্ষ-বারিবিন্দু -প্রমত্ত সারঙ্গ
চরে সাশ্রু দ্রুতগতি। ৬০
সমদুঃখ সুখ কানন দেবতা
নিশ্বাস পরশে কায়,
উদ্দীপন-বহ্নি দহিল ভূধর
কেহ সোয়াস্থ না পায়॥ ৬১

ইতি রাগাশয়ো নাম নবমঃ সর্গঃ॥

‡ব্যস্ত। †শ্রেণি। স্থিরতা।

দশম সর্গ।

হেথা বনবালা বিন্ধ্যবতী মুখে
শুনি অতি প্রিয়কথা,
গজরাজ-গতি ধায় অন্বেষিয়া
সখী তরলিকা যথা।
কণ্ঠে জড়াইয়া ধরি কহে,-'শুন
তরলিকে, সখি মোর,
গজেন্দ্র হইল প্রভাবতী বর
দুঃখনিশা হল ভোর।' ২
কহে তরলিকা হরিণ-নয়না
"কোথা পেলি সমাচার ?"
কহে বনবালা, "বিন্ধ্যবতী মোরে
করেছে বিদিত সার,
গজেন্দ্র-নৃপতি খণ্ডবনপতি
লয়ে এল মহারাজ,
প্রভাতে শুনিল, আছে বন্দী এক
বন্দিত-বীর-সমাজ ; ৪

দুই মহারাজ- আদেশে সেনানী
করে বীরে উপনীত,
হেরি গজপতি চিনে নিজপুত্রে,
হিজ্‌লীপতি ব্রীড়ান্বিত!
নানা উপচারে পূজিয়া গজেন্দ্রে
তোষিল বন্ধুর মন,
প্রভা সমর্পিবে সে বীরকুমারে,
দুই রাজা হৃষ্টমন। ৬
বলিয়াছে বিন্ধ্যা নরপতি স্থানে
সে বধিয়া মহানাগ,
রক্ষিয়াছে প্রভা শিবপ্রস্থবনে
প্রভা তার যোগ্য-ভাগ।
আজি অধিবাস চল আনি প্রভা
-এতবলি দুহে ধায়,
বনবালা পড়ে উছট খাইয়া
তরলিকা ত্বরা ধায়। ৮
ধরি প্রভাকরে কহে,-'ভাগ্যোদয়
রাজা তুষ্ট বীরপ্রতি,

তোমাকে অর্পিল গজবেধী বীরে
সদয় ওঁ পশুপতি।
ত্যজ ‡নীপোদ্যান চল ঘরে যাই
এল পিতা মহারাজ,
চল চল ত্বরা পাবে লাজ পাছে
বিলম্বে নাহিক কাজ।' ১০

বিন্ধ্যবতী সঙ্গে সকৌতুকে রঙ্গে
হেনকালে স্নিগ্ধমন,
রাজা হেমবনে পশে হৃষ্টমনে
ফুল্ল-পদ্ম-নিভানন।
স্থাবর সমান সহিষ্ণু মহান্
স্নেহে পারাবার যথা,
স্নিগ্ধ মেঘনাদ কণ্ঠের নিনাদ
মুখে স্নেহমাথা কথা। ১২

হেরি নরপতি প্রভা দ্রুতগতি
চরণে পড়িয়া রয়,
গৌরী-গুরু-পাদে §ভ্রংশন-বিষাদে
জাহ্নবী যথা লোঠয়।

‡নীপ—কদম্ব। §পতন, বিশ্লেষ। হিমালয়ের পাদদেশে যেমন জাহ্নবী বিলুণ্ঠিতা।

রাজা কহে বাণী,- স্বভাব-কল্যাণী
"বৎসে, তোমা প্রেরি দূর,
চিত্ত উৎকণ্ঠিত সতত অপ্রীত,
গণি অন্তর নিঠুর। ১৪

কমলা বিহনে অদ্ধি নাহি গণে
যদি দুঃখ সে সম্ভব,
তোমা অদর্শনে সে রাজভবনে
আছে নিরানন্দ সব।

গজেন্দ্র আশয় বুঝি স্নেহালয়
প্রবোধি জননী তব
আসি গিরিপর পাইনু ইষ্টবর
বাসনা পূরিত সব। ১৬

শুন বিন্ধ্যবতি, খণ্ডপতি যাঁর
গজেন্দ্র কুলের ক্রম,
শ্রীখণ্ড-ভূধর নৃপতি নিকর
মানে যাঁরে প্রভুসম;
তার পুত্রবর যে বধে কুঞ্জর
প্রভাবর অনুপম।

যতেক নৃপতি করিয়া যুকতি
করাইল অঙ্গীকার,
এই হৈমবনে সর্ব্ব বন্ধুসনে
সাধি বিবাহ সম্ভার। ১৮

তুমি বিন্ধ্যবতী এবে স্থিরমতি
সাধ প্রভা-মাতৃ-কৃত্য,
মঙ্গল আচার কুল ব্যবহার
কর, লয়ে আপ্তভৃত্য।"

পুনঃ কহে, "কন্যে ভূতলে কিজন্যে
উঠ উঠ বাছাধন,
কহিতে কহিতে নয়ন হইতে
ঝরে স্নেহে অশ্রুঘন, ২০

উঠি প্রভা ত্বরা ভূপ-চিত্ত-হরা
সমুৎকণ্ঠা নম্রকায়,
দাঁড়ায় স্ববশা †ত্রিণেত্রৈকরসা
গিরিপাশে উমাপ্রায়।

কৃতাঞ্জলি করে পূজি নৃপবরে
কহে বিন্ধ্যা "যে আদেশ,"!

†শিবানুরক্তা। ত্রিনেত্র=শিব। শিবানুরক্তা উমা যেমন গিরিরাজ সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হাসি হরিদাস চলে নিজ বাস
আনন্দ হৃদে অশেষ। ২২
আঁখি পলকিতে হেরি চারিভিতে
ভৃত্য লক্ষ অবহিত,
পতাকা তোরণে শৈব হৈমবনে
কৈল সব সুসজ্জিত।
রম্ভা সারি সারি কুম্ভ পূর্ণ বারি
রাজে সচূত-পল্লব,
দোলে মাল্য কত তূর্য্য অবিরত
বাজয়ে মধুর রব। ২৪
দধি †দূর্ব্বাক্ষত রম্ভামূলে তত
হরিদ্রা রঞ্জিত বাস,
অগুরু কস্তুরী পথে ছড়াছড়ি
বদনে সবার হাস।
নববস্ত্র পড়ি §কিঙ্করা *কিঙ্করী
হেথা সেথা দ্রুতধায়,
হুলু জয়ধ্বনি যতেক রমণী
করে প্রমত্তার প্রায়। ২৬

---

†অক্ষত = তণ্ডুল। §কিঙ্করা = স্ত্রীজাতীয় দাসী।
কিঙ্করী = কিঙ্করের স্ত্রী।

বন-পুত্রগণ শিব-নিকেতন
কৈল পতাকা ভূষিত;
হেরি মনে হয় চৈত্ররথালয়
বুঝি বনে সমুদিত।
সতী বিন্ধ্যবতী নারীকুল প্রতি
প্রবেপিত কণ্ঠে কহে,
"মঙ্গল বিজয় শুভ পরিচয়
কর, বিলম্ব না সহে। ২৮
মিথিলা নগর শ্যাম কলেবর
স্নিগ্ধ গজপতি-গতি,
পশিলা শ্রীরাম নয়নাভিরাম
সানন্দ মিথিলাপতি!
ধনুর্ভঙ্গ পণ কৈল সমাপন
কর মঙ্গল আরতি,
কৌসল্যানন্দন অযোধ্যাজীবন
দিব তাঁরে সীতা সতী।" ৩০
বুঝি অভিপ্রায় রোমাঞ্চিত কায়
সীতা অবিবাস গীত,

নাচে নারীগণ স্নেহাপ্লুত মন
বিন্ধ্যাবাক্যে সুবিস্মিত।
নিমেষ না যেতে গন্ধ পরশিতে
আসি উষা সমুদিত,
আজ পরিণয়! ভূধর-নিলয়
হল আনন্দপূরিত। ৩২

সুপান ভোজন সঙ্গীত নর্ত্তন
আনন্দে অতীত দিন,
নিশা অগ্রযাম হেরি পূর্ণকাম
রাজা হর্ষনীরে লীন।
সুবর্ণ-খচিত চন্দ্রাতপান্বিত
হৈম-প্রস্থাঙ্গন নব,
সামাত্য রাজন্য আসীন অগণ্য
বাজে তূর্য্য নিরন্তর। ৩৪

মণির প্রদীপ জ্বলে অগণিত,
চন্দ্রকান্ত শত শত,
*ধূপ মণ্ডল কৈল সমুজ্জ্বল
সুরবর্ত্ম অবিরত!

---

*আতসবাজী।

মৌল অনীকিনী যেন মন্দাকিনী
বেষ্টিল সে সভাতল,
সুহৃদ সামন্ত কিরাত অনন্ত,
পাছে ধন্বী মহাবল— ৩৬
ঘনদাস রায় বজ্রপাণিপ্রায়
করে নগ্ন †করবাল,
সামন্ত সবল শাসয়ে কেবল
তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেনাপাল,
বদ্ধব্যূহ বলে রক্ষে সভাতলে
তূর্য্যে রুদ্ধ কর্ণদ্বয় ;
সামরিক শঙ্খ কেবল অসংখ্য
ভূপাদেশ বিঘোষয়। ৩৮
তুমুল আরাব শুনি বুঝি ভাব
ইঙ্গিতে কুমার ধায়,
হৈমবনাঙ্গনে কিরাতেশ সনে
সংবর্দ্ধে গজেন্দ্র রায়।
আনি হৈমপীঠে স্থাপে স্থির দিঠে
গজেন্দ্র-তনয় বরে,

†উলঙ্গ অসি।

আনন্দিত মন রাজন্যেরগণ
সবে সাধুবাদ করে। ৪০
ভূপের ইঙ্গিতে কন্যকা আনিতে
আপ্তভৃত্যগণ ধায়,
স্বর্ণাসনোপরি রাজকন্যা ধরি
বরাসন পাশে যায়।
শ্রৌত-বিধি স্মরি *গৃহ্য-তন্ত্র ধরি
ভূপ কৈল কন্যাদান,
‡দর্ভের বন্ধন বজ্রলেপ সম
§শ্রৌত বচন প্রমাণ। ৪২
যাঁহার চিন্তনে স্বপ্নে জাগরণে
সদাই বিকল প্রাণ,
তাঁহার পরশ বালায়ে অবশ
স্বিন্নাঙ্গুলি, চিত †আন,
সাধি শাস্ত্রাচার শিষ্ট ব্যবহার
হেরে দোঁহে মুখচান্দ,
জড় নেত্র পাণি কিছুই না জানি
অলঙ্ঘ্য আচার বান্ধ। ৪৪

*যে শাস্ত্রে বেদোক্ত বিবাহাদি কর্ম্মের নিয়ম লিখা আছে।
‡কুশের। §বৈদিক। †ব্যাকুল।

সাধি পরিণয় অবশ হৃদয়
দম্পতী পশয় ঘরে,
সামন্ত সকল ত্যজি সভাতল
স্ববাসে অমনি চলে।
মঙ্গল আচার কুল ব্যবহার
সাধে গৃহ নারীগণ,
করি জয়ধ্বনি বীরোৎসব গণি
চলিল ভূপেন্দ্রগণ। ৪৬

তুমুল ‡বাদিত্র সিংহনাদ চিত্র
কেবা কারে কিবা কয়,
যেন মহারণে বীরালাপ ভণে
সকলি বিরাবময়।
হেনরূপে সাধি কন্যা-পরিণয়
হিজলীপতি হরিদাস,
বর-বন্ধুসহ চলে নিজদেশ
চিত্তে সতত উল্লাস। ৪৮

বীর-সঙ্ঘসহ চলি অহরহ
রাজা পশে স্বনগর,

‡বাজনা।

আনন্দে মগন পুরবাসী জন
বাজে তূর্য্য নিরন্তর।
রাণী বিভাবতী অতি হৃষ্টমতি
লয়ে বধূ দেবসেনা,
গ্রহে কন্যাবরে উমা মহেশ্বরে
যথা হৈমবতে *মেনা। ৫০
উৎসবান্তে অন্তঃপুরে বরকন্যা পশে,
নিভৃতে যতেক নারী আসি ঘেরি বসে।
সবে বলে ধন্য ধন্য শোভে বধূবর,
মিলিয়াছে যেন আজ উমামহেশ্বর। ৫২
কুমার-গৃহিণী দেবসেনা সীমন্তিনী,
হেন কালে পশে তথা গজপতি জিনি।
মুকুটে মণ্ডিত শিরঃ কণ্ঠে রত্নহার,
প্রগল্ভ বচন যুবরাণী ব্যবহার। ৫৪
দাঁড়াইয়ে বরবধূ করয়ে বন্দন;
হাসি দেবসেনা কহে এতেক বচন:—
"শুন প্রভে, রাজকন্যে, করি নিবেদন.
ইনি কেবা কোথা হতে এঁর আগমন। ৫৬

*মেনা — মেনকা।

রাণীর কথায় গেলা শিবপূজা তরে,
সঙ্গে বীর গজপতি নিয়ে এলে ঘরে।
আছিলা সরলা অতি তুমি রাজকন্যা,
গজেন্দ্র বাঁধিয়া আন এবে মানি ধন্যা। ৫৮
তুমিত তরলা শুনি ঘটক নহ মন্দ,
কেমনে বা কি ঘটাও শুনি লাগে ধন্দ
তোমার এত গুণপণা জানিনা কখন,
রাজবংশে ভাগ্যে তুমি জন্মিলা একজন।" ৬০
তরলিকা কহে "শুন, শুন বধূরাণি,
এ বিচারে আপনাকে বিচারিকা মানি।
যবে স্বয়ংবরে কুমার লভিলা তোমায়,
আমার মত ঘটক কিন্তু ছিলনা সভায়।" ৬২
এত শুনি যতনারী উঠিল হাসিয়া,
তরলারে তোষে *সেনা কণ্ঠে হার দিয়া।
হেনমতে নরনারী আনন্দে মগন,
নৃত্য, গীত, হাস্যালাপে মত্ত যত জন। ৬৪

ইতি পরিণয়োৎসবো নাম দশমঃ সর্গঃ।

---

*সেনা = দেবসেনা ; যথা সত্যভামা = ভামা = সত্যা।

একাদশ সর্গ।

সপ্ত বাসরান্তে হিজ্লী সভামাঝে
অমাত্য প্রধান কহে,
"গৌড়দেশ হতে গৌড়েন্দ্রের দূত
আদেশ অপেখি রহে।"
ভূপের নিদেশে দূতের সহিত
অমাত্য সভায় পশে,
ইঙ্গিতে কুমার হয়ে অগ্রসর
দূতে ‡সভাজিয়া বসে। ২
গৌড়দূত কথা শুনিবার তরে
সর্ব্ব ভূপ উপনীত,
সবেই উৎসাহী ভূপতি বান্ধব
চিন্তে সবে তাঁর হিত।
ভূপের আদেশে কহে বল্লসেন,—
'স্বাগত পাঠান দূত,
গৌড়পতি প্রতি জিজ্ঞাসি মঙ্গল
যিনি বলবীর্য্যপূত। ৪

‡সমাদর করিয়া।

কিহেতু হেথায় আগমন তব
সবে উৎকন্ঠিত মন.
কহ সভামাঝে নির্ভয় অন্তরে
গৌড়পতির মনন।"
শুনি দাঁড়াইয়া পূজি নৃপবরে,
নিখিল সদস্য জনে,
পাঠান সচিবে বেষ্টিত, ব্রাহ্মণ
গৌড়দূত বার্ত্তা ভণে:— ৬
"অরোগী কুশলী ধরাপতি বীর
পাৎসাহ সেকেন্দর,
কুশল সম্ভাষি জ্ঞাপিয়াছে ভূপ
খুলিয়া নিজ অন্তর।
*ক্ষুদ্র নৃপ যত ছিল গৌড়দেশে
করি অন্যোন্যে সমর,
শ্মশান করিত গৌড়ভূমি,. এবে
ফলে শস্য নিরন্তর।

---

*গৌড়দেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া দেশটী শ্মশান করিয়া ফেলিত কিন্তু মুসলমানগণ সমগ্র দেশ অধিকার করাতে তদ্রূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই।

অৰ্দ্ধচন্দ্রাচিত পতাকার তলে
প্রশান্ত হিন্দুর মন,
আছে সদানন্দে নাহি দুখঃলেশ
§ব্যপেত-সৰ্ব্ব-ব্যসন।
ক্ষুদ্রশক্তি ধরি বৃথা ক্লেশ সহা
কভু সমুচিত নয়,
রাজা-ধুরন্ধর থাকিতে পাঠান
কেবা রাজাভাব বয়? ১০

সদ্বীপা ধরণী -ভার বহে যেই
ইস্‌লামের দৃঢ়পাণি,
তাতে ন্যাসযোগ্য সকল ভুবন
রাজচক্রবৰ্ত্তী মানি।
ইস্‌লাম শাসন মানিল সম্ভ্রমে
ধরাপৃষ্ঠ অৰ্দ্ধাধিক,
স্বাধীন মর্য্যাদা গৌরব বীর্য্য
তব স্বপন অলীক। ১২

শিষ্ট অৰ্দ্ধভাগে মহাচীনপতি
বাকী কীট দস্যুদল,

§অপগত।

কনিষ্ঠ অঙ্গুলি -শক্তির প্রয়োগে
যাবে ক্ষণে রসাতল।
বৃথা গৌড়পতি রাজত্বের খেলা
খেলিতে দিবেনা আর,
লহ অসি কিংবা খিলাত উপাধি
বুঝহ চিন্তিয়া সার।" ১৪

ভূপের ইঙ্গিতে শার্দ্দূল সমান
গিহ্লোট হাজারা কয়,—
"শুন গৌড়বিপ্র সাধিলা আপন
দৌত্যকর্ম্ম ন সংশয়।
হেন গর্হ্যবাণী কহি অন্যজন
শীর্ষ্যচ্ছেদ্য গণ্য হয়;
সিংহের নিশ্বাসে বসিয়া জম্বুক
বীরালাপ বিরচয়! ১৬

অর্দ্ধাধিক ধরা বুঝি নারীরাজ্য
তব বাক্যে করি জ্ঞান,
মোরা যবনেশে দ্বিশত বৎসর
রাখিয়াছি হতমান।

বীর খিলিজি বখ্‌তিয়ার আসি
সহ সৈন্য সপ্তদশ,
কাপুরুষ খণ্ড একদিন মধ্যে
হেলায় করিল বশ! ১৮

সার্দ্ধশতদ্বয় হায়ন অতীত
কতবার দিল হানা,
পদাঘাতে দূরে দিনু তাড়াইয়া
আছে বীরবর্গে জানা।

‡আতাম্রলিপ্ত উৎকলেরদ্বার
চিরপাঠান-অর্গল,
সদম্ভে গর্জ্জিয়া আসি বারে বার
বুঝি গেছে নিজবল। ২০

মৎস্য শূরসেন কুরুক্ষেত্রবাসী
রণাগ্রণী কহে মনু,
কাপুরুষ সেথা জাত কলিকালে
বৃথা বীরকুলে *জনু।

রোধিতে নারিল পাঠান, যাহারে
রোধি সার্দ্ধশতদ্বয়,

‡তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। *জন্ম।

বিলাসী দুর্ব্বল রাজন্য জিনিয়ে
গরজন যুক্ত নয়। ২২
একটি স্ফুলিঙ্গ দহয়ে অরণ্য
অধৃষ্য অনলকণ,
মহোর্ম্মি সঙ্কুল জলধির বক্ষে
গর্ব্বীসার শৈলগণ।"
ভূপের ইঙ্গিতে বসিলা গিহ্লোট
কহে শারণ প্রধান,—
"ইস্‌লাম বিক্রম জানিয়াই মোরা
মহারণে আগুয়ান। ২৪
হৈমবত দেশে জ্বলিত রাজন্য
নিম্নে নীলধ্বজী থ্যান,
ব্যাপিয়া দ্বাদশ ক্রোশের মণ্ডল
যার রাজধানী মান।
১কবচ দুর্ম্মদ দুরন্ত আহুম
বসে তার দুই ভিত,
জয়ন্তী ত্রিপুর মঘ মণিপুর
বসে প্রাচ্যে দৃঢ়চিত। ২৬

১বর্ত্তমান কোচ।

চন্দ্রদ্বীপ সীমা ধরি তাম্রলিপ্ত
বালিসাতা কর্ণগড়,
মোরা বসি হেথা নিশ্বাসে গৌড়েতে
পারি বহাইতে ঝড়।
বীর মল্লভূমি অতুল বিক্রম
ব্যাপিল পশ্চিমদেশ;
তার পৃষ্ঠদেশে ভূমি নাগপুর
কে পরশে তার কেশ? ২৮
শার্দ্দূল মণ্ডলে আছ পরিবৃত
যেন মৃগ পুষ্টকায়,
তোমরা জিনিলা অর্দ্ধাধিক ধরা
শুনি বড় হাসি পায়।"
এত কহি গর্ব্বে হাসে অট্ট অট্ট
বীর শারণ প্রধান,
বল্ল মহাপাত্র, উল্মুক সামন্ত
জিহ্ম, হাসে একতান। ৩০
ছাড়ি স্বর্ণাসন রাজন্য সকল
সহসা দাণ্ডায় সবে,

দন্ত কটমটি নাহি কহে কিছু
হেরে জীমূতে নীরবে।
ভূপালেশ লয়ে জীমূত-বাহন
ক্ষিপ্র ধীর গৌড়দূত,
দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে শার্দ্দূল-সমাজে
কহে, "শুন বীরসুত! ৩২
বীরবার্য্য, অসি, উভয়েই আমি
সমবল করি মানি,
নীতি হস্তে ধরে যে সচিব, তারে
সুবীর বলি বাখানি।
আপনারা সবে বট বীরজন
হাসি রণে দিবে প্রাণ,
বিগ্রহে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল
তাহা চিন্তে জ্ঞানবান্। ৩৪
বসে চতুর্দ্দিকে ভূপাল-মণ্ডল
তারা লূতাতন্তু সম,
মধ্যে গৌড়েশ্বর চাহে চারিভিতে
যেন সিংহ-পরাক্রম।

আহম কবচ খ্যান মণিপুরি
মল্ল বা ত্রিপুরগণ,
আভীর মাহিষ্য আগুরী ঔৎকল
কভু নহে একমন। ৩৬

এসব রাজন্য সমর-দুর্ম্মদ
জানে ত পাঠানবীর,
তবু ঐক্যভাবে রাখিবে বিজিত
এই নীতি সদা স্থির।

হীনবীর্য্য জাতি -বাস গৌড়দেশ
সেবাতন্ত্র ভাল জানে,
শবৃত্তি সম্বল অন্যোন্য ভক্ষক
প্রজার সর্ব্বস্ব হানে। ৩৮

হেন মৃত্যুকালে পশিয়া খিলিজী
কাড়িলয় রাজ্যধন,
স্বাধীন জীবন ভুঞ্জিবার যোগ্য
নাহি তথা কোনজন॥"

কহে বল্লসেন,— "ধন্য গৌড়দূত
অগাধ গম্ভীর মতি,

যুধিষ্ঠির-দৌত্য -যোগ্য বট তুমি
তুচ্ছ এ যে গৌড়পতি। ৪০
শাস্ত্র দেশাচার ইতিবৃত্ত ন্যায়
*সহচর জ্ঞানে বীর,
শুক্রাচার্য্য কিংবা বিষ্ণুগুপ্ত সম
নীতিমার্গে সদা ধীর।
তোমার বচন মানিনু সাদরে
কোবিদ-মীমাংসা তাই,
খিলিজী-প্রভাব -প্ররূঢ় যেস্থানে
তথা বীর্য্যচিহ্ন নাই; ৪২
কিন্তু ভাগ্যক্রমে আছে বহুরাজ্য
যথা বীরপূজা সদা,
বীর-লক্ষ্মী বাস করেন সতত
যিনি সর্ব্ব শুভপ্রদা।
নহে মন্ত্রপূত ন হুত অনলে;
ক্লীব কৈলে বীরালাপ,

* দৈত্যপীড়িত ভারতবর্ষ রক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি বসিষ্ঠ চারিটী পশু অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করত বীজমন্ত্রে যজ্ঞ সমাপন করিলে সেই চারিপশু নরহইতে চারি অগ্নিকুলের উৎপত্তি হয়। উহারাই পরে রাজস্থানে অধিপতি হইয়াছিল। বর্ত্তমান রাজপুতগণ ঐ চারিবীরের বংশ সম্ভূত।

রঙ্গভূমি-গোষ্ঠী হয় অভিনয়
সাধুগর্হ্য সে প্রলাপ। ৪৪

কিন্তু এযে দেশ বীরের নিধান
অনির্ব্বাণ বীর্য্যানল,

‡মহাপদ্মপতি নাশে ক্ষত্রকুল,
হেথা প্রয়াস বিফল।

পাঠান ভূপতি নাহি গণি মোরা
শুন ধীর গৌড়দূত,

বরঞ্চ ত্যজিব সবে নিজপ্রাণ
রণাধ্বরে মন্ত্রপূত।" ৪৬

এতশুনি ভূপ কহে হরিদাস,—
"শুন দূত মোর বাণী,

স্বরাজ্য রাখিব নিজবাহুবলে
ভয় মোরা নাহি জানি।

যদি গৌড়পতি করে অভিলাষ
পরখিতে নিজবল,

আছে সমুদ্যত এ রাজ্যের বল
পাবে সন্থ প্রতিফল। ৪৮

---

‡ মহাপদ্ম নন্দ। ইনি নন্দবংশের আদি পুরুষ। ইনি সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল সংহার করেন। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণ দ্রষ্টব্য।

ঘোষিল সমর আপন ইচ্ছায়
বৃথা সখ্য ভাণ তার
প্রতিযুদ্ধ তাঁরে দিব ভালমতে
শুন দূত বাক্যসার।"
হিজলীপতি বীর হরিদাস,
কহে মন্ত্রিমাঝে সহ মন্দহাস,
"পূজ গৌড়দূত শুভবাণী পূত
সোপচার সযতন;
ক্ষুব্ধার্ণব মাঝে গিরিরাজ রাজে
হেন দৃঢ় মোর পণ।" ৫০
বলি গর্ব্বে ত্যজে সভা নিকেতন॥

ইতি বিপ্রদৌত্যোনাম একাদশঃ সর্গঃ॥

দ্বাদশ সর্গ।

দিবা-অবসানে নৃপেন্দ্র নিদেশে
পুরী-বপ্র-মঞ্চোপর,
ভয়ঙ্করী ভেরী লাগিল বাজিতে
ব্যাপিয়া অষ্টপ্রহর।
সঙ্কেত-দুন্দুভি শুনি বীরগণ
ছাড়ে সগু অন্নপান,
তীক্ষ্ণ খড়গপাণি ক্ষুভিত হৃদয়ে
পুরী-দুর্গে আগুয়ান।
নগরী-পরিখা -প্রাচীর উপরে
লক্ষ সামরিক ধ্বজ,
রণ-ঘোষ বার্ত্তা বহি বার্ত্তাহারী
আরোহিল অশ্বগজ।
সীমান্তে স্থাপিত গুল্ম অষ্টশত
আরক্ষ সৈনিক বাস,
গড়ের শৃঙ্খলে সে রাজ্য বেষ্টিত
হেরি রিপুচিতে ত্রাস।
আরক্ষ সেনানী স্থাপে গুল্মোপরি
কামান ভীষণকায়;

অসংখ্য শতঘ্নী যন্ত্র রাশি রাশি
প্রাকার তোরণে ভায়।
নগর হইতে যোজন-ব্যাপিনী
ভূমি কৈল *বিল-ময়,
§কালায়স শূল রোপে লক্ষ লক্ষ
হেরিতে উপজে ভয়। ৬

সজারু সমান -পৃষ্ঠ ভূমিতল
যেতে নারে অশ্বগজ,
বলাধ্যক্ষ সহ হেরে সাবধানে
বীর ভূপাল-আত্মজ।

দ্রুতগামী হয় -পৃষ্ঠেতে নাকারা
বাজাইয়া দূতগণ,
সাজ সাজ বলি প্রতি পল্লীমাঝে
করে রণ বিঘোষণ। ৮

সে নাদে বিক্ষুব্ধ পল্লীবাসী বীর
নাকাড়া বাজায় গ্রামী,
ছাড়ি নিজকার্য্য সুপান ভোজন
মিলে সবে দ্রুতগামী।

---

* গর্ত। § লৌহ নির্ম্মিত।

§নিযুদ্ধ-আখড়া ক্রীড়া-গীতস্থান
হট্ট বারাঙ্গনালয়,
‡পূর্ব্বরাগ-দেখা ত্যজয় নিমেষে,
†কবলন নাহি সয়। ১০

বীর কৃষীবল ছাড়ি দিয়া হল
শূলপাণি গৃহে ধায়,
কহে, বিন্ধ, হান বিকট চীৎকার
শুনি ভীরু শঙ্কা পায়।

গ্রামসেনাগণ মিলিল আসিয়া
দলইর ধ্বজতলে,
সিংহনাদ করি গ্রামীণের বল
মত্ত রণ-কোলাহলে। ১২

নিমেষের মধ্যে যেন মন্ত্রবলে
প্রতিগ্রামে মিলে বল,
শুনি রণবার্ত্তা বাহ্বাস্ফোটে গৌড়
দিতে চাহে রসাতল।

সহস্ত্রী হাজারা ভূঞা তদধীশ
শিঙ্গা শঙ্খ ফুঁকি ধায়,

§ কুস্তিখানা। ‡ নায়ক নায়িকায় প্রীতিসম্মিলন † গলাধঃকরণ।

আপন আপন পল্লীবীর ভাগ
পরখি রঙ্গে বেড়ায়। ১৪
গ্রামে গ্রামে রণ শঙ্খ নিনাদ
ভীম কিলকিলা রব,
হিজলী রাষ্ট্র হল রণক্ষেত্র
*ভারত-যুদ্ধ-বিভব।
প্রতি গ্রামসৈন্যে বাজে রণভেরী
প্রতিধ্বনি গ্রামান্তরে,
সে গ্রাম দুন্দুভি তাতে দ্বিগুণিত
ক্রমে চারিদিকে চরে। ১৬
ধ্বজ মালাবৃত হইল রাজ্য
হেরিতে বিস্ময় মনে,
দেব-সেনাপতি যেন মায়াবলে
ব্যাপিলেন রাজ্য ক্ষণে।
ভূমিপ সামন্ত ভূপাল হাজারা
দেশমুখ্য বীরগণ,
ধাবিত তুরঙ্গে অশ্বখুরাঘাতে
কম্পিত প্রান্তর-বন। ১৮

* কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায়।

দেশমুখ্যগণ স্বেদার্দ্র অঙ্গে
ললাট মুছিয়া কয়,
"সাজ সবে ত্বরা প্রতি গ্রামে গ্রামে,
বিলম্ব নাহিক সয়।
শুন রাজবাণী ‡ব্যাঘ্র-হস্তি-সিংহ
-কপাট-সিপাহিগণ;
গিরি-স্তম্ভভেদি- -প্রধান-পদাতি-
-ঢালি-সান্ত্রা-বীরজন, ২০
সামন্ত-হাজারা শতরা-গ্রামণী
বাহুবলীন্দ্র-তনয়,
ভূমিপ-ভূপাল আর যতজন
বীরকুলে পরিচয়,
সবল দুর্ব্বল জ্ঞানী বা অজ্ঞান
বীরপুত্র যত জন,
ভূপেন্দ্র বিজয়ী কহে হরিদাস
করি সবে সম্বোধন— ২২
'সাজিয়াছে গৌড়ে দুরন্ত পাঠান,
ইচ্ছা কাড়ি নিবে দেশ,

‡ব্যাঘ্র—হস্তি—সিংহ—কপাট—ভূমিপ-ভূপাল ইত্যাদি সৈন্য ও সেনাপতিগণের উপাধিনিচয়।

স্ববলে প্লাবিবে　　　　এ ঝিজ্‌লী-রাজ্য
　　পাবে সন্তাপ অশেষ।
মহাবীর্য্য বটে　　　　সেই অরিগণ
　　বারিতে হইবে বলে,
হেন *রণাধ্বরে　　　　ব্রতীহবে যেই
　　বীর মাল্য তার গলে।”　　২৫
মহা কোলাহলে　　　　বিকট নিনাদে
　　কহে শ্রোতৃ বীরগণ,
একমাল্য দেহ　　　　†দলইর শিরে
　　সবে করিনু গ্রহণ।
পুন দেশমুখ্য　　　　কহে- “শুন সবে
　　তোমা সবাকার প্রতি
কহে হরিদাস,　　　　আমার এ রাজ্যে
　　সর্ব্ববীর পৃথ্বীপতি!　　২৬
গৃহস্থ আশ্রম　　　　সুখ ভুঞ্জিবারে
　　মোতে দিলা রাজ্যভার,
ব্যসন সময়ে　　　　সব রাজপুত্র
　　বহ ভার যার যার।

---

*অধ্বর=যজ্ঞ।　†দলই—গ্রাম্যসেনাদলের অধিনায়ক।

সমতল দেশে একটী মহৌষধ
বহে সুখে গুরু ভার,
ব্যসন-বন্ধুর গিরিলঙ্ঘ্য মাঝে
সে ভার দুর্ব্বহ তার। ২৮
সাজিয়াছে গৌড় মৌলবল লহ,
লয়ে অরিমিত্র বল,
স্বরাজ্য রক্ষায় তোরা রাজপুত্র
হবে প্রধান সম্বল।”
শুনি আনন্দিত যত প্রজা বীর
ছাড়ে ঘন সিংহনাদ,
নৃত্য উল্লম্ফ অন্যোন্য গর্জ্জন
করে শূন্যে অস্ত্রপাত। ৩০
গ্রাম্য বীরগণ সিংহনাদে করে
পরস্পর ‡তলাঘাত
কেহ লোফে গদা গর্ব্বে কেহ করে
দারুণ কটাক্ষপাত।
কেহ পুষ্প আনি দেশমুখ্য-শিরে
বর্ষে হর্ষে অবিরাম,

‡ চপেটাঘাত।

পরশিতে তারে মর্দ্দে পরস্পরে
তবু নহে সিদ্ধকাম। ৩২
হেরি বীরোন্মাদ বর্ষে হর্ষ-অশ্রু
দেশমুখ্য পরধান,
ধন্য হরিদাস যাঁহার রাজ্য
হেন বীরানন্দ ধাম।
হেরি দেশপতি এতেক উৎসাহ
ছাড়িল তুরঙ্গবর,
প্রতি পল্লী হউ নগর উদ্যানে
হেরে তথা হর্ষভর। ৩৪
প্রফুল্ল শারণ দৈশিক অনীক
বাছি রাজ্য-মর্ম্মস্থানে,
বিভাগ করিয়া অশ্ব পদাতিক
স্থাপে যাঁরে যথা মানে।
মৌল-বলপতি গিহ্লোট হাজারা
স্থাপে দুর্গে একভাগ,
ভাগ সন্ধি-দেশে অর্দ্ধেক সম্মুখে
মহারণের বিভাগ। ৩৬

রাজধানী দুর্গে দৈশিকাপ্ত বল
শারণ অধিপ যার,
অস্ত্র যন্ত্র ভোজ্য ভৈষজ্য ভিষক্
জনের নাহিক পার।
হেন কালে আসে যতেক আহূত
সসৈন্য নৃপতিগণ,
সর্ব্ব দেশ হল মহারণ-ক্ষেত্র
প্রতিহারী অগণন। ৩৮

ইতি রণোদ্যমো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

পদাতিক সার্দ্ধ লক্ষ মহারণে সদা দক্ষ
অশ্বারোহী পঞ্চাশ হাজার,
শতেক কামান সঙ্গে গৌড়পতি চলে রঙ্গে
ধরা বুঝি করে ছার খার।
সবে দুর্দ্দান্ত পাঠান বলে গজেন্দ্র সমান
বাণে খড়্গে অমোঘ-সন্ধান,
লুঠি নিবে ধনজন সবাই প্রফুল্লমন
তৃণসম অরি করে জ্ঞান। ২

হাসে পাৎসা সেকেন্দর ডাকি কহে, "অনুচর,
বিনাযুদ্ধে পাব অধিকার,
যে যত লুঠিতে পার ত্রিভাগ বটে তাহার
একভাগ যাবে কোষাগার।
জিনিয়া সামান্য রণ পশ নৃপ নিকেতন
ভূপধন রাখ ভূপ লাগি,
একবর্ষ হেথা রব সর্ব্ব ভোগ করি লব,
হবে সবে নৈলে দোষভাগী। ৪

যুদ্ধান্তে ধরিবে রাজা দিব তারে নিজে সাজা
আপ্তবন্ধু না রবে ধরায়,

আবাল বনিতা বৃদ্ধ শাস শক্র সুসমৃদ্ধ
রক্তস্রোত যেন বহি যায়।
শিবিরে বেগমগণ সে রক্তে ধোবে চরণ
অলক্তকে নাহি প্রয়োজন,
উপেক্ষিয়া মোর দূত এবে হবে চিন্তাযুত
নিজ বথ্‌ত নিন্দিবে এখন!! ৬
সিন্ধুতটে গৃহযত নৃপতির মনোমত
মোর গৃহ হবে একবর্ষ,
দিয়া শিক্ষা সমুচিত করি ওড্র পরাজিত
গৌড়ে পুনঃ যাইব সহর্ষ।”
ক্রোধে গর্জ্জি গৌড়-পতি চলে অতি শীঘ্রগতি
অবারিত পথে চিন্তা নাই,
লুণ্ঠয়ে গ্রাম নগর বলী অভীত অন্তর,
দীন ধনী কারো রক্ষা নাই। ৮
রাজার সীমান্তে আসি কহে পাৎসা হাসি হাসি
“হের কাপুরুষ ব্যবহার,
আছে বিঘ্ন-বিধি নানা কিছুতে না দিল হানা
অবাধে হইনু নদী পার।

পলাইল নৌকাবল আর কি আছে সম্বল
সাগরিক রাজা নাকি হয়,
নৌবল দুর্ব্বার তার মোর নাওরা হীনাকার!”
এবে গেল সে মোর বিস্ময়! ১০

শুনি কামানের নাদ মনে বুঝি পরমাদ
মার্গ-গুল্ম সৈন্য পলাইত,
ভয়ে হয়ে হত জ্ঞান নাহি করে প্রণিধান
মোর পাদে না হল পতিত ”।

ব্যাপি দেশ নিজবলে গর্জ্জি চলে কুতূহলে
তৃণসম গণে অরিগণ,
তরি তরঙ্গিনাজল উপনীত মহাবল
গৌড়পতি হিজুলি-সদন। ১২

সদম্ভে গর্জ্জিয়া ঘন চালাইল সৈন্যগণ
অরিরাজ্যে প্রলঙ্ঘন-বেগে,
হিজলীরাজ্য পশে সৈন্য উপেক্ষি করি অগণ্য
আকাশ [illegible] মেঘে।

হেথা রাজাহরিদাস পালনের অভিলাষ
মনে মনে [illegible] না,

যে দ্বারে পাঠানে রাজ্য পশিলে হবে অবার্য্য
তাতে বৃহ করে বিশেষিয়া।
না বুঝি ভূপের নীতি, মনে পেয়ে বড় প্রীতি
সেইপথে পশে পাৎসা যবে,
§সিকতা ভূয়িষ্ঠদেশ ‡রসুলপুর মরু-বেশ
যোগ্যভূমি বটে মহাহবে।
আবরি পাঠান পথ স্থাপে সৈন্য মহারথ
ভূপেন্দ্র বিজয়ী হরিদাস,
সমক্ষে সৈকত রাখি পরিখা করিল, ঢাকি
ক্রোশদশ দৈর্ঘ্যে পরকাশ।
পৃষ্ঠভাগ সমতল যথা স্থেয় মৌলবল
গড়খাই পুনঃ পৃষ্ঠভাগে,
ক্রোশ দশ দীর্ঘ সন্ধি শতব্যাম প্রস্থবন্ধী
সৈন্যব্যূহ হেরি ভয় লাগে।
দুহো পরিখার মাঝে বিশাল জাঙ্গাল রাজে
সকামান শোভে সৈন্যবৃতি,
অগ্রে রাখি কোটীদ্বয় দশক্রোশ জুড়ি রয়
ব্যূহ দৃঢ় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।

§ বালুকা। ‡ রসুলপুর—এই স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

গড়খাই মাঝে রয় অগণিত সৈন্যচয়
পৃষ্ঠবল সম্মুখসেনার,
অকম্প গিরি সমান যাদের শকতিমান
মহাগর্ব্বে বহে অস্ত্রভার।
পার্শ্বে জামাতা তনয় সশস্ত্র মধ্যেতে রয়
নিজে ভূপ বীর হরিদাস,
দক্ষ কোটিপতি বীর গিহ্লোট হাজারা ধীর
বামে সান্তরাণ ঘনদাস। ২০
কোটিপ্রান্তে বীরবর, পার্শ্বে ডল্ল কোঙর,
বামে বল্লসেন অতিদক্ষ,
উল্মুক, কুল্লুর, যদু, জিহ্ম, সার্মন্তিক মধু
হরবাব রক্ষে দুইপক্ষ।
কটিতে ঝলসে খড়গ ধন্বা তূণী বীরবর্গ
পাছে দীর্ঘ ভল্লধারিগণ,
প্রহারিলে অশ্বসৈন্য বল্লম ফলকাগণ্য
বিন্ধে অশ্ব, হেন দৃঢ়মন। ২২
মহাভেরী বাজে সদা বীরচিত্তে সুখপ্রদা
সাঙ্কেতিক শঙ্খ বাজে কত,

রণ বার্ত্তাবহগণ পরাণ করিয়া পণ
অশ্বে দ্রুত প্রধাবনে রত।
পাঠানসৈন্য অগণ্য হেরি সবে কহে ধন্য
মনে কিন্তু ত্রাস নাহি কার,
কৈল রাজা শঙ্খনাদ গর্জ্জে সৈন্য অবিষাদ
অরিগণ মানে চমৎকার। ২৪
গর্জ্জিকহে গৌড়রাজ,— 'বিলম্বে নাহিক কাজ
বসাহ কামান ব্যূহক্রমে,
পাছে রাখ অশ্বসৈন্য অরি নাহি করি গণ্য
পদাতি স্থাপহ অবিলম্বে,
পঙ্ক্তি করি সুসংহত রাখি পঞ্চক্রোশ তত
গোলন্দাজ ছাড়ুক কামান,
কামানে উগার ঘন দীপ্ত অয়োপিণ্ডগণ
অনলে পূরিল সর্ব্বস্থান।' ২৬
গর্জ্জিল কামানগণ ধূমে রুদ্ধ দুনয়ন,
কল্পান্তদহনে জ্বলে সব,
শঙ্খের নিনাদমাত্র অরিসৈন্য ঢাকি গাত্র
দারে হৃদ [illegible] ভৈরব।

ভীষণ অনলঝড়ে ভূপসৈন্য খাতে পড়ে
ভল্লেতে প্রাচীর অগ্রে গড়ি,
দশেক যোজন ধরি অনাক প্রতীক্ষা করি
আজ্ঞা, রহে একদণ্ড ভরি। ২৮
থামিল অনলোদ্গার বিদারিয়া অন্ধকার
অশ্বারোহা পঞ্চাশহাজার
ব্যূহ বান্ধি পঞ্চক্রোশ আসে গর্জ্জি মহারোষ
স্তব্ধ,হেরি বল্লম প্রাকার।
মন্ত্রে যেন রাজবল বাণবৃষ্টি অবিরল
বর্ষি গর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়ায়,
একজনে হানে শত অশ্বহতে পড়ে কত
শূন্যপৃষ্ঠে কত অশ্ব ধায়। ৩০
সবে বর্ষে মহাশর যেন বর্ষে বারিধর
অবিদ্ধ নাহিক দেহে স্থান,
অরি বিদ্ধ পড়ে খশি বিদ্ধনেত্র কান্দে বসি
বিদ্ধবক্ষা ডাকি ছাড়ে প্রাণ।
ধীরাজ গজেন্দ্ররায় বর্ষে শর ধারাপ্রায়
একশরে বিন্ধে পাচ সাত,

রাজা বলী হরিদাস ধরিয়া মহাশরাস
বিন্ধে নর অশ্বগজ সাথ। ৩২
প্রোথয়ে ভূমিতে কত কাটে বাণে কত শত
দ্বি-সহস্র বধে নিজহাতে
একৈক সহস্র বল পাড়িলেক ভূমিতল
কুমার গজেন্দ্র বাণাঘাতে।
ক্রন্দন চীৎকার হাস সিংহনাদে সে আকাশ
পূরিল প্রলয় কোলাহলে,
সাগর-মীন-মকর রক্ষোদৈত্য ভয়ঙ্কর
ত্রাসে ডুবে মহাসিন্ধু জলে। ৩৪
দৈর্ঘ্যে দশক্রোশমান রাজব্যূহ মহাপ্রাণ
'নাশ শত্রু' বলি গর্জ্জে ঘন;
গৌড়ী অশ্বারোহিগণ মহাসঙ্কটে মগন
ছিন্নভিন্নকল্প সেইক্ষণ।
সিংহনাদ হ্রেষাধ্বনি চাৎকারাক্রন্দে অবনী
বিদারিত, কাঁপে জলস্থল,
বিক্ষোভিত চরাচর নাহি বুঝে আত্মপর
আর্ত্তনাদে পূরিত ভূতল। ৩৬

কান্দে নরনারীগণ মৃগেন্দ্র শার্দ্দূল বন
ছাড়ি, বিশ্ব পলায় অমনি.
মহাপ্রেত-পুরীদৃশ্য রোদনে পূরিল বিশ্ব
মৃতদেহে পূর্ণ রণাবনি।
হেরিয়া অভেদ্যব্যূহ পাঠান মানসে *উহ
খণ্ডিকহে, "শত্রু দক্ষভাগ,
পরশে শতেক শত তুরগী সশস্ত্র তত
উড়াইয়া সৈকত পরাগ!" ৩৮
ব্যূহবন্ধ অশ্ববল ভল্লপাণি মহাবল
অমনি প্রান্তর লঙ্ঘি ধায়
দক্ষিণ কোটির পতি হাজারা গিহ্লোট অতি
সাবধানে নিজব্যূহে চায়।
গণ্ডশৈল-শ্রেণিসম বিরূঢ় ব্যূহ' বিষম
বর্ষে অগ্নি পঞ্চাশ কামান,
পশি পাঠান প্রান্তর অর্দ্ধলোটে কলেবর
অর্দ্ধরাজ ব্যূহে আগুয়ান। ৪০
গিহ্লোট আদেশ মানি সব সৈন্য বীরমানী
শত্রু অশ্বে বিন্ধে কোটিশর,

*উহ = তর্ক, সন্দেহ।

পাৎসার তুরগী বীর না পশি ব্যূহশরীর
পড়ি দূরে ধূলায় ধূসর !!
কতকোটি সিংহনাদ গণে ধরা পরমাদ
সে বিরাবে দারে উৰ্দ্ধে লোক,
অগণ্য ধায় ধ্বজিনী ব্যূঢ় দৈত্যসৈন্য জিনি
লক্ষ লক্ষ বাজে জয়ঢাক। ৪২

ত্রস্ত যত সুরগণ সুরপতি ক্ষুব্ধমন
অতর্কিতে লয় বজ্রকরে,
বৃত্র নমুচি জম্ভ সৃষ্টিনাশ সমারম্ভ
কৈল বুঝি পুনঃ ধরাপরে।
সবজ্র বাড়ায় হস্ত ‡জম্ভভেদী যেন ত্রস্ত
সভ্রূভঙ্গে হেরে গৌড় সৈন্য,
চমকে বজ্র-নিষ্পেষ ইন্দ্রায়ুধ ঘনদেশ
পশে, ম্লেচ্ছ পশিল যে দৈন্য। ৪৪

গিহ্লোট তুরগে চড়ি ব্যূহপার্শ্বে দ্রুত চরি
গৰ্জ্জি কহে, "সবে ধন্যবীর,
পাঠান তুরগীসৈন্য ভারতে না সহে অন্য,
তৃণমানি রহিয়াছ স্থির !!"

‡ ইন্দ্র।

গজেন্দ্র বল্লিত হ্রস্ব তেজীয়ান্ চড়ি অশ্ব
ভূপাদেশে গিহ্লোট বন্দয়, —
"হেরি বিক্রম তোমার প্রশংসিয়া বারবার
§অনাময় ভূপতি পুছয়।" ৪৬
গিহ্লোট কহয়,-"বীর, রহ ভূপ পার্শ্বে স্থির
তদালম্ব মোদের জীবন,
বৃথামানি এ যবন জয়ী হবে না কখন
জীবন করেছি মোবা পণ!"
জামাতা গজেন্দ্ররায় বাষ্পায়িতনেত্রে ধায়
"ধন্য বীর সেনাপতি তুমি,
সহস্রদশেক যাঁরে পরশ করিতে নারে
নৃপতি-সামন্ত ভার-ভূমি!" ৪৮
শুনি ভূপ শঙ্খনাদ সর্ব্বব্যূহ সিংহনাদ
করি কহে,-"জয় হরিদাস।
বিজয়ী গিহ্লোট ধন্য কে তার সমান অন্য?"
শুনি গৌড়পতি পায় ত্রাস।
সাদী চল্লিশ হাজার সৈন্য সৈকতের পার
স্তূপে স্তূপে জুড়ি বহুক্রোশ,

§ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং। ক্ষত্রিয় বন্ধুকে প্রশ্ন করা কালে আপনি অনাময় ত? এরূপ বলিতে হইবে।

শয়ান, উত্তাননেত্রে ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে
চেষ্টাহীন অপগত রোষ। ৫০
বহি বেগে সমীরণ কৈল ধূম সংবরণ
প্রকাশিত হল রণস্থল,
থামিল কামানানল বাণ-প্রাপ্য দুইদল
রক্তস্রোতে ধৌত ধরাতল।
হেরি বাণপথে অরি ধীরাজ গর্জ্জন করি
কহে, "বর্ষ আছে যত শক্তি,
স্মর·সগোত্র বান্ধব নিজ প্রিয় যাহা সব
দেখাও ভূপাল প্রতি ভক্তি!" ৫২
রাজা হরিদাসরায় ব্যূহমধ্যেতে দাণ্ডায়
প্রকম্পিয়া ভীষণ কার্ম্মুক,
ক্রোশগামী মহাশর যুগায়ত ঘোরতর
দেবাসুর জীবনঘাতুক।
বর্ষে স্থির করি লক্ষ্য কঠিন পাঠানবক্ষঃ
একবাণে দারে দশ বিশ,
হস্তের চিত্র লাঘব সংহত মার্গণে সব
বিন্ধি অরি পাড়য় অনিশ। ৫৪

অদ্ভুত প্রকটে শক্তি   অরিমাঝে হেন ব্যক্তি
নাহি বাণপ্রাপ্য পথে ধায় ;
সাহস করিয়া কত   সহস্র হইল হত
পশি অগ্নি পতঙ্গের প্রায়।
বিস্ময় মানিলা সব   এক রাজা পরাভব
করে. বাণবর্ষি, সর্ব্বসৈন্য,
ক্রোধে নেত্রে বহে জল   গৌড়পতি কহে,—"বল
পাঠানের পায় এত দৈন্য !"   ৫৬
ব্যূহ বাম-কোটিপতি   শারণ অদীনমতি
মল্লগণে কহে, "নাহি সয়,
বহুদূর হতে অরি   আসয়ে গর্জ্জন করি
প্রতিঘাত অনুচিত নয়।"
এতশুনি মল্লদল   বিষ্ণুপুরি মহাবল
বাণবর্ষি চলিল গর্জ্জিয়া,
ক্ষুব্ধার্ণব ঊর্ম্মিপ্রায়   প্রচণ্ডবেগেতে ধায়
সিংহনাদে কাঁপে বীরহিয়া ;   ৫৭
না গণি শত্রুর শর   পশি পাঠান ভিতর
ধনুত্যজি, লয় যষ্টিকরে,—

একঘাতে দুই চারি প্রবীর-শির বিদারি
মহারোষে পুন শত্রু ধরে।
পিশাচ চীৎকারকরি বাধিয়া অযুত অরি
একপার্শ্বে করি মহামার,
পুন বরষিয়া শর শরসম বেগধর
পুনঃ ব্যূহে ফিরিল রাজার। ৬০
যুঝয়ে রাজার বল শৃঙ্গ, শঙ্খ, অবিরল
চারিদিকে করে মহাশব্দ,
*সবে শংসে মহামল্ল নাহি যার প্রতিমল্ল
হেরি ভয়ে গৌড়পতি স্তব্ধ।
রক্তকরে স্ববদন মুছি অরুণ বরণ
ভানুমান্ চলে অস্তাচলে,
পরিক্লান্ত দুহোসৈন্য বিশ্রাম শৃঙ্গ অগণ্য
বাজাইয়া স্বশিবিরে চলে। ৬২
সৈকত মহাপ্রান্তর যত দৃষ্টির গোচর
আগুল্ফ শোণিত স্রোতময়,
অশীতি সহস্রমান সমরে পড়ে পাঠান
মৃত অশ্ব গজ কে গণয়?

---

*প্রশংসা করে।

চল্লিশসহস্র মিত রাজন্য বীর পতিত
স্বর্গকাম, সবে বীরব্রত,
বীরাভিবাঞ্ছিতক্ষেত্র ভীরু হেরি মুদে নেত্র
বীরলোককামের সুপথ। ৬৪

চিন্তি নিজকৃত্য নৃপতি সভৃত্য
চলে নিশি-বাসস্থান,
এদিকে পাঠান হয়ে হতমান
চিন্তে স্ববিক্রম-পরিত্রাণ॥ ৬৫

ইতি প্রথমসম্প্রহারোনাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

প্রভাত হইলে নিশা রঞ্জিয়া পূরব দিশা
ভানুমান্ উদিত গগণে,
পরিধি মণ্ডল রক্ত জলে স্থলে প্রবিভক্ত
প্রতিবিম্বরূপে সেইক্ষণে।
দ্বিতীয় মণ্ডল এক প্রকাণ্ড †পিঙ্গল-রেখ
জ্বলে কেন্দ্রে রাখিয়া অরুণ,
পরিধি হইতে যার ‡কবন্ধক অনিবার
ছোটে দৃশ্য অতীব দারুণ। ২

রাক্ষস প্রমথ ভূত ধায় গগণে অযুত
শূলহস্তে রক্ত সংহনন,
মাঠর *পিঙ্গল গর্জ্জি মার্ত্তণ্ডের পথ বর্জ্জি
ঊর্দ্ধে নাচি করয়ে ভ্রমণ।
একটী কিরণ যাঁর কোটি কোটি গ্রহভার
§বহে ব্রহ্মজ্বলিত তপন,
হেরি তাঁর ভীমকান্তি দেবাসুরে নাহি শান্তি
জিহ্বা লক্ষে করিল স্তবন। ৪

---

†পিঙ্গল বর্ণের রেখাযুক্ত। ‡মস্তক বিহীন দেহ। *সূর্য্যের পারিপার্শ্বিক দেবতাগণ। §সূর্য্যের এক একটী কিরণে শত শত গ্রহ জন্মে ও ভাসিয়া বেড়ায়, তিনি সাক্ষাৎ প্রজ্বলিতব্রহ্ম। আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ (ছান্দোগ্য)

হেরি সে *মায়িক দৃশ্য গজেন্দ্র বীর অধৃষ্য
সেনাগণে কহে সম্বোধিয়া,—
"উপেখি উৎপাতগণ কর সবে স্থিরমন,
অরাতি পাঠানসৈন্য হের নিরখিয়া,
এসব উৎপাত ফলে ||হত অরি কালানলে
অরাতি পাঠানসৈন্যে হবে মহামার,
কোটি চন্দ্রহাস ধারে ঘোর রণভূমিপরে
পাঠান শোণিতে স্রোত বহিবে সাতার। ৬
বীর তাম্রলিপ্তিগণ সুহ্মী ওড্রী বঙ্গীজন
কলিঙ্গী, রাজন্যকুলে যতেক গণন,
স্মরি সবে পূর্ব্বকথা অতীত বীর্য্য-বারতা
চিন্তি, বাহুবলে কর পাঠান হনন।
হেরেছ ‡ভারতযুদ্ধ মহারণে সদালুব্ধ
তোমাদের পিতৃগণ সবে বীরব্রত,
হেরিয়াছে দ্রোণ ভীষ্ম, বীর জামদগ্ন্যশিষ্য,
তপন-তনয় কর্ণ, কুরু মহারথ। ৮

---

*সূর্য্য মণ্ডলের এ সকল বিকৃতি নাই, আদিত্যান্তর্বর্ত্তি হিরণ্য বপুঃ দেবতার উহা মায়া মাত্র। ||শত্রু দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে কর॥ ‡মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে তাম্রলিপ্তরাজ কৌরব পক্ষ আশ্রয় করিয়া ছিলেন।

পার্থ গাণ্ডীব টঙ্কার সহে কর্ণ-†যুগ যাঁর
ভয়ঙ্কর দেবদত্ত পাঞ্চজন্য-ধ্বনি,
ভীম ভারতসমরে সশস্ত্র যে জন চরে
তাঁর রক্ত বহি ভীরু না হবে কখনি।
যাঁরা বান্ধে §কৃষ্ণার্জ্জুন জানে তাঁরা শৌর্য্যগুণ
প্রলয়েও ভয় কি যে তাঁরা নাহি জানে,
বর্ম্মিত কৃপাণপাণি আপন সৌভাগ্য মানি
পশ রণে, দহ শত্রু বিশিখ সন্ধানে। ১০
নাহি কর মৃত্যুভয় দেহ দুর্ব্বলে অভয়,
ধর্ম্মরাজ বীর-সহচর,
মহাসমর-অধ্বরে যারা প্রাণাহুতি করে
বীরলোকে বসে চিরতর।

---

†দুইকাণ। §তাম্রলিপ্তরাজ তাম্রধ্বজ রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞেরঅশ্ব বান্ধিয়া রাখিয়া ছিলেন, এবং অশ্বরক্ষক তৃতীয় পাণ্ডবকে সমরে পরাজিত করেন। তাম্রধ্বজ-পিতা পরমবৈষ্ণব রাজর্ষি শিখিধ্বজ অশ্ব উন্মোচন করিলে কৃষ্ণার্জ্জুন চিরকাল তাম্রলিপ্ত বা রত্নাবতীতে বর্ত্তমান থাকিতে প্রতিশ্রুত হন। আজিও তাম্রলিপ্ত রাজপ্রাসাদের সম্মুখে জিষ্ণুহরির পাষাণমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সে যে পূজ্য, অশোচ্য, দেবতার সদালোচ্য,
*বৈখানস নহে তার কাছে,
সুবর্ণ-পবর্ণ সোপান আসূর্য্য জুড়িয়া †স্থান
তাঁর জন্যে শূন্যপথে রাজে। ১২

শত দেবকন্যা আসি বরে তারে হাসি হাসি,
বজ্রপাণি নিজে পুষ্পবর্ষে,
যত ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি নাচে তার শিরঃ স্পর্শি
ভূলোক দ্যুলোক নাচে হর্ষে।

তপোদান বেদপাঠ জানেনা, মলিন-§শাট,
তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র নাহি জানে,
সম্মুখ সমরে পড়ি যায় স্বর্গে রথে চড়ি
হেরি অন্যে শিরে কর হানে; ১৪

বসে স্বর্গে কোটীকল্প সপুত্র বান্ধব ‡তল্প,
দেবলোকে এতই পূজিত,—
তোমরা বীরের পুত্র ধর বীর কর্ম্মসূত্র
ভীরুযোদ্ধা নরক-বাঞ্ছিত।

যদি বা নাস্তিক বুদ্ধি, না হয়েছে চিত্ত-শুদ্ধি,
পরলোকে না কর বিশ্বাস,

*বানপ্রস্থ, নখলোমাদিধারী তপস্বী। †সূর্য্যমণ্ডলে গমনার্থ তাহার জন্য সুবর্ণ সোপান নির্ম্মিত আছে। §মলিন কাপড়। ‡স্ত্রী।

হের এ শোণিতহ্রদ যাতে নিমগ্ন *অগদ
পুত্র মিত্র স্নেহের আধার। ১৬
তাঁদেরে আহুতি দিয়া জীবিতেচ্ছা কি লাগিয়া
প্রাণত্যাগ বটে সমুচিত,
যদি ত্যাজ্য বটে প্রাণ, কর রণে অবস্থান
রাজ্যকীর্ত্তি এক ত নিশ্চিত।
ভীরু রণিক-†জীবিত বটে অতি বিগর্হিত
প্রাণহীন শবের সমান,
কিবা বিপ্র, বৈশ্য, শূদ্র, সবে মানে অতি ক্ষুদ্র
চাতুর্ব্বর্ণ্যে নাহি তার স্থান। ১৮
চিরাভ্যস্ত মহাহবে §সেবায় অসিদ্ধ হবে
ভারবাহী সাজিবে ‡রাসভ,
হাসিবে বীর সমাজ, চিরকাল পাবে লাজ,
ম্লানমুখে রবে দুঃখে সব।
নহ তোরা কাপুরুষ প্রকাশ নিজ পৌরুষ,
মহারণে অভীত বদনে,
নহ ত কদলীদল, শালসম, কেন বল
বিকম্পিত মলয় পবনে?" ২০

---

*অম্বুদ্‌বেগ। †জীবন। §সেবাকর্ম্মে; চাকুরীতে।
‡গর্দ্দভ।

শুনি সে বীর-বচন সবেই প্রফুল্লমন
সর্ব্বসৈন্য কৈল সিংহনাদ,
শুনি ভয়ঙ্কর ধ্বনি কাঁপে শত্রু মনে গণি
শতকোটী অশনি-সম্পাত।
সাহসে অরাতি পক্ষ বাছিয়া সৈনিক দক্ষ
সেনাস্তম্ভ সাজাইল শত,
সব স্বল্প পরিসর যেন শূলের নিকর
বজ্রসার অতীব সংহত। ২২
†বিবিক্ষু যে ব্যূহশূল হেরি সৈন্য সমাকুল
প্রতিস্তম্ভ সৃজে রাজা তত,
দশেক সামন্ত নেতা একেক স্তম্ভেতে জেতা
অরিস্তম্ভ যাতে প্রতিহত।
দুহো স্তম্ভ রণক্ষেত্রে অন্যোন্যে হেরিয়া নেত্রে
ঘন ঘন বর্ষে বাণজাল,
নিখিল সমরস্থল ব্যাপি মহাকোলাহল
যুঝে সবে সাক্ষাৎ বেতাল। ২৪
যতেক পড়য়ে সৈন্য সিংহনাদ করি ধন্য
সৈন্যান্তর পশে সেই স্থানে,

---

†প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।

কোন স্তম্ভ নাহি হারে দুহো দোহে বাণে দারে
কোন পক্ষ হারি নাহি মানে।
বহিল শোণিত-স্রোত তাতে মগ্ন বীর *পোত
মহারণে গর্জ্জে ঘন ঘন;
মহাকায় প্রেতগণ যেন নরকে মগন
দারে তীক্ষ্ণ ক্ষেড়িতে ‡গগণ। ২৬
¶পতত্রির পথ ছাড়ি -উড়ে পাখশাট মারি
গৃধ্র কঙ্ক মাংসাদ বিহঙ্গ,
ঘোর রণভূমি প্রান্ত, শ্ব §গোমায়ু অবিক্লান্ত
পশে রক্তস্রোত সতরঙ্গ।
শার্দ্দূল গোমায়ু ||শ্বান বৃক উগ্র করি স্নান
রক্তস্রোতে লোহিত শরীর,
পিয়ে রক্ত *মহাসব করয়ে বিকটরব
হেরি চিত্ত নহে কারো স্থির; ২৮
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে বাণ তবু নাহি খোজে ত্রাণ
নির্ভয়ে বিচরি মাংস খায়,
পলায়িত বীরগণ ধায় যবে ছাড়ি রণ
ফিরি মাত্র একবার চায়।

---

*শিশু। ‡চীৎকার। ¶পক্ষী। §শৃগাল।
||কুকুর। *মহামদ্য।

মহাভূত প্রেতগণ রবি না করি গণন
বিকৃত ভীষণ দেহ ধরি,
রক্তস্রোতে পাতিমুখ রাখে †ব্যাত্ত পেয়ে সুখ
পিয়ে রক্ত মহোদর ভরি। ৩০
ডাকিনী যোগিনী সংঘ নাচে পেয়ে মহারঙ্গ
মধ্যে-রণভূমি লক্ষ্যকায়
‡প্রতিভট বধে ব্যস্ত ধায় বীর শূলহস্ত
সে দিকে ফিরিয়া নাহি চায়।
হেরিয়া বিকট প্রাণী পাঠান বিস্ময় মানি
কহে একি ভীষণ সয়তান,
পাঠান-নিধন-আজি চল যাই রণ-ত্যজি
নৈলে না রহিবে কারো প্রাণ। ৩২
হেন মহামারার্দ্দিত সঙ্কুল রণ-কম্পিত
হেরিশ্রান্ত অপরাহ্নে অরি,
ডাকে পাশে রণাগ্রনী নৃপতি, "গজেন্দ্র মণি,
কুমার বিক্রম" নাম ধরি।
"শুন বৎস বীরদ্বয়, চর্চ্চ স্ববাহু নির্ভয়
হীন অংশ করহ সবল,
অষ্ট প্রধান মোর পশেছে সমর ঘোর,
লখি রন্ধ্র বধ অরিদল।" ৩৪

---

†প্রসারিত। ‡প্রতিদ্বন্দী বীর।

শুনি ভূপতিবচন গজেন্দ্র প্রফুল্ল মন
দক্ষিণ-কোটিতে চলি যায়,
ডল্লকে করিয়া সঙ্গে সাযুত সৈনিক রঙ্গে
পরথিয়া ব্যূহ রণে ধায়।
লেহি ঘন *সৃক্কদ্বয় যেন সিংহ গুহাশয়
সূচীক্রমে ব্যূহি নিজগণ,
আলম্বি চপলা-বেগ করি জীবিতাশাত্যাগ
পশে শত্রুব্যূহ অতি ঘন। ৩৬
রাখি ধনু ধরে শূল আঘাতে করে নির্ম্মূল
শত্রু উদাসীন নাহি জ্ঞান,
মারে বিন্ধে কাটে বলে ব্যূহ পূর্ণ কোলাহলে
আনখ-বর্ম্মিত মতিমান্।
শত পাঠান কোঙর পাৎসাহের বংশধর
গর্জ্জি এল সকার্ম্মুক হস্ত,
বিন্ধি এক একবাণে গজেন্দ্র বধিল প্রাণে
বিক্রমে যবন সব ত্রস্ত। ৩৮
যথা করিযূথমত্ত ভাঙ্গে মহারণ্য সত্ত্ব
গজেন্দ্র তেমনি শত্রুবল,
থাকিতে অর্দ্ধপ্রহর সহস্রবাণজর্জ্জর
ফিরে বীর আবার স্বদল।

* সৃক্কের প্রান্ত ভাগ।

হেরি বিজয়-লাঞ্ছিত কহে যুবরাজ হিত
"হের নিজব্যূহ এবে তুমি,
পাঠানের বামপক্ষ পশিব সুদৃঢ় লক্ষ্য
স-সংহত-বল রণভূমি।" ৪০

সরোষ পাঠানগণ যুবরাজ আগমন
দেখি গর্জ্জি যুঝে তার সনে,
উঠে মহা কোলাহল ভীষণ সে রণস্থল
জ্বলে অগ্নি অস্ত্র-সংঘর্ষণে।

হেরিয়া সঙ্কুল যুদ্ধ গৌড়পতি সুপ্রবুদ্ধ
কহে-"বেষ্টি বধ এইক্ষণ,
বীরপুত্র পঞ্চশত গজেন্দ্র করেছে হত
প্রতিশোধ লহ বীরগণ।" ৪২

শুনি গৌড়পতি বাণী অসংখ্য বীর সেনানী
সসৈন্য ঘেরিল যুবরাজে,
সামন্ত প্রধান যত সবেই সমরে মত্ত
কেহ না লখিল বীরমাঝে।

বিংশতি সহস্রবীর রক্ষে পৃষ্ঠ রণে ধীর
ব্যূহ মধ্যে রাজে ভূমি-পতি,
হেরি সন্ধ্যা সমাগম গজেন্দ্র বিষণ্ণ মন
কহে ভূপে করিয়া প্রণতি,— ৪৪

"যুবরাজ মহারণে পশিলা আপন মনে
মোরে রাখি তব আজ্ঞাদাস,
পাঠান বেষ্টিল তারে বীর বাহিরিতে নারে
মাগি আজ্ঞা যাই তাঁরপাশ।"
রাজাকহে,-"নিজ ভার বহে বীর-ব্যবহার
পূর্ব্বাপর হেরিনু এমন,
স্বভার বহিতে নারে উদ্ধারিবে কে তাঁহারে
সত্য এই কহিনু বচন। ৪৬
বসুন্ধরা বীর-ভোগ্যা নহে কভু ক্লীব-যোগ্যা
জানে বীর তনয় আমার,
হয় পাবে বীরশয্যা তাতে কি আছে হে লজ্জা
সাধ যে যে কার্য্য আপনার।"
হেন কালে অরি সৈন্য বিমর্দ্দিল অতি ধন্য
তাম্র লপ্তী §ধৃতারি কুমার,
ধিতাই যাহারে কয় গর্জ্জি বিপক্ষ মথয়
তাম্রলিপ্তী গর্জ্জে বার বার। ৪৮
বলী ভীম ভীমসম অবারিত পরাক্রম
খড়্গ চর্ম্মে করে মহামার;
হেরি অগ্রে গৌড়পতি বেগে ধায় মহামতি
সব শত্রু মানে চমৎকার।
বাজে উভে দ্বন্দ্বযুদ্ধ উভে যুঝে অতিক্রুদ্ধ
করে খড়্গে বিচিত্র সমর,

§ ধৃতারি বা ধিতাই তাম্রলিপ্ত রাজকুমারের নাম।

কহে বীর সেকেন্দর,— "যুঝ, না ত্যজ সমর,
যথাবিধি প্রেরি যমঘর।" ৫০

হেরিয়া *বল্গনতার ধৃতারি কৈল প্রহার
বর্ম্মকাটি কৈল খণ্ড খণ্ড,
প্রকম্পিত গৌড়পতি, পাঠান চিন্তিত অতি,
ভয়ে তার সৈন্য লণ্ড ভণ্ড।

পবাজি পাঠানগণে ধৃতারি প্রফুল্ল মনে,
†স্বকুমার-ফিরিল স্বদলে,
ভূপতি সানন্দ মনে অতি ভীম গরজনে
সংবর্দ্ধিয়া ধন্য ধন্য বলে। ৫১

বর্দ্ধমান হল নিশা কেহ ত না জানে দিশা
বিসঙ্কুল চলিল সমর,
উভয় অনীক যুঝে ক্ষুধা ক্লম নাহি বুঝে
দুইপক্ষ অভীত অন্তর।

রণভূমি §দীপময় অশ্রান্ত সবে যুঝয়
শুধু লম্ফ দ্রাবণ ধাবন,
বেধ নাট্ট হাস্য, বাদ, চীৎকার, সিংহনিনাদ,
দারে কর্ণ আস্ফোট ক্রন্দন। ৫২

পড়িল অসংখ্য নর সবে বীরব্রতপর
মহামারে নিশাঅবসান,
আজানু রক্তকর্দ্দম হেরি ভয় পায় যম
দৃষ্টি মাত্রে ছাড়ে ভীরুপ্রাণ।

*উল্লম্ফন। †হিজলীরাজপুত্র। §রজনীতে দীপালোকে যুদ্ধ হইতেছে।

নিশাশেষে কোলাহল শত্রুব্যূহে অবিরল
সবে রোমাঞ্চিত কলেবর,
ক্রমশঃ বাড়িল শব্দ যাতে সর্ব্ব সৈন্য স্তব্ধ
‡দিব্যসিংহ বিস্মিত অন্তর। ৫৬
হেন কালে আসি দূত কহে, 'অরি দ্বি-অযুত
আহুতি করিয়া অস্ত্রানলে,
বিদ্রাবি পাঠান সৈন্য বীর ভাগে অতিধন্য
গিহেলোট পড়িল রণস্থলে।
আগুল্ফ শোণিত জলে দাঁড়ায়ে সেনানীদলে
ভল্লযষ্টি আলম্বি ভূপাল,
ভ্রূকুটি রচিয়া মুখে সাশ্রনেত্রে কহে দুঃখে
স্মরিয়া গিহ্লোট বীরপাল, ৫৮
"পাঠান সৈন্য অপার যেন ক্ষুব্ধ পারাপার
এখনো যে করিছে গর্জ্জন,
তবাধীন বীরবর্গে ¶বাসনে রাখিয়া স্বর্গে
যোগ্য তব নহেত গমন।
জানত এ বীরসংঘ করিবে যে ব্যূহভঙ্গ
তোমাবিনা না রবে সমরে,
হের অই গজসৈন্য প্রকাশিছে অতিদৈন্য
†তুরগী অবশ নাহি চরে। ৬০

---

‡বিপদে। ¶অশ্ব সৈন্য। †রাজা হরিদাস।

ছিলে বীর মহাবল সর্ব্ব সেনার সম্বল
হায় তুমি গিহ্লোট অতুল,
তোমার বিহনে প্রাণ এবে করিবে প্রয়াণ
পশি অরি-সমর-সঙ্কুল।”
বিষণ্ণ ১বণিক সংঘ করিয়া উৎসাহ ভঙ্গ
মৃত হয় হস্তী বীরোপব
বসে সবে ক্ষুণ্ণমন করে অশ্রু বিসর্জ্জন
রক্তস্রোতে সুষিক্ত অম্বর। ৬৩
হেথা ঘনদাশ বর বলে দেবেন্দ্র-সোষর
কুমার সহিত চরি হয়,
বিংশতি সহস্র বলে বেষ্টিত সমরস্থলে
ব্যূহি সৈন্য সতত চর্চ্চয়,
প্রভগ্ন আপন বল সংস্থাপিয়া যথাস্থল
পাঠানে করিয়া মহামার,
বাজায়ে বিজয় শঙ্খ আগুসরি নিরাতঙ্ক
হেরি দশা মানি চমৎকার, ৬৪
কহে ঘনদাস বীর, “মরণ করিয়া স্থির
মোরা সবে পশিনু সমর,

১সৈন্য।

শ্লাঘ্য সমরে মরণ চিন্ত ভূপ অকারণ
মরণে কি আছে ভয়ঙ্কর ?
মোদেরে পশ্চাতে ফেলি স্থরলোকে করে কেলি
সেনাপতি গিহ্লোট প্রবীর,
পড়েছে অসংখ্য সৈন্য, তাঁর লাগি কেন দৈন্য
রণ-ভোগ্য বীরের শরীর। ৬৬
হের বিপক্ষ ‡ধ্বজিনী গিহ্লোট-হাজারা জিনি
আনন্দে করিছে সিংহনাদ,
উড়িছে পতাকারণ্য বল্গে তুরগী অগণ্য
গজঘটা বৃংহে অবিষাদ।
কৃপাণ ভল্ল বিমল ভানুকরে ঝলমল
করে সৈন্যে ভয়ের সঞ্চার,
উঠ উঠ মহারাজ, বিলম্বে নাহিক কাজ,
তর অরিসৈন্য-পারাপার।।
কিংবা বসি রহ তুমি একাকী সমরভূমি
স্ববশে আনিতে পারি আজ,
গজেন্দ্র বসহ হেথা কুমার না যাহ সেথা,
*ঘৃণী বা শিশুর নহে কাজ।

‡সেনাদল। *দয়ালু।

ক্ষুদ্র সৈনিক নিকর লয়ে ভূপ পশ ঘর
শোক ক্ষেত্র নহে রণভূমি,
যতেক কুমার জন করি বালকে গনন,
রক্ষিয়া বসহ গৃহে তুমি।" ৭০
শুনি বাণী নৃপবর ত্যজি শোক ধনুর্ধর
সিংহনাদ করে হরিদাস,
ঘনদাস ধরি খড়গ লয়ে চলে বীরবর্গ
পাঠানে পাঠাতে যমবাস।
চালাইল ঘনদাস বীরবর্গ অরিত্রাস
কহে ডাকি,-"রে পাঠানগণ,
দিলাম অভয় সবে না বধিব মহাহবে
দুর্ব্বল ভীরুক সৈন্য জন। ৭২
রণে বধিয়া কি ফল নিঃসত্ব পশুর দল
বৃথা বীর কলঙ্ক ঘোষণা,
আসুক না গৌড়পতি মহা সেনানী সংহতি
এখনি পরখি বীরপণা।"
শুনি ক্রুদ্ধ গৌড়পতি খড়গপাণি দ্রুতগতি
আসিয়া পশিল মহারণ,

বাধিল সঙ্কুল যুদ্ধ সমীরণ হল রুদ্ধ
ভূমে পড়ে যোদ্ধা অগণন। ৮৪
মৃত গজ অশ্ব নর পূর্ণ সকল প্রান্তর
তবু গর্জ্জি যুঝয়ে পাঠান,
সবলে প্রতিপ্রহার হরিদাস অনিবার
করি অরি করে খান খান।
সার্দ্ধ প্রহরের কালে দ্বিখণ্ড করিয়া চলে
ব্যূহ ভাঙ্গি বীর হরিদাস,
দুর্ব্বার সে প্রভঞ্জন গৌড়েশ চকিত মন
সর্ব্ব সৈন্যে পশিল তরাস। ৬৭
অতর্কিতে হিজ্‌লী-সৈন্য সবে প্রতাপে বরেণ্য
মহাবেগে ভাঙ্গে মধ্যভাগ,
কম্পিত পাঠানগণ ভঙ্গ দিয়া সেইক্ষণ
ত্যজে দ্রুত রণ-ভূমিভাগ।
প্রাণভয়ে গৌড়পতি ত্যজি রণ ত্বরা-গতি
অবশিষ্ট সৈন্য লয়ে ধায়,
হেনকালে নৌকাবল আশি রোধে নদীজল
গৌড়েন্দ্র ফাঁফর হয়ে চায়!! ৭৮

হেরি শত্রু পলায়িত হিজলী সৈন্য বড় প্রীত
গর্জ্জিয়া বিদারি পাছে ধায়,
*ত্র্যযুত পাঠান প্রায় পিছে ফিরি নাহি চায়
জানি মৃত্যু করে হায় হায়।
পলাইয়া গৌড়পতি ব্যাহিয়া সেনা সম্প্রতি
সন্ধি-ধ্বজ তুলিল আকাশে,
থামিল হিজলী সৈন্য পতাকা করিয়া গণ্য
সকটাক্ষে পরস্পর হাসে। ৮৩
গৌড়েন্দ্রের দূত আসি কৃতাঞ্জলি কহে হাসি
"ধন্য বীরচূড়া হরিদাস,
প্রশংসে গৌড়েন্দ্র বীর পাঠান সমক্ষে স্থির
দিনত্রয় পরিহরি ত্রাস।
না হেরি এ হেন অন্য, ভূপ হরিদাস ধন্য,
মাগি এবে রণ পরিহার ;
মোরা বন্ধু পরস্পর আর না হোক্ সমর
যার রাজা তার অধিকার। ৮৪
সঙ্গে আছে যত ধন অর্পিনু যে সন্ধিপণ
বন্ধুভাবে দেশে চলে যাই,

*ত্রি + অযুত = ত্রিশ হাজার।

ত্র্যযুত পাঠান সঙ্গে দ্রুত চলি যায় বঙ্গে
কিংবা প্রাণ দিব ত সবাই।”
শুনি গৌড়দূত কথা ত্যজিয়া চিত্তের ব্যথা
স্তম্ভি সৈন্য ধন্য হরিদাস,
কহে,—“দিলাম অভয় লয়ে নিজসৈন্যচয়
যাহ দেশে ত্যজিয়া তরাস।” ৮৪
সৈনিক হিজ্‌লীবাসী উছলি স্তম্ভিল হাসি,
না লঙ্ঘিল ভূপের বচন,
যেন মহাসিন্ধুজল বেগে করে কল কল
তটভূমি করেনা লঙ্ঘন।
দিয়া ভূপে সব ধন লইয়া পাঠান গণ
মৃতপ্রায় চলে পাৎসা ফিরি,
ত্রিভাগ সহিত লক্ষ রণে হত মহাদক্ষ
পাঠান স্মরিয়া ধারি ধারি। ৮৬
হিজ্‌লী বীরগণ বহি বহুধন
হর্ষে পশে পটবাস,
করি আলিঙ্গন সব বীরজন
পূজে বীর হরিদাস।

ইতি সমরবিজয়োনাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

পঞ্চদশ সর্গ।

ভূপ হরিদাস জিনি মহারণ
গ্রহি অরি ধনরাশি,
বাঁটি বাঁটি দিয়া বন্ধু সৈন্যজনে
হিজলী চলিলা হাসি।
হিজ্‌লী-বল সহ উৎকলের সেনা
উড়ায়ে বিজয়ধ্বজ,
রণতূর্য্য ঘোর বাজাইয়া দ্রুত
চালাইলা অশ্বগজ। ২

জয় জয় নাদে কাঁপাইয়া ধরা
পশে নৃপ রাজধানী,
আনন্দে মগন যত নাগরিক
দিবা নিশা নাহি জানি।
হিজ্‌লী বীরগণ আনন্দে চলিলা
সবে নিজ নিকেতন.
উড়ে পত পত বিজয়-পতাকা
ঘোষে তূর্য্য অনুক্ষণ। ৪

সুপান ভোজনে হাস্য পরিহাসে
বিহ্বল নগরবাসী,
অসংখ্য কামান গরজি গম্ভীর
উগারে অনলরাশি।
নগরোপকণ্ঠে রণনৌকাপরে
শতঘ্নী গরজে কত,
মত্ত নারীগণ বীর বৃন্দোপরে
বর্ষে পুষ্প অবিরত। ৬
নৃপতি, কুমার, সডল্ল গজেন্দ্র
পশে রাজনিকেতন,
জয় হুলুধ্বনি মঙ্গল আরতি
করে সীমন্তিনীগণ।
হেনকালে সাজিএল রাণী বিভাবতী
বিভাময়ী, সঙ্গে কন্যা কনক-প্রতিমা ৮
প্রভা, ক্ষণপ্রভা যথা, বধূ দেবসেনা,
বরিবারে নরপতি সমর-বিজয়ী
রঘুপতিসম ; অনবগুণ্ঠিত সবে,
পরিধানে রক্তপট্টবাস, অস্ত্র শস্ত্র ১০

খড়গ-চর্ম্ম-স্বর্ণ-চিহ্ণে বিমণ্ডিত ;
অনবগুণ্ঠিত শিরে শোভয়ে কবরী,
বিজড়িত মণিমুক্তা কনকের দামে ;
শোভে নবঘন যথা গগণমণ্ডলে ১২
চপলার রেখারাজি-রঞ্জিত হৃদয়ে ;
কক্ষে রাজে চন্দ্রহাস রজত-নির্ম্মিত,
কপালে সিন্দুর-বিন্দু, প্রাচীদিশামুখে
তরুণ অরুণ যথা ; কণ্ঠে আন্দোলিত ১৪
মুকুতার মালা, চরণে শিঞ্জিত মৃদু
নিপুণ মঞ্জীর, করে বরণের ডালা
সুমঙ্গল,—শোভে তাতে সপ্ত সপ্ত দীপ,
দূর্ব্বা, ধান্য, কজ্জল-বর্ত্তিকা, পুষ্পমালা, ১৬
ঘৃষ্ট-চন্দনপাত্রিকা ; কিঙ্করীর বৃন্দে
বেষ্টিতা সুন্দরীত্রয়, বীজনিছে যারা
চামর। ভূপেন্দ্র হেরি আরতি-সম্ভার
দাণ্ডাইলা সসম্ভ্রমে ; উঠে উচ্চরবে ১৮
হুলুধ্বনি শঙ্খনাদ নারীবৃন্দ মাঝে ;
নারী তুর্য্যকরীগণ বাজায় মধুর।

মৃদু, তুর্য্য, বীণা, বেণু, করতাল সহ।
বধূকন্যাসহ রাজ্ঞী বরিয়া রাজায়, ২০
শুভাশীষ বিতরিলা ধান্যদূর্ব্বা দিয়া
কুমার জামাতা বীর গজেন্দ্র কুমারে ;
অর্পিলা স্বহস্তে কৃপা ধান্যদূর্ব্বাদল
বীরযূথপতি অষ্টপ্রধান জনেরে ;— ২২
জানুপাতি ভূমে নোয়াইলা তাঁরা শির,
প্রাধানিক শিরস্ত্রাণবৃত ; অষ্টবীর
মানে ভাগ্য মূর্ত্তিমতী জয়লক্ষ্মী যথা
বরিলা আরতি সবে, বিস্মরিলা যেন ২৪
যুদ্ধ খেদ ! পুষ্পরাশি লাগিলা বর্ষিতে
নারীজন যত ; নরপতি পশিলা ভবনে।
আনন্দে চলিল সপ্তদিন হেনমতে।
অষ্টম দিবসে ভূপ ঘোষিলা আদেশ, ২৬
আপ্তবন্ধুবর্গ সবে করিতে বিদায়,
যথাযোগ্য সম্ভাষিয়া, পূজিয়া যতনে।
হত-অবশেষ সেনা লয়ে বন্ধুজন
আপন ভবনে চলে অতি হৃষ্টমনে ২৮

গর্ব্বিত হৃদয়, স্মরি গত-সমর কাহিনী।
বিসর্জ্জিয়া বীরজনে নাতিহৃষ্টমনে
পুনস্কন্ধে রাজ্যভার লইলা নৃমণি
সমর্পিয়া সর্ব্বফল বৃষ্ণি-কুলপতি ৩০
-পাদে। সত্য, শাস্ত্রে কহে ত্রিবামা সে দেব ;
দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য-প্রধান, সেবে তাঁরে
বীরবৃন্দ তথা আর যোগীঋষিজন,
মহিষীমণ্ডল কৃতপুণ্য কৃততপাঃ : ৩২
যদ্যপি নাহিক তথা ব্রহ্মপুরী-প্রীতি
মধুময়া, যে পথের নাহিক তুলনা
*ত্রিভুবনে তবু নৃপ স্বভজনবশে
ধ্যায়ে যদুপতি-কৃষ্ণ যদুসভাশোভী ৩৪
বেষ্টিত মহিষীগণে, শাম্ব জাম্ববতী
-সুত, বলভদ্র বীর প্রদ্যুম্ন উদ্ধব
নিশঠ উল্মুক গদ অক্রুর শারণ
অনিরুদ্ধ আদি যত বৃষ্ণি বীরচয় ৩৬

*বৈষ্ণবমতে ব্রজভাবে কৃষ্ণভজন উৎকৃষ্টতম ; উহাতে অত্যন্ত মাধুর্য্য ; কিন্তু রাজা স্বকীয়ভাবে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণভজন করেন ; যে ভাব মাধুর্য্যযুক্ত হইলেও রাজভাবে ঐশ্বর্য্য প্রধান।

সেবে তাঁরে অনুদিন। জন্মকর্ম্ম তাঁর
যত চিন্তে নরপতি. স্মরণে §যাহার
কর্ম্মবন্ধ হয় নাশ,—কহে মুনিবর
সত্যবতী-সুত বিষ্ণু পরাশরাত্মজ,— ৩৮
‡ভারত যাঁহার গাঁথা অতুল জগতে।
ধন্য ত্রিভুবনে পুত্র শুকদেব, মিশি
যিনি ব্রহ্মভাবে, সর্ব্বভূতে রহে লীন,
পশুপতি বরে, ছায়ারূপে *সান্ত্বনিছে ৪০
পিতা সত্যবতীসুতে; ভাগীরথী তটে পুন
উদ্ধারিতে পরীক্ষিতে কুরু-তন্তু ক্ষীণ,
গায় বিষ্ণুগাঁথা-ভাগবত কথারূপে,
দশমে যাহার †দশমপদার্থ—মুখ্যলীলা— ৪২
পঞ্চাধ্যায়ী পঞ্চপ্রাণ সুগীত *গান্ধারে;
প্রতিধ্বনি বশে যাঁর দ্রবিল ভুবন,
ধন্যতম এ ভারত; মূর্ত্তি যাঁর পরে

§ "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"—আমার জন্ম ও কর্ম্ম যিনি জানেন তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। গীতা। ‡ মহাভারত। * শুকদেব সর্ব্বভূতে মিশ্রিত হইয়া গেলে ব্যাস তাহার শোকে ব্যথিত হন। মহেশ্বরের বরে তিনি পুত্রকে ছায়ারূপে দেখিতে অধিকারী হন।

† শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতোক্ত দশম মুখ্য পদার্থ। তাহার মুখ্যলীলা ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীতে বর্ণিত। উহা ভাগবতের পঞ্চপ্রাণ বলিয়া গণ্য। * গান্ধারগ্রাম নামক স্বরভূমিকায় সুর রাখিয়া।

‡হেমকান্তি ধরি প্রেমে ভাসায় জগৎ। ৪৪

ভজে রাজা §নিজভাবে ব্রহ্ম পরাৎপর

বৃষ্ণি-কুলপতি দেবে, রাজ রাজেশ্বর

-ভাবে ঐশ্বর্য্যের পথে তলবাহি যাতে

মাধুর্য্য শাসয়ে রাজ্য, পূজয়ে দেবেশে। ৪৬

সেবে রাণী বিভবাতী, বধূ দেবসেনা,

কন্যাপ্রভা, জামাতা, আত্মজ, অন্তজন

প্রধান, যতেক আর আপ্তবন্ধুজন,

ভূপেন্দ্র বিজয়া ধন্য বার হরিদাসে॥ ৪৮

ইতি উপসংহৃতিসমাখ্যঃ পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥

সমাপ্তমিদং কাব্যম্।

---

‡ কবি বলিতেছে,—ভাগবতের সেই রাসপঞ্চাধ্যায় বহুকাল পরে স্বর্ণ-কান্তি বিশিষ্ট মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তি) ধরিয়া জগৎ প্রেমে ভাসাইয়াছিল।

§ মধুময় ভাবের উৎকর্ষ থাকিলেও রাজা স্বহৃদয়ে সমুদিত ভাবে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণভজন করেন।